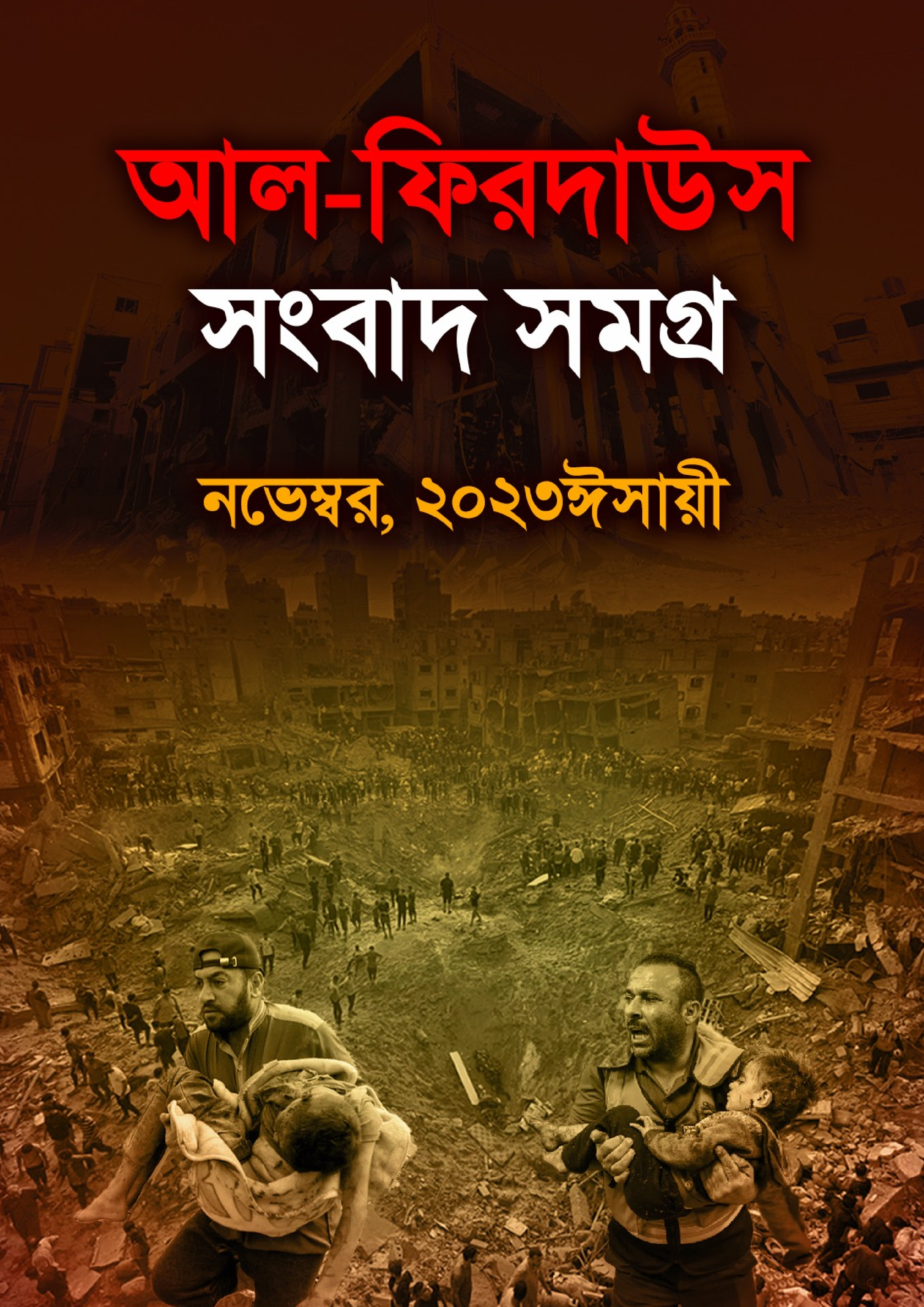

আল-ফিরদাউস
সংবাদ সমগ্র
নভেম্বর, ২০২৩ঈসায়ী

****

الفردوس
AL-FIRDAWS
আল-ফিরদাউস

আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র || নভেম্বর, ২০২৩ঈসায়ী

সূচিপত্র
৩০শে নভেম্বর, ২০২৩...4 ২৯শে নভেম্বর, ২০২৩...7 ২৮শে নভেম্বর, ২০২৩...13 ২৭শে নভেম্বর, ২০২৩...15 ২৬শে নভেম্বর, ২০২৩...19 ২৫শে নভেম্বর, ২০২৩...21 ২৪শে নভেম্বর, ২০২৩...23 ২৩শে নভেম্বর, ২০২৩...26 ২২শে নভেম্বর, ২০২৩...27 ২১শে নভেম্বর, ২০২৩...29 ২০শে নভেম্বর, ২০২৩...32 ১৯শে নভেম্বর, ২০২৩...35 ১৮ই নভেম্বর, ২০২৩...38 ১৭ই নভেম্বর, ২০২৩...42 ১৬ই নভেম্বর, ২০২৩...43 ১৫ই নভেম্বর, ২০২৩...47 ১৪ই নভেম্বর, ২০২৩...51 ১৩ই নভেম্বর, ২০২৩...52 ১২ই নভেম্বর, ২০২৩...55 ১১ই নভেম্বর, ২০২৩...56 ১০ই নভেম্বর, ২০২৩...59 ০৯ই নভেম্বর, ২০২৩...61 ০৮ই ডিসেম্বর, ২০২৩...64 ০৭ই নভেম্বর, ২০২৩...68 ০৬ই নভেম্বর, ২০২৩...74 ০৫ই নভেম্বর, ২০২৩...76 ০৪ঠা নভেম্বর, ২০২৩...78 ০২রা নভেম্বর, ২০২৩...79 ০১লা নভেম্বর, ২০২৩...86

৩০শে নভেম্বর, ২০২৩

আমেরিকায় তিন ফিলিস্তিনি ছাত্রকে গুলি

আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র || নভেম্বর, ২০২৩ঈসায়ী

আমেরিকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ভার্মন্ট অঙ্গরাজ্যে তিন ফিলিস্তিনি ছাত্রকে গুলি করা হয়েছে। বার্তা সংস্থা আল-জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, ২৫ নভেম্বর স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় বার্লিংটন শহরের ভার্মন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের কাছে তাদেরকে গুলি করা হয়।

গুলিবিদ্ধ শিক্ষার্থীরা হলেন- হিশাম আওয়ারতানি, তাহসিন আহমদ এবং কিন্নান আব্দুল হামিদ। গুরুতর আহত তিনজনই ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের রামাল্লা ফ্রেন্ডস স্কুলের শিক্ষার্থী ছিল। বর্তমানে তারা যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছিল।

আমেরিকান-আরব অ্যান্টি-ডিসক্রিমিনেশন কমিটি (এডিসি) জানিয়েছে, আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর এবং তারা নিবিড় পরিচর্যায় রয়েছেন। বাকি একজনের অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল।

https://twitter.com/adc/status/1728806541078266280

বার্লিংটন পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যায় পিস্তল নিয়ে এক ব্যক্তি ওই তিন শিক্ষার্থীকে গুলি করেছে। তারপর সে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। আর আহত শিক্ষার্থীদের স্বজনরা দাবি করছেন, বিদ্বেষের কারণে এ হামলার ঘটনা ঘটেছে। যথাযথ তদন্তের জন্য তারা পুলিশের প্রতি আহবান জানিয়েছে তারা।

গত ৭ অক্টোবরের পর থেকে হামাস-ইসরায়েল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের জেরে যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আরব বংশোদ্ভূত বা ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক ঘটনা বেড়েছে। এর আগে আমেরিকার ইলিনয় অঙ্গরাজ্যে ৬ বছর বয়সী এক ফিলিস্তিনি মুসলিম শিশুকে ২৬ বার ছুরিকাঘাতে হত্যা করে এক বয়স্ক আমেরিকান ইহুদি।

এডিসি বলছে, তারা তিনজনই ফিলিস্তিনি (আরব) বংশোদ্ভূত, আর এ কারণেই তাদের ওপর হামলা হয়েছে।

তথ্যসূত্র:
----

1. Three Palestinian students shot in Vermont, US amid Israel-Hamas truce

- https://tinyurl.com/3s5545jx

'মথুরা ও বারাণসীর মসজিদকে মন্দিরে রুপান্তর করুণ': হিন্দু পরিষদ প্রধান

অন্তরাষ্ট্রীয় হিন্দু পরিষদের (এএইচপি) প্রধান প্রবীণ তোগাড়িয়া মথুরা, অযোধ্যা এবং বারাণসীর ঐতিহাসিক মসজিদগুলোকে মন্দিরে রুপান্তর করার আহ্বান জানিয়ে নতুন বিতর্ক তৈরি করেছে৷ মুসলিম বিরোধী বক্তৃতার জন্য কুখ্যাত এই হিন্দুত্ববাদী নেতা গত ২৪ নভেম্বর শুক্রবার এই আহ্বান জানিয়েছে।

4

অযোধ্যায় সম্প্রতি নির্মিত রাম মন্দিরের দিকে ইঙ্গিত করে সে বলেছে, “রামের আশীর্বাদে অযোধ্যায় মন্দির উঁচু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন মথুরা এবং কাশীর সময় এসেছে।” তোগাড়িয়া শ্লোগান দিয়ে বলেছে, “অযোধ্যা মথুরা বিশ্বনাথ, তিনো লেঙ্গে এক সাথ।” (তিনটিই একসাথে নিব)।

এর আগে গত ২২ নভেম্বর হরিয়ানার সোনিপতে তোগাড়িয়া দাবি করেছিল যে, মুসলিমরা নাকি পার্ক দখল করছে এবং হিন্দু ব্যবসায়িদের জন্য হুমকি তৈরি করছে। মুসলিম বিদ্বেষ ছড়াতে ক্রমবর্ধমান মুসলিম জনসংখ্যা হুমকি হিসেবে প্রচার করছে সে।

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ২০১৯ সালে একটি অন্যায় ও পক্ষপাতিত্বমূলক সিদ্ধান্তে বাবরি মসজিদের জমি হিন্দুদের দিয়ে দেয়, আর মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক প্লট বরাদ্দ করে। রাম মন্দির নির্মাণের কাজ প্রায় শেষের দিকে হলেও, মসজিদের কাজ এখনও শুরু হয়নি।

তথ্যসূত্র:
----

1. Replace Mosques with Temples in Mathura and Varanasi: Hindu Parishad Chief Pravin Togadia
- https://tinyurl.com/5n6w468x

ফিলিস্তিনি মুজাহিদদের প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত এক ইসরায়েলি মায়ের আবেগঘন চিঠি

যুদ্ধ বিরতির আওতায় আল কাসসাম ব্রিগেডের মুজাহিদদের কাছ থেকে যেসকল ইসরায়েলি জিম্মি মুক্তি পেয়েছে, তাদের কেউই এখন পর্যন্ত নির্যাতন কিংবা অসদাচরণের কোন অভিযোগ করেনি। বরং, হামাস মুজাহিদদের কাছে সম্মান ও উত্তম অবস্থায় থাকার কথা উল্লেখ্য করছে মুক্তিপ্রাপ্ত ইসরায়েলিরা।

ইসরায়েল সরকার মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের মিডিয়ায় কথা বলতে দিচ্ছে না। তবে হামাসের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার মুহূর্তে বেশিরভাগ জিম্মিকেই দেখা যায়, তারা হাসিমুখে বিদায় জানাচ্ছেন মুজাহিদদের।

এরই মাঝে, মুজাহিদরা জিম্মিদের সাথে কেমন আচরণ করেছেন তার একটি উত্তম বর্ণনা দিয়েছেন সদ্য মুক্তি পাওয়া এক ইসরায়েলি মা। ইসরায়েলি ঐ মায়ের নাম ড্যানিয়েল এবং তার মেয়ের নাম এ্যামিলিয়া। উভয়েই ৫০ দিনের বেশি সময় কাসসাম ব্রিগেডের মুজাহিদদের কাছে আটক থাকার পর মুক্তি পেয়েছে। মুক্তির সময় সে আল-কাসসাম ব্রিগেডের সদস্যদের উদ্দেশ্যে একটি নোট বা চিঠি রেখে যায়। মুজাহিদরা সেই চিঠিটি প্রকাশ করেছেন। প্যালেস্টাইন ইনফরমেশন সেন্টারের তথ্যানুযায়ী, চিঠিটি লিখা হয়েছে হিব্রু ভাষায়।

চিঠিতে ঐ ইসরায়েলি মা লিখেছে, "বিগত কয়েক সপ্তাহ যাদের সঙ্গে ছিলাম, সেই জেনারেলদের প্রতি। - আগামীকাল হয়তো আমরা আলাদা হয়ে যাব। তবে, আমার মেয়ে এ্যামিলিয়ার প্রতি আপনারা যে অনবদ্য মানবিকতা দেখিয়েছেন, তার জন্য আপনাদেরকে হৃদয়ের গভীর থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা তার সাথে পিতামাতার মতোই আচরণ করেছেন, যে কোন প্রয়োজনে আপনারা তাকে ঘরে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।"

5

"আপনাদেরকে সে নিছক বন্ধু মনে করেনি, বরং সত্যিকার ও মহৎ হৃদয়ের প্রিয় মানুষ মনে করেছে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, এবং আবারও ধন্যবাদ, তার সাথে আপনাদের অনেক বেশি সময় কাটানোর জন্য, তার প্রতি যত্নশীল ভূমিকা পালনের জন্য। ধন্যবাদ তার ব্যপারে ধৈর্যশীল হওয়ার জন্য, তাকে মিষ্টি আর ফলমূল দিয়ে খুশি করার জন্য, এবং অন্য সে সব কিছুর জন্যও- যেগুলো সেখানে সহজপ্রাপ্য ছিল না।"

"শিশুরা আবদ্ধ থাকতে পছন্দ করে না। কিন্তু আপনাদেরকে ধন্যবাদ, এবং অন্যান্য দয়ার্দ্র ব্যক্তিদেরকেও ধন্যবাদ,কারণ আপনাদের জন্যই আমার মেয়ে নিজেকে গাজার রানীর মতো মনে করতো। আপনাদের কারণেই সে এমন অনুভব করতো যে, সেই হয়তো এই গোটা বিশ্বের কেন্দ্র। এই দীর্ঘ সফরে সাধারণ সৈন্য থেকে নেতাদের পর্যন্ত এমন কোন ব্যক্তিরই মুখোমুখি হইনি, যিনি এ্যামিলিয়ার সাথে দয়া, সহানুভূতি এবং ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করেননি।"

"আমি আজীবন এই কৃতজ্ঞতাবোধের জিম্মি হয়ে থাকব যে, আমার মেয়ে কোন স্থায়ী মানসিক আঘাত নিয়ে এই জায়গা ছেড়ে যাচ্ছে না। নিজেরা কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে থাকা অবস্থাতেও এবং গাজায় ভয়াবহ সব ক্ষতির শিকার হতে থাকা সত্ত্বেও আপনারা তার প্রতি যে সদয় আচরণ করেছেন, আমরা তা সবসময় মনে রাখব। আমরা যদি এই দুনিয়াতে পরস্পরের দয়ালু বন্ধু হয়ে থাকতে পারতাম! আমি আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং কল্যাণ কামনা করছি।"

"আপনাদের এবং আপনাদের পরিবারের সদস্যদের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি, তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করছি। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।"

ড্যানিয়েল ও এ্যামিলিয়া

তথ্যসূত্র:
----

1. Al-Qassam Brigades released a handwritten letter from one of the captives addressed to the fighters and leaders of the brigades...
- https://tinyurl.com/3f7msc4s
2. A thank you letter written to the Al-Qassam Brigades by Israeli hostage Danielle on behalf of herself and her daughter Emilia:
- https://tinyurl.com/m2tu3ue7

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট - ২৯ নভেম্বর, ২০২৩

• বৃহস্পতিবার ভোরে ৩০ ফিলিস্তিনি নারী ও শিশু ইসরায়েলী কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন। এর আগে বুধবার সন্ধ্যায় হামাস ১৬ বন্দীকে মুক্তি দিয়েছে। এদের মধ্যে আছে ১০ দখলদার ইসরায়েলী পাশাপাশি ৪ জন থাই এবং ২ জন রাশিয়ান-ইসরায়েলী।

• আজ (বৃহস্পতিবার) স্থানীয় সময় সকাল ৭টায় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যকার যুদ্ধবিরতি চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে। এখন যুদ্ধবিরতি বৃদ্ধি করা নিয়ে আলোচনা চলছে। আল-জাজিরার সাংবাদিক হাশেম আহেলবাররা জানিয়েছেন, যুদ্ধবিরতি আরও ৪৮-৯৬ ঘণ্টার জন্য বাড়তে পারে বলে সম্ভাবনা রয়েছে।

• গাজার বাসিন্দারা আবারও ইসরায়েলী বোমা হামলার আশংকায় রয়েছেন।

• মার্কিন স্টেট সেক্রেটারি অ্যান্টনি ব্লিনকেল ইসরায়েল সফর গিয়েছে। সেখানে সে গাজা থেকে আরও দখলদার ইসরায়েলী বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে আলোচনা করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

• ইসরায়েলী কারাগার থেকে নিজেদের আপনজনদের মুক্তি পাওয়ায় এতদিন আনন্দ উৎযাপন করছিলেন ফিলিস্তিনিরা। কিন্তু দখলদার ইসরায়েলী বাহিনীর এটা পছন্দ হয়নি। তারা ফিলিস্তিনিদের আনন্দ উৎযাপন করার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছে। ঘরের ভেতরে কিংবা বাইরে, কোনো ধরনের উৎযাপনই করা যাবে না বলে হুমকি দিয়েছে ইসরায়েলী সন্ত্রাসী বাহিনী।

• বন্দী বিনিময়ের ৬ষ্ঠ ধাপে মুক্তি পেয়েছেন ফিলিস্তিনী বন্দী রুকাইয়াহ আমরুহ। তিনি বলেছেন, ইসরায়েলী কারাগারে সন্ত্রাসী ইসরায়েলী বাহিনী নারীদেরকে ধর্ষণ করার হুমকি দিচ্ছে।

• বুধবারে সন্ত্রাসী ইসরায়েলী বাহিনী জেনিনে ঠাণ্ডা মাথায় এক ৯ বছর বয়সী ফিলিস্তিনী শিশুকে শহীদ করেছে। একই অভিযানে সন্ত্রাসী বাহিনী ১৫ বছর বয়সী বাসিল সুলেইমান আবুল ওয়াফাকেও হত্যা করেছে।

• পশ্চিম তীরে ৭ই অক্টোবরের পর থেকে এখন পর্যন্ত ২৩০ জনকে হত্যা করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েলী বাহিনী।

২৯শে নভেম্বর, ২০২৩

প্রত্যাবর্তনকৃত শরণার্থীদের সহায়তা প্রদান বিষয়ক আফগান হাই কমিশনের প্রতিবেদন (২৮ নভেম্বর)

আফগান শরণার্থীদের জোড়পূর্বক অন্যায়ভাবে বিতাড়িত করেছে পাকিস্তান সরকার। এরপর থেকে আগফানিস্তান অভিমুখে শরণার্থীর ঢল নেমেছে। সহায় সম্বল হারিয়ে লম্বা সময় পর নিজ দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন আফগান শরণার্থীরা। পাকিস্তানের সাথে মিল রেখে ইরানও সেখানে আশ্রয় নেওয়া স্বীকৃত শরণার্থীদেরকেও আফগানিস্তানে ফেরত পাঠাচ্ছে।

তবে, যুদ্ধবিধ্বস্ত অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর সংগ্রামে রত অবস্থাতেও চতুর্মুখী শরণার্থীদের ঢলকে সততা ও দক্ষতার সাথে ঠিকই সামলে নিচ্ছে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান। পরিস্থিতি মোকাবেলায় শরণার্থীদের গ্রহণ, নিবন্ধন, পরিবহন, সাময়িক আবাসন, আর্থিক অনার্থিক সুবিধা প্রদান ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের জন্য আলাদা আলাদা কমিটির মাধ্যমে শরণার্থী ব্যবস্থাপনায় অনন্য নজির স্থাপন করে যাচ্ছেন তাঁরা। সার্বিক প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে নিয়মিত কার্যক্রমের রিপোর্টও প্রকাশ করা হচ্ছে।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের প্রত্যাবর্তনকৃত শরণার্থীদের সহায়তা প্রদান বিষয়ক হাই কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত ২৮ নভেম্বরের প্রতিবেদনটি আমরা আল-ফিরদাউসের পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করছি।

তুরখাম (কাল্পনিক ডুরান্ড সীমান্ত)

নিবন্ধন, অনুমোদন ও অভ্যর্থনা কমিটি:

মোট ৪৫৪ জন সদস্য বিশিষ্ট ১০৯টি পরিবারের বায়োমেট্রিক ও নিবন্ধন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

পরিবহন ও স্থানান্তর কমিটি:

মোট ২৭৫ জন সদস্যের ৪৬টি পরিবারকে নানগারহার, লাঘমান, কুনার ও কাবুল প্রদেশে নিরাপদে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি পরিবারকে ৯,৫০০ আফগানি করে প্রদান করা হয়েছে।

শরণার্থীদের অস্থায়ী আবাসন বিষয়ক কমিটি:

প্রত্যাবর্তনকৃত ৪০টি শরণার্থী পরিবারকে ওমরি ক্যাম্পে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। তাদের জন্য সেখানে ৩০টি তাবু ও ৮টি বিশ্রামাগার স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি পানি সংরক্ষণাগারগুলো পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য বিষয়ক ও সেবা কমিটি:

ওমরি ক্যাম্পে ৭,৫০০ জন প্রত্যাবর্তিত শরণার্থীর মাঝে খাবার ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়াও বেশ কিছু দাতব্য সংস্থার সহায়তায় তাদের মাঝে ৭৫০টি কম্বল, ৭৫০ জোড়া জুতা ও শীতের পোশাক (M&F), ৪৫০ প্যাকেট লবণ, ৪৫০ ব্যাগ রেশন এবং ১৪০,০০০ লিটার পানি বিতরণ করা হয়েছে। শরণার্থীরা ৫৫২ টি সিমকার্ডও পেয়েছেন।

কর্মসংস্থান কমিটি:

কর্মসংস্থান কমিটি কর্তৃক ৮ জন হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েট, ২ জন কুরআনের হাফেজ, ৩১৪ জন স্বল্প দক্ষ ব্যক্তি এবং ৮৯ জন পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তির নিবন্ধন সম্পন্ন করেছে। তাদেরকে যোগ্যতা অনুযায়ী পরবর্তীতে দায়িত্বেনিয়োগ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

তথ্য ও জন সচেতনতা কমিটি:

ওমরি ক্যাম্পের কর্মকর্তাগণ ফিরে আসা শরণার্থীদের সাথে একটি ফলপ্রসূ আলোচনা সভা সম্পন্ন করেছেন। প্রতারণার আশ্রয় নেয়া ব্যক্তিদেরকে শরণার্থীদের জায়গা দখল না করতে সতর্ক করে তাঁরা বলেছেন যে- এমন কেউ ধরা পরলে নিজেদের পরিণতির জন্য তারা নিজেরাই দায়ী থাকবে।

আন্তর্জাতিক শরণার্থী সংস্থাও (আইএমও) শরণার্থীদের স্বীকৃতি সনদ বিতরণ করেছে।

স্পিন বোল্ডাক

নিবন্ধন, অনুমোদন ও অভ্যর্থনা কমিটি:

উক্ত কমিটি ১৬৯০ জন সদস্য বিশিষ্ট ৩১২টি পরিবারের বায়োমেট্রিক ও নিবন্ধন সম্পন্ন করেছে। পাশাপাশি, মোট ১২৮২ সদস্যের ২৪১টি সংকটাপন্ন পরিবারের তত্ত্বাবধানের জন্য তাদেরকে আন্তর্জাতিক শরণার্থী সংস্থার (আইএমও) অধীনে অর্পণ করা হয়েছে। এছাড়াও, ৪০৮ সদস্যের ৭১টি পরিবারের কাছে আগে থেকেই ভিআরপি ও এউএনএইচসিআরের কার্ড ছিল। তাদের জরুরী সহায়তা ও প্রয়োজন পূরণের দায়িত্বও আইএমও-কে প্রদান করা হয়েছে।

পরিবহন ও স্থানান্তর কমিটি:

বোল্ডাক দিয়ে আগত ৮৩৯ জন্য সদস্যের ১০৪টি শরণার্থী পরিবারকে কাবুল, হেরাত ও কান্দাহার প্রদেশে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। সকল পরিবারকে ১২৯,০০০ আফগানি অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

অর্থ বিষয়ক কমিটি:

ফিরে আসা প্রতিটি পরিবার এই কমিটির কাছ থেকে ১০ হাজার আফগানি করে অর্থ সহায়তা পেয়েছে।

স্বাস্থ্য বিষয়ক ও সেবা কমিটি:

স্পিন বোল্ডাক ও খোর আন্দাম ক্যাম্পে ফিরে আসা ৫,৪০০ জন শরণার্থীর মাঝে খাবার ও ৭০ হাজার লিটার পানি সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, মীরওয়াইস খান হাসপাতাল, রেড ক্রস কমিটি, হেলথনেট অর্গানাইজেশনের ডাক্তারগণ মোট ২৭৬ জন রোগীর পরীক্ষা-নিরিক্ষা ও চিকিৎসা সম্পন্ন করেছেন। পাশাপাশি ২,৪৮০ জন শরণার্থীকে টিকা প্রদান ও ১২৭৮ জনের স্ক্রিনিং সম্পন্ন করা হয়েছে। শরণার্থীদের মাঝে ৭৯০ সিমকার্ডও বিতরণ করা হয়েছে।

পাকতিকা প্রদেশ:

নিবন্ধন, অনুমোদন ও অভ্যর্থনা কমিটি:

আংগুর আদায় ৩ টি পরিবারের নিবন্ধন সম্পন্ন করা হয়েছে।

পরিবহন ও স্থানান্তর কমিটি:

আগত ৩টি পরিবারকে তাদের নির্ধারিত জেলায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

অর্থ বিষয়ক কমিটি:

প্রত্যাবর্তনকারী ৩টি পরিবার ১০ হাজার আফগানি নগদ সহায়তা পেয়েছে।

স্বাস্থ্য বিষয়ক ও সেবা কমিটি:

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং আংগুর আদা এর পাবলিক হেলথ টিম ফিরে আসা ৮২ জনকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেছে। আঙ্গুর আদায় ৮৩টি শরণার্থী পরিবারকে কমিটির সদস্যদের সাথে ৩ বেলার খাবার প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যাবর্তিত শরণার্থীদের ১৪টি সিমকার্ডও প্রদান করা হয়।

জাবুল প্রদেশ:

নিবন্ধন, অনুমোদন ও অভ্যর্থনা কমিটি:

১৯ জন সদস্যের ৪টি ফিরে আসা পরিবারকে জাবুলের শামালজো জেলায় নিবন্ধন করা হয়েছে।

পরিবহন ও হস্তান্তর কমিটি:

৩টি পরিবারের ১২ জন সদস্যকে তাদের নির্ধারিত জেলায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক পরিবার ভাড়া বাবদ ৪,৫০০ আফগানি পেয়েছে।

অর্থ বিষয়ক কমিটি:

উক্ত কমিটি আগত ৪টি পরিবারকে ভাড়া বাবদ ১০ হাজার আফগানি প্রদান করেছে।

স্বাস্থ্য বিষয়ক ও সেবা কমিটি:

প্রত্যাবর্তনকারী ৪টি পরিবার প্রয়োজনীয় সুবিধাদি সম্বলিত ৪টি সাময়িক আবাস লাভ করেছে। রেড ক্রস সোসাইটি তাদেরকে খাবার ও অন্যান্য সামগ্রী প্রদান করেছে।

নিমরুজ প্রদেশ:

নিবন্ধন, অনুমোদন ও অভ্যর্থনা কমিটি:

১৮৬ সদস্যের ৪৮টি পরিবারকে নিবন্ধিত ও বায়মেট্রিক সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও, ২৫৬২ জন অবিবাহিত ব্যক্তিকেও নিবন্ধনের আওতায় আনা হয়েছে, যাদের মধ্যে আবার ২৫৬ জনকে জরুরি সহযোগিতার জন্য আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থায়(IOM) আনা হয়েছে।

শরণার্থীদের অস্থায়ী আবাসন বিষয়ক কমিটি:

১১৭ সদস্য বিশিষ্ট ২৯টি পরিবারকে অস্থায়ী আবাসন প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে বেশ কিছু নারী তীব্র অভাবগ্রস্ত হওয়ায়, তাদের প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার(IOM) নিকট অর্পণ করা হয়েছে।

হেরাত প্রদেশ:

নিবন্ধন, অনুমোদন ও অভ্যর্থনা কমিটি:

ইসলাম কালা রুট দিয়ে আগত ১২৭ সদস্যের ৬৩টি পরিবারের নিবন্ধিত ও বায়োমেট্রিক সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও, ২৫৬২ জন অবিবাহিত ব্যক্তিকেও নিবন্ধনের আওতায় আনা হয়েছে, যাদের মধ্যে আবার ২৫৬ জনকে জরুরি সহযোগিতার জন্য আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থায়(IOM) আনা হয়েছে।

অর্থ বিষয়ক কমিটি:

প্রত্যাবর্তিত ৪৩টি পরিবারের প্রত্যেককে ১০,০০০ আফগানি অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

কাবুল প্রদেশ:

অর্থ সংস্থান বিষয়ক কমিটি:

উক্ত কমিটির প্রধান এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বরত প্রধান, আল-গুরাফা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। সেখানে অর্থ সংস্থান বিষয়ক কমিটির প্রধানের কাছে ১০০,০০০ ডলারের সহায়তা হস্তান্তর করা হয়।

পরিবহন ও স্থানান্তর কমিটি:

উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে কমিটির কৃত কাজের মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। কর্মকর্তাগণ শরণার্থীদের প্রয়োজন পূরণে দ্রুত সারা দেওয়ার ব্যপারে গুরুত্বারোপ করা হয়।

তথ্যসূত্র:

Daily report of the high commission for facilitation of returning refugees

ফিলিস্তিন-ইসরায়েল যুদ্ধবিরতির মেয়াদ আরও দুই দিন বাড়ল

অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় হামাসের সঙ্গে ইসরায়েলের যুদ্ধবিরতির মেয়াদ দু’দিন বাড়ানো হয়েছে। আল-জাজিরা জানিয়েছে, সোমবার কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাজেদ আল আনসারি গাজায় মানবিক যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর চুক্তিতে পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ফিলিস্তিন-ইসরায়েলের চার দিনের যুদ্ধবিরতির শেষ দিন ছিল গতকাল মঙ্গলবার (২৮ নভেম্বর)। স্থানীয় সময় ভোরেই শেষ হওয়ার কথা ছিল যুদ্ধবিরতির মেয়াদ। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার আগেই নতুন করে যুদ্ধবিরতির সময় আরও ২ দিন বাড়ানো হলো।

যুদ্ধবিরতির বর্ধিত সময়ে গতকাল (মঙ্গলবার) ও আজ (বুধবার) গাজায় হামলা চালাবে না ইসরায়েলি বাহিনী। নতুন চুক্তির আওতায় দু'দিনে ২০ ইসরায়েলি জিম্মি ও ৬০ ফিলিস্তিনি মুক্তি পাবে। তবে, যুদ্ধবিরতি শেষ হওয়ার সাথে সাথেই পুরো শক্তি দিয়ে গাজায় হামলা চালানোর ঘোষণা দিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল।

গাজায় প্রথম দফা যুদ্ধবিরতি চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল ওই চার দিনে ৫০ ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দিবে হামাস। অপরদিকে ১৫০ ফিলিস্তিনি কারাবন্দীকে ছাড়ার কথা ছিল ইসরায়েলের। সে অনুযায়ী রোববার পর্যন্ত প্রথম তিন দিনে ৬৯ জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে হামাস, যাদের মধ্যে ৩৯ জন ইসরায়েলি, বাকিরা অন্যান্য দেশের। একই সময়ে ইসরায়েলের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন ১৫০ ফিলিস্তিনি।

তথ্যসূত্র:
----

1. Gaza truce extended by two days, Qatar and Hamas say
- https://tinyurl.com/27de8zbu

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট - ২৮ নভেম্বর, ২০২৩

• ৩০ জন ফিলিস্তিনী বন্দী মুক্তি পাওয়ার পর দখলীকৃত পশ্চিম তীর এবং পূর্ব জেরুজালেমে নিজেদের বাড়িতে ফিরেছেন। এর আগে ২ বিদেশি এবং ১০ ইসরায়েলী বন্দীকে মুক্তি দিয়েছিলেন আল-কাসসাম ব্রিগেডের যোদ্ধারা। গত শুক্রবারের পর থেকে দুই পক্ষের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৫ বার বন্দী বিনিময় হয়েছে।

• ফিলিস্তিনী কিশোর ইসরায়েলের জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর জানিয়েছেন, দখলদার সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েলীরা কারাগারে বন্দীদের মারধর করেছে।

• আন্তর্জাতিক-ফিলিস্তিন শিশু প্রতিরক্ষা অধিকার দল জানিয়েছে, দখলীকৃত পশ্চিম তীরে সন্ত্রাসী ইসরায়েলী বাহিনী দুই শিশুকে হত্যা করেছে।

• ইসরায়েলের সন্ত্রাসী ডানপন্থী জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী গাজায় যুদ্ধ বন্ধ করার পরিণামে ইসরায়েলের ‘জোট সরকারকে’ পতনের হুমকি দিয়েছে।

• দখলদার ইসরায়েলে গত সোমবার সফর করেছে ইলন মাস্ক। এ সময় সে সন্ত্রাসী ইসরায়েলের পক্ষে নিজের সমর্থন জানিয়েছে। হামাসের মুখপাত্র উসামা হামদান ইলন মাস্ককে গাজায় সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, যেন সে গাজায় ইসরায়েলের চালানো গণহত্যার মাত্রা পরিদর্শন করতে পারে।

• মিশরের গোয়েন্দা প্রধান এবং কাতারের কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলতে দোহায় সফর করেছে যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা বাহিনী সিআইএ প্রধান এবং ইসরায়েলী গোয়েন্দা বাহিনী মোসাদের প্রধান।

• সন্ত্রাসবাদী দখলদার ইসরায়েল দখলীকৃত পশ্চিম তীরে জেনিন শরণার্থী শিবিরে অভিযান চালিয়েছে। এসময় তারা রেড ক্রিসেন্টের অ্যাম্বুলেন্সকেও হাসপাতালে পৌঁছাতে বাধা দিয়েছে।

• গাজার সরকারি মিডিয়া অফিস জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় তারা ধ্বংসস্তুপ থেকে ১৬০ টি লাশ উদ্ধার করেছেন। এর মধ্য দিয়ে গাজায় সন্ত্রাসী ইসরায়েলের চালানো হামলায় নিশ্চিত নিহতের সংখ্যা ১৫ হাজার ছাড়িয়েছে।

২৮শে নভেম্বর, ২০২৩

যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে পশ্চিম তীরে হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী

যুদ্ধবিরতির মধ্যেই পশ্চিম তীরে অভিযান, গ্রেপ্তার ও হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে বর্বর ইসরায়েলি বাহিনী। সোমবার (২৭ নভেম্বর) পশ্চিম তীরে অভিযান চালিয়ে ৩ জনকে হত্যা ও ১৪ জনকে আহত করেছে ইসরায়েলি সোনাবাহিনী। আর এভাবে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে যাচ্ছে সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বাহিনী।

যুদ্ধ বিরতি চুক্তির আওতায় চতুর্থ দিনে ইসরায়েলি কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে ৩৯ ফিলিস্তিনিকে। কিন্তু এর বিপরীতে গ্রেফতার করা হয়েছে অন্তত ৫৬ ফিলিস্তিনিকে। এছাড়াও পশ্চিম তীরের ইবনে সিনা হাসপাতালসহ চারটি হাসপাতাল ঘেরাও করে তাণ্ডব চালায় বর্বর ইহুদিরা।

আল-জাজিরার তথ্যসূত্রে জানা যায়, গত শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া চারদিনের যুদ্ধবিরতির মাঝে পশ্চিম তীরে হামলা চালিয়ে ১১ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। এ নিয়ে গত ৭ অক্টোবরের পর থেকে ইসরায়েলি হামলায় পশ্চিম তীরে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ালো ২৪২ জনে।

ফিলিস্তিনি কমিশন ফর ডিটেনিস অ্যান্ড এক্স-প্রিজনারস অ্যাফেয়ার্সের প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ৭ অক্টবরের পর পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া ফিলিস্তিনিদের সংখ্যা ৩২০০ তে পৌঁছেছে। ইসরায়েলি কারাগারে মোট বন্দী ফিলিস্তনিদের সংখ্যা এখন ৭ হাজারেরও বেশি। এদের মধ্যে ২০০ জনেরও বেশি শিশু এবং প্রায় ৭৮ জন নারী।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয় যে, সাম্প্রতিক গ্রেপ্তার ও আটকের পাশাপাশি ইসরায়েলি বাহিনীর বিস্তৃত অভিযানে বহু বাড়িঘর ধ্বংস করা হয়েছে এবং আটক ও বন্দীদের পরিবারের সদস্যদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে।

তথ্যসূত্র:
----

1. Israeli occupation forces detain 56 Palestinians in the West Bank, raising total detained since October 7 to 3260
- https://tinyurl.com/yw7refbh
2. Israeli forces carry out deadly raids in the West Bank amid Gaza truce
- https://tinyurl.com/3u2vby9h
3. Israeli forces raid Jenin, surround Ibn Sina hospital in occupied West Bank
- https://tinyurl.com/34wkfesy

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ২৭ নভেম্বর, ২০২৩

• আরও ১১ ইসরায়েলী বন্দীকে হামাস মুক্তি দেওয়ার পর ইসরায়েলে পৌঁছে দিয়েছে বলে জানিয়েছে রেড ক্রস। গত শুক্রবার যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ৬৯ ইসরায়েলী ও অন্য বিদেশি বন্দীকে মুক্তি দিয়েছে হামাস।

• চতুর্থ ধাপে আরও ৩ জন ফিলিস্তিনী নারী এবং ৩০ শিশুকে মুক্তি দেবে ইসরায়েল।

• ১১ ইসরায়েলী বন্দীর সাথে মুক্তি পেয়েছে ২ জার্মান কিশোর। তাদের মুক্তিতে স্বাগত জানিয়েছে জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বায়েরবক।

• ইউনিসেফ প্রতিনিধি জেমস এলডার বলেছেন, গাজার ফিলিস্তিনীরা ‘পানি, খাবার এবং শান্তি’-এর আবেদন জানাচ্ছে। এর আগে জেমস এলডার গাজার পরিস্থিতিকে ‘ভয়াবহ’ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন।

• কাতার এবং হামাস জানিয়েছে, যুদ্ধবিরতির সময় বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। ফিলিস্তিনিরা এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন।

• কাতারের এক কর্মকর্তা বলেন, যুদ্ধবিরতি দুইদিন বৃদ্ধি পাওয়া মানে হলো আরও ২০ ইসরায়েলী বন্দী এবং ৬০ ফিলিস্তিনী বন্দীর মুক্তি পাওয়া।

• এই সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব স্টেট অ্যান্টনি ব্লিনকেন আবারও ইসরায়েলে সফরে যাবে। এই সময় সে দখলীকৃত পশ্চিম তীর এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতেও সফর করবে।

• যুক্তরাষ্ট্রের ভার্মন্টে তিনজন ফিলিস্তিনী শিক্ষার্থীকে গুলি করেছে সন্ত্রাসবাদীরা। কেবলমাত্র ‘ফিলিস্তিনী হওয়ার জন্যই’ তাদেরকে হামলা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তাদের পরিবার।

২৭শে নভেম্বর, ২০২৩

"হালাল" সার্টিফাইড পণ্যের উপর ইউপি সরকারের নিষেধাজ্ঞা

উত্তরপ্রদেশ সরকার হালাল প্রশংসাপত্র সহ পণ্য বিক্রির উপর রাজ্যব্যাপী নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। গত ১৮ নভেম্বর ইউপি ফুড সেফটি অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কমিশনার অনিতা সিং কর্তৃক জারি করা একটি আদেশে বলা হয়, 'হালাল-প্রত্যয়িত খাদ্য পণ্যের উৎপাদন, সঞ্চয়, বিতরণ এবং বিক্রয় অবিলম্বে নিষিদ্ধ করা হয়েছে'।

অমুসলিম প্রধান অনেক দেশেই হালাল সত্যায়িত করার মাধ্যমে খাদ্য বিক্রির প্রচলন রয়েছে। এর দ্বারা নির্দিষ্ট একটি খাবার ইসলামী বিধিনিষেধ অনুসরণ করে প্রস্তুত করা হয়েছে বুঝানো হয়; অর্থাৎ, খাদ্যটি প্রস্তুত করতে ইসলামে নিষিদ্ধ কোন উপাদান ব্যবহার করা হয়নি। এটি মুসলিমদের ব্যবহৃত অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে।

গত ১৭ নভেম্বর শুক্রবার লখনৌ এর হজরতগঞ্জ থানায় প্রথমে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়। সেখানে অভিযোগকারী শলেন্দ্র শর্মা বলেছে যে 'কিছু কোম্পানি একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের বিক্রয় বাড়ানোর জন্য পণ্যগুলিকে হালাল হিসাবে প্রত্যয়িত করা শুরু করেছে' এবং এইভাবে 'জনগণের বিশ্বাসের সাথে তারা খেলছে'। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই পরের দিন হালাল সার্টিফাইড পণ্যের উপর আসে এই নিষেধাজ্ঞা।

হালাল সার্টিফিকেশন যেভাবে কাজ করে:

ভারতে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী কতিপয় বেসরকারি সংস্থা ইসলামী শরীয়া আইন অনুসরণ করে বিভিন্ন পণ্যের হালাল সার্টিফিকেশন করে থাকেন। প্রধান প্রধান হালাল সার্টিফিকেশন সংস্থাগুলো হল: জমিয়ত-উলামা-ই-মহারাষ্ট্র, জমিয়ত-উলামা-ই-হিন্দ হালাল ট্রাস্ট, হালাল ইন্ডিয়া এবং হালাল সার্টিফিকেশন সার্ভিসেস ইন্ডিয়া।

এই সংস্থাগুলি অডিট, পরিদর্শন এবং ল্যাব পরীক্ষা চালিয়ে নিশ্চিত যে, প্রত্যয়নকৃত পণ্যগুলোর মধ্যে কোন হারাম উপাদান যেমন শুকরের মাংস, অ্যালকোহল, রক্ত, বা নির্ধারিত ইসলামিক উপায়ে জবাই করা হয় নি এমন পশুর মাংস এসব নেই। তারা পণ্যগুলির প্যাকেজিং, লেবেলিং, স্টোরেজ এবং পরিবহনও পরীক্ষা করেন, যাতে পণ্যটি হালাল হওয়ার ব্যপারে শতভাগ নিশ্চিত হওয়া যায়। উক্ত প্রক্রিয়া শেষে সেটিতে একটি হালাল লোগো বা সীল লাগিয়ে দেওয়া হয়। লোগো বা সীল প্রত্যয়নকারী সংস্থার নাম এবং উৎপত্তি দেশের নামও উল্লেখ থাকে সেখানে। হালাল সার্টিফিকেশন একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বৈধ থাকে; সাধারণত এক বছরের জন্য। পরবর্তীতে এই সার্টিফিকেশন নবায়ন করতে হয়, এই সময়ের মধ্যে সেটিতে কোন পরিবর্তন এসেছে কি না- তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য।

বাজার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে, বিশ্বব্যাপী হালাল খাদ্যের বাজার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে; কেননা হালাল সার্টিফাইড পণ্য মুসলিম ভোক্তারা নিশ্চিন্তে গ্রহণ করতে পারেন। ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টারের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ২০১৮ সালে বিশ্বব্যাপী হালাল বাজারের মূল্য ছিল $২.৩ ট্রিলিয়ন ডলার; এর মধ্যে খাদ্য ও পানীয়ের অংশ আবার ৫৮ ভাগ। আর ২০২২-২০২৭ সালের মধ্যে এই হালাল পণ্যের ইন্ডাস্ট্রি ১১.২৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। অনেক কোম্পানি তাই এখন নিজেদের বাজার ধরে রাখতে ও বৃদ্ধি করতে হালাল সার্টিফিকেশনের পদ্ধতি অনুসরণ করে। তাছাড়া, হালাল প্রশংসাপত্র মুসলিম এবং অমুসলিমদের মধ্যে সমানভাবে একটি পণ্যকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

কেন ইউপি সরকার হালাল সার্টিফিকেশন নিষিদ্ধ করতে চায়?

হালাল-প্রত্যয়িত হওয়ার সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও, ভারত সরকার ২০২১ সালে 'কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য পণ্য রপ্তানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ' লাল মাংসের ম্যানুয়াল থেকে 'হালাল' শব্দটি বাদ দিয়েছিল। এতে বলা হয়েছে যে, হালাল সার্টিফিকেশন অপ্রয়োজনীয় এবং অপ্রাসঙ্গিক। কারণ পণ্যের গুণমান বা নিরাপত্তার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই এবং এটি শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক প্রতীক বা লেবেল।

২০১৯ সালে ভারতে হালাল প্রশংসাপত্র এবং লেবেলিংয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে একটি পিটিশন দাখিল করা হয়েছিল। সেখানে দাবি করা হয় যে, এটি নাগরিকদের মৌলিক অধিকার এবং রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতি লঙ্ঘন করেছে। সেই আবেদনটি এখনও আদালতে বিচারাধীন।

একইভাবে, ২০২০ সালে একদল অ্যাক্টিভিস্ট "হালাল পণ্য বয়কট করুন" নামে একটি প্রচারাভিযান শুরু করে। তারা সাধারণ মানুষকে হালাল পণ্য কেনা বা ব্যবহার বন্ধ করতে আহ্বান করে এবং তার পরিবর্তে স্থানীয় ও দেশীয় পণ্য কিন্তে ও ববহার করতে বলে। উক্ত প্রচারাভিযানে হালাল সার্টিফিকেশনকে ইসলামি সম্প্রসারণবাদ ও মৌলবাদের হাতিয়ার এবং সন্ত্রাসবাদ ও দেশবিরোধী কার্যকলাপে অর্থায়নের অভিযোগও করা হয়েছে।

স্পষ্ট বুঝাই যাচ্ছে যে, ভারতের হিন্দুত্ববাদী দলগুলো ইসলাম বিদ্বেষ চরিতার্থ করতেই হালাল সার্টিফাইড পণ্যের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছে। এগুলো মুসলিমদের অস্বস্তিতে ফেলে ছোট ছোট পদক্ষেপের মাধ্যমে বৃহৎ মুসলিম গণহত্যার পরিবেশ কায়েমের হিন্দুত্ববাদী ষড়যন্ত্রেরই অংশ।

তথ্যসূত্র:
----

1. Crackdown On Halal-Certified Products: Authorities Raid Mall In Uttar Pradesh’s Noida
- https://tinyurl.com/a7atrswa
2. UP govt bans sale of halal-certified products with immediate effect
- https://tinyurl.com/4wa5extf

বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও আফগান অভিবাসীদের ফেরত পাঠাচ্ছে ইরান

পাসপোর্ট এবং ভিসা থাকা সত্ত্বেও আফগান অভিবাসীদের আফগানিস্তানে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে ইরান সরকার। হেরাত প্রদেশের স্থানীয় কর্মকর্তাদের মতে, ইরান পুলিশ কিছু আফগান অভিবাসীর পাসপোর্ট এবং ভিসা ছিঁড়ে ফেলেছে এবং তাদেরকে ইরান থেকে নিকৃষ্ট উপায়ে বহিষ্কার করেছে।

হেরাতের ইসলাম কালা বন্দরের অভিবাসন বিষয়ক প্রধান আব্দুল্লাহ কাইয়ুমি বলেন, দৈনিক ইসলাম কালা বন্দর দিয়ে বিশাল সংখ্যক বৈধ অভিবাসী ইরান থেকে আফগানিস্তানে প্রবেশ করছেন। তিনি বলেন, “তারা আমাদের অভিবাসীদের বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও ফেরত পাঠাচ্ছে। তাদের কাছে পাসপোর্টের কোনো মূল্য নেই। তারা মিডিয়ার সামনে এসে আবার বলছে, যাদের পাসপোর্ট এবং বৈধ

কাগজপত্র নেই, তাদেরকে ফেরত পাঠাচ্ছি। কিন্তু তাদের এই বক্তব্য সঠিক নয়।”

ইরান থেকে ফেরত আসা কিছু আফগান বলেছেন, তাদের কাছে ইরানের ভিসা থাকা সত্ত্বেও ইরানের পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে ফেরত পাঠিয়েছে। ইরান থেকে ফেরত আসা আফগান অভিবাসী খাইরুল্লাহ বলেন, “আমরা তাদেরকে বলেছি আমাদের কাছে পাসপোর্ট আছে। তারা বলে, এখানে তোমাদের পাসপোর্ট কাজ করবে না। তারা আমাদের পাসপোর্ট ছিঁড়ে ফেলেছে।" আরেক আফগান অভিবাসী মুহাম্মাদ নাসের বলেন, “যখন আমরা তাদেরকে বলেছি যে আমাদের বৈধ কাগজপত্র আছে; ইরানের সৈন্যরা আমাদেরকে বলেছে, তোমাদের মুখ বন্ধ রাখো।”

মানবাধিকার কর্মীরা মনে করেন, বৈধ ভিসা থাকা সত্ত্বেও বিদেশিদের বহিষ্কার করে ইরান আন্তর্জাতিক নিয়ম ও মূল্যবোধ ভঙ্গ করছে। সায়েদ আশরাফ নামে একজন মানবাধিকার কর্মী বলেন, “আফগান অভিবাসীদের সাথে সর্বদা রাজনৈতিক আচরণ করা হচ্ছে। কে বৈধ আর কে অবৈধ, ইরান এ বিষয়ে কোনো চিন্তা করে না। ইরান সর্বদা নিজের রাজনৈতিক স্বার্থকে প্রাধান্য দিচ্ছে।”

গত মাসে ইরান থেকে বিতাড়িত হওয়া আফগান অভিবাসীদের সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছেন হেরাতের স্থানীয় কর্মকর্তারা। হেরাত শরণার্থী বিভাগের তথ্যানুযায়ী, ইসলাম কালা বন্দর দিয়ে ইরান থেকে আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছেন ৪ হাজারেরও বেশি আফগান অভিবাসী।

সম্প্রতি আফগানিস্তানের প্রতিবেশী নামধারী মুসলিম দেশগুলো আফগান অভিবাসীদের প্রতি জঘন্য আচরণ করছে। এক্ষেত্রে তারা ইসলামি মূল্যবোধ কিংবা সাধারণ মানবিকতাকেও আমলে নিচ্ছে না। বিপরীতে, ইমারতে ইসলামিয়া সরকার যদিও ক্ষমতায় আরোহণের মাত্র দুই বছরের মধ্যে বহু বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হচ্ছেন, তবুও আল্লাহর অনুগ্রহে দৃঢ়তার সাথে সকল সমস্যা মোকাবেলা করে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানকে সুসংহত রেখেছেন। দেশে ফিরে আসা অভিবাসীদেরকে যথাসম্ভব নিজেদের উজাড় করে দিয়ে সাহায্য করছেন ইমারতে ইসলামিয়া সরকার।

তথ্যসূত্র:
----

1. Herat Officials: Iran Deporting Afghans Who Have Passports, Visas
- https://tinyurl.com/55wv5byb

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ২৬ নভেম্বর, ২০২৩

• চার দিনের যুদ্ধ বিরতির চুক্তির আওতায় তৃতীয় দিনে ১৩ ইসরায়েলি ও ৪ জন বিদেশিসহ মোট ১৭ জন জিম্মিকে রেড ক্রসের কাছে হস্তান্তর করেছে হামাস। বিপরীতে ৩৯ ফিলিস্তিনি বন্দীকেও মুক্তি দিয়েছে ইসরায়েল।
• মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নিশ্চিত করেছে যে, চার বছর বয়সী আমেরিকান জিম্মি আবিগেইল এদানকে মুক্তি দিয়েছে হামাস।
• সন্ত্রাসী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছে, চলমান চারদিনের যুদ্ধবিরতি শেষ হলেই ফিলিস্তিনের গাজায় পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে

হামলা শুরু করবে ইসরায়েলি বাহিনী। আর একথা সে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে জানিয়েছে।
• আমেরিকার ভারমন্ট এলাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের কাছে তিন ফিলিস্তিনি যুবককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। নিহত যুবকরা পশ্চিম তীরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক শেষে আমেরিকায় উচ্চ শিক্ষার জন্য গিয়েছিল।
• আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান সাংবাদিকদের জানিয়েছে, বাইডেন ইসরায়েলে শর্ত সাপেক্ষে সহায়তা পাঠানো অব্যাহত রাখবে।
• ইসরায়েলের যুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীসভা একটি বৈঠকে হামাসের সাথে অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছে। অন্যদিকে, বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, হামাসও ইসরায়েলি কারাগার থেকে ফিলিস্তিনিদের মুক্তির বিনিময়ে যুদ্ধবিরতি বৃদ্ধিতে রাজি রয়েছে।
• ইসরায়েলি কারাগার থেকে ফিলিস্তিনি বন্দীদের মুক্তি উপলক্ষে আনন্দ উৎযাপন করায় পশ্চিম তীরে ৬ ফিলিস্তিনিকে খুন করেছে ইসরায়েলি বাহিনী।

২৬শে নভেম্বর, ২০২৩

দীপাবলির আতশবাজির বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মুসলিমকে হত্যা

ভারতের উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদের লিংক রোড থানা এলাকায় দীপাবলির রাতে বারুদ ভর্তি লোহার পাইপ বিস্ফোরণে একজন পথচারী মুসলিম নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তির নাম আফজাল। পুলিশ জানায় যে, ঘটনাটি রাত ১১টার দিকে ঘটেছে।

প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা যায়, আফজাল পটকা ফুটাতে থাকা একদল লোকের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তাদের মধ্যে প্রদীপ নামে এক হিন্দু বারুদ (সালফার এবং পটাশ) ভর্তি একটি লোহার পাইপের মাথায় আগুন জ্বালিয়ে আফজালের পিছনে ফেলে দেয়। ফলে সেটি বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়। এতে আফজাল অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যান।

পুলিশ জানিয়েছে, বিস্ফোরণের প্রভাব এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, ভারী লোহা আফজালের মাথায় এবং পায়ে আঘাত করে। আঘাতপ্রাপ্ত জায়গাগুলো থেকে মারাত্মক রক্তক্ষরণ হয় আফজালের। ফলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও তাকে বাঁচানো যায়নি।

https://twitter.com/i/status/1723986554111099130

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে আফজাল ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা এবং বেশ কয়েক বছর ধরে গাজিয়াবাদে বসবাস করছিলেন। পুলিশ কিছু প্রতিবেশীর মাধ্যমে ঝাড়খন্ডে তার আত্মীয়দের সাথে যোগাযোগ করে এবং তাদের মৃত্যুর খবর জানায়।

তবে এই হিংসাত্মক কাজের মূল হোতা প্রদীপকে এখনো গ্রেফতার করেনি পুলিশ।

তথ্যসূত্র:
----

1. ‘Mischievous’ Firecracker Blast Kills Muslim Man in Ghaziabad on Diwali Night
- https://tinyurl.com/mrxhwkz3

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট - ২৫ নভেম্বর, ২০২৩

• হামাস দ্বিতীয়বারের মতো বন্দী বিনিময় চুক্তির আওতায় ১৩ ইসরায়েলী এবং চারজন থাই নাগরিককে মুক্তি দিয়েছে। মুক্ত হওয়া বন্দীরা ইসরায়েলে পৌঁছেছে বলে জানিয়েছে ইসরায়েলী দখলদার বাহিনী।

• সন্ত্রাসী ইসরায়েল চুক্তি ভঙ্গ করছে বলে দাবী করেছে হামাস। এ কারণে বন্দী বিনিময় করতে কয়েক ঘণ্টা দেরি হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক উত্তর গাজায় সাহায্য পৌঁছানোর কথা থাকলেও সন্ত্রাসী ইসরায়েল এতে বাধা প্রদান করেছে।

• শনিবার রাতে দ্বিতীয় ধাপে ফিলিস্তিনী বন্দীরা মুক্তি পাবেন। যেসব বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে, তার একটি প্রত্যাশিত তালিকা দিয়েছে হামাস।
এই ধাপে মুক্তি পাবেন ৬ জন নারী এবং ৩৩ জন ছেলে শিশু।

• সাময়িক এই যুদ্ধবিরতিতে নিজ বাড়িতে ফিরছেন উদ্বাস্তু ফিলিস্তিনিরা।
তারা বাড়ি পৌঁছে দেখতে পাচ্ছেন কেবল ধ্বংসস্তুপ।

• সাংবাদিকদের প্রতিরক্ষা কমিটি বলেছে, ৭ই অক্টোবর থেকে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত ৫৭ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন।

• দখলীকৃত পশ্চিম তীরের জেনিনে সন্ত্রাসী ইসরায়েলী বাহিনী ২১ বছর বয়সী আম্মার আবুল ওয়াফা এবং ১৭ বছর বয়সী আহমাদ আবুল হেইজাকে হত্যা করেছে।

• ৭ই অক্টোবর থেকে সন্ত্রাসী ইসরায়েলী বাহিনী এবং দখলদার ইহুদিরা পশ্চিম তীরে হামলা চালিয়ে ২২১ জন ফিলিস্তিনীকে হত্যা করেছে। নিহতদের মধ্যে ৫৬ জন শিশু।

• ইসরায়েলে প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাসী বেনজামিন নেতানিয়াহুর পদত্যাগ এবং গাজায় বন্দী সকল ইসরায়েলির মুক্তির দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ করেছে হাজার হাজার ইসরায়েলি।

• দক্ষিণ লেবাননে জাতিসংঘের একটি বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বাহিনী।

আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র || অক্টোবর, ২০২৩ঈসায়ী ||

https://alfirdaws.org/2023/11/26/65362/

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || নভেম্বর ৩য় সপ্তাহ, ২০২৩ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2023/11/26/65357/

২৫শে নভেম্বর, ২০২৩

গাজায় যুদ্ধবিরতিতে সম্মত ইসরায়েল

কাতারের মধ্যস্থতায় ফিলিস্তিনের গাজায় যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে ইসরায়েল। ইসরায়েলের মন্ত্রিসভা চার দিনের বেশি সময়ের যুদ্ধবিরতির একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। গত ২২ নভেম্বর বুধবার যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব অনুমোদনের এ খবর জানিয়েছে কাতার ভিত্তিক গণমাধ্যম আল জাজিরা।

আল-জাজিরা জানিয়েছে, ইসরায়েলের মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত প্রস্তাব অনুযায়ী, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস তাদের হাতে বন্দী থাকা ২৩৭ জনের মধ্যে ৫০ জনের মতো জিম্মিকে মুক্তি দেবে। বিনিময়ে ইসরায়েল অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় হামলা আপাতত বন্ধ করবে ও ১৫০ জন বন্দী ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দিবে।

এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করে হামাস জানিয়েছে, ৫০ জন বন্দীকে মুক্তি দেয়া হবে। বিনিময়ে ১৫০ জন ফিলিস্তিনিকে কারাগার থেকে মুক্তি দিবে ইসরায়েল।

জানা গেছে, আগামী চার দিনের মধ্যে ৫০ জিম্মিকে মুক্তি দিবে হামাস। দৈনিক এক ডজন করে জিম্মি মুক্তি দেয়া হবে। চুক্তি অনুযায়ী, জিম্মিদের কয়েক ধাপে মুক্তি দেওয়া হবে। প্রতি ১০ জন জিম্মির বিনিময়ে ইসরায়েলের কারাগারে বন্দি ৩০ জিম্মির মুক্তির শর্তারোপ করা হয়েছে। এ ছাড়া চুক্তিতে স্থলভাগে চার থেকে পাঁচ দিনের সম্পূর্ণ যুদ্ধবিরতির কথা বলা হয়। ইসরায়েল বলেছে, প্রতি ১০ জন বন্দী মুক্তির বিনিময়ে অতিরিক্ত ১ দিন করে যুদ্ধ বিরতিতে ইসরায়েল ইচ্ছুক। তবে হামাস এ ব্যাপারে কোন কিছু জানায়নি।

চুক্তি অনুযায়ী গাজায় খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তার পাশাপাশি ১০০ থেকে ৩০০ ট্রাক প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। কাতার জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যুদ্ধ বিরতি কার্যকরের সময় ঘোষণা করা হবে।

20

এদিকে, ইসরায়েল যুদ্ধবিরতির চুক্তিতে রাজি হলেও, সেটি কতটুকু মেনে চলবে- তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে সংশ্লিষ্ট নানান মহল। কারণ, ইসরায়েলকে ইতিপূর্বে কখনোই আন্তর্জাতিক আইন বা চুক্তি মেনে চলতে দেখা যায় নি।

অন্যদিকে, গাজায় সাময়িক যুদ্ধবিরতি কার্যকর করা হলেও হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়নি বলে জানিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল। এ বিষয়ে বিবৃতিতে দখলদার ইসরায়েল সরকার বলেছে যে, দেশের সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলো যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। সব জিম্মিকে দেশে ফেরানো, হামাসকে পুরোপুরি নির্মূল করা এবং গাজা থেকে ইসরায়েল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নতুন করে আর কোনও হুমকি নেই- এমনটা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে বলে ঘোষণা করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল।

তবে সাময়িক এই যুদ্ধবিরতিকে নিজেদের বিজয় হিসেবে দেখছেন ফিলিস্তিনি মুজাহিদগণ।

তথ্যসূত্র:
----

1. Israel, Hamas agree to truce, paving way for some captives’ release
- https://tinyurl.com/yc9ykhs6
2. Israel-Hamas truce deal: All that you need to know
- https://tinyurl.com/4uk6v4c3

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ২৪ নভেম্বর, ২০২৩

• হামাস ও ইসরায়েলের মাঝে কাতারের মধ্যস্থতায় সম্পাদিত একটি চুক্তির অধীনে চলমান সংঘর্ষের মাঝে ৪ দিনের সাময়িক বিরতিতে সম্মত হয়েছে উভয় পক্ষ।

• সর্বমোট ১৩ ইসরায়েলি জিম্মি, ১০ জন থাই নাগরিক এবং একজন ফিলিপিনো নাগরিককে গাজা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। বিপরীতে ৩৯ জন ফিলিস্তিনি নারী ও শিশুকে ইসরায়েলি কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

• কাতারের মদ্ধস্থতায় সম্পাদিত চুক্তির অধীনে এই চার দিনে হামাস ৫০ ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দিবে, বিপরীতে ইসরায়েল ১৫০ জন ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্তি দিতে সম্মত হয়েছে। এই যুদ্ধবিরতি চুক্তি আরও দীর্ঘ হওয়ার সম্ভাবনা জোরালো।

• তবে, আটক ফিলিস্তিনিদের মুক্তির সময় ওফের কারাগারের বাইরে জড়ো হওয়া বন্দীদের পরিবারের সদস্যদের উপর কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও আক্রমণ চালিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বাহিনী। এতে সেখানে ৩১ ফিলিস্তিনি আহত হয়।

• মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছে। সে আবার যুদ্ধে নিহত হাজার হাজার ফিলিস্তিনির প্রতি সমবেদনামূলক কিছু কথাও বলেছে।

• ইউএন এইডের চিফ মার্টিন গ্রিফিথ জানিয়েছেন যে, তিনি আশা করছেন ৪ দিনের এই প্রাথমিক যুদ্ধবিরতি পরবর্তীতে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধবিরতিতে রূপ লাভ করবে।

• বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে যে, প্রায় ১০০ জন ফিলিস্তিনি এখনো গাজার আল-শিফা হাসপাতালে রয়ে গেছেন। তবে হাসপাতালের পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আবু সালমিয়া বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার একটি কনভয়ের সাথে উত্তর গাজা ছেড়ে যাওয়ার পথে তাকে আটক করে সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বাহিনী। তার বর্তমান অবস্থান অজ্ঞাত।

• সন্ত্রাসী ইসরায়েলি অফিসিয়ালরা বলছে যে, এই ৪ দিনের সাময়িক যুদ্ধবিরতির পর আবারো যুদ্ধ শুরু করা হবে।

• দখলদার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীও বলেছে যে, ইসরায়েলের সকল জিম্মি মুক্তি ও হামাসকে নির্মূল সহ ইসরায়েলের সকল লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার আগে পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ হবে না।

• জাতিসংঘ এই সাময়িক যুদ্ধবিরতিকে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধবিরতিতে পরিণত করতে তাগিদ দিয়েছে। সংস্থাটির কর্মকর্তারা এই সতর্কতাও জারি করেছেন যে, গাজায় অবস্থানরত ফিলিস্তিনিরা তীব্র মানবিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছেন।

• সংঘর্ষে এই সাময়িক বিরতির ফলে গাজায় আরও মানবিক সাহায্য প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ইউএনআরডাব্লিউএ জানিয়েছে যে, তারা ১৩৭ ট্রাক মানবিক সহায়তা সরঞ্জাম গাজায় পৌঁছে দিয়েছে, যা যুদ্ধ শুরুর পর থেকে সর্বোচ্চ।

• সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় গাজায় ৭ অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ১৪,৮৫৪ জনে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে অন্তত ৬,১৫০ জন শিশু এবং কমপক্ষে ৩,৫০০ জন নারী। এখনও নিখোঁজ রয়েছেন কমপক্ষে ৬,৮০০ জন ফিলিস্তিনি। আর আহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা অন্তত ৩৬ হাজার।

• দখলকৃত পশ্চিম তীরে নিহতের সংখ্যা কমপক্ষে ২২৯ জন, যার মধ্যে নারী ও শিশু রয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। সেখানে আহত হয়েছেন আরও অন্তত ২,৭৫০ জন; গ্রেফতার আড়াই হাজারেরও বেশি।

২৪শে নভেম্বর, ২০২৩

ইসরায়েলি হামলায় গাজায় নিহতের সংখ্যা ১৪ হাজার ছাড়ালো

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ৪৬ দিন ধরে চলা ইসরায়েলি আগ্রাসনে নিহতের সংখ্যা ১৪,১০০ জনে দাঁড়িয়েছে। আহত হয়েছেন ৩০ হাজারেরও বেশি। পাশাপাশি এখনও নিখোঁজ রয়েছে কমপক্ষে ছয় হাজার ফিলিস্তিনি। নিখোঁজদের মধ্যে নারী ও শিশুদের সংখ্যাই বেশি।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাতে এসব তথ্য দিয়েছে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা। আল-জাজিরা সূত্রে আরও জানা গেছে, গাজায় প্রতি মিনিটে গড়ে অন্তত ৪২টি বোমা হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। এবং প্রতি মিনিটে অন্তত ১৫ জন ফিলিস্তিনি নিহত ও আহত হচ্ছে অন্তত ৩৫ জন। এবং প্রতি মিনিটে অন্তত ১২টি ভবন ধ্বংস্তুপে পরিণত হয়েছে।

ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী জানিয়েছে, নিহত ১৪,১০০ ফিলিস্তিনির মধ্যে ৫,৬০০ জন শিশু এবং ৩,৫৫০ জন নারী।

অপরদিকে, ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, গাজায় ইতোমধ্যে ২৫টি হাসপাতাল এবং ৫২টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেছে। ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন অন্তত ২০১ জন স্বাস্থ্যকর্মী এবং আহত হয়েছেন অন্তত ১০০ জনেরও বেশি। এছাড়াও ইসরায়েলি হামলায় ৮৭টি অ্যাম্বুলেন্স ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ সময়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন অন্তত ৪৮ জন সাংবাদিক।

এছাড়াও, ইসরায়েলি হামলায় এ পর্যন্ত গাজায় অন্তত ৮৩টি মসজিদ সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, আর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১৬৬টি। এ সময় তিনটি গির্জাতে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। এছাড়াও গাজায় অন্তত ৫২,০০০ এর বেশি আবাসন ইউনিট সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অন্তত ২,২২,০০০ ভবন। পাশাপাশি অন্তত ৩০০টি স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এখন পর্যন্ত ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বর হামলা ও অবরোধে দশ লাখেরও বেশি ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছে। পানি, খাদ্য এবং অন্যান্য মৌলিক সরবরাহ থেকে এখনো বঞ্চিত গাজার বাসিন্দারা।

তথ্যসূত্র :
1. Israel-Gaza war in maps and charts: Live Tracker
- https://tinyurl.com/h8dyvhv2
2. Israel-Hamas war updates: Israeli gov’t meets to vote on Gaza truce deal
- https://tinyurl.com/23rfftbt

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ২৩ নভেম্বর, ২০২৩

• শুক্রবার (২৪ নভেম্বর) স্থানীয় সময় সকাল ৭টা থেকে গাজায় যুদ্ধবিরতি শুরু হয়েছে।

23

• মিশর জানিয়েছে, যুদ্ধবিরতিকালীন দৈনিক ১৩০,০০০ লিটার ডিজেল এবং ৪ ট্রাক গ্যাস গাজায় প্রবেশ করতে পারবে। দৈনিক ২০০ সাহায্যবাহী ট্রাকও গাজায় প্রবেশ করবে।

• একজন ইসরায়েলী বন্দীর বিনিময়ে ৩ জন ফিলিস্তিনী নারী ও শিশু (১৯ বছরের কম বয়সী যারা) মুক্তি পাবেন। যুদ্ধবিরতির ৪ দিনে মোট ৫০ ইসরায়েলী নারী ও শিশুর বিনিময়ে ১৫০ জন ফিলিস্তিনী নারী ও শিশু মুক্তি পাবেন।

• প্রথম ধাপে শুক্রবার বিকাল ৪টায় ইসরায়েল ২৪ জন ফিলিস্তিনী নারী এবং ১৫ জন কিশোরকে মুক্তি দেবে বলে জানিয়েছে। এই ৩৯ জনকে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটির কাছে তাদের হস্তান্তর করা হবে।

• সন্ত্রাসী দখলদার ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি শুরু করার আগ মুহূর্তে জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে জাতিসংঘ পরিচালিত একটি স্কুলে বিমান হামলা চালিয়ে অন্তত ২৭ জনকে হত্যা করেছে।

• যুদ্ধবিরতি শুরুর আগে আগেই পশ্চিম তীরে অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে দখলদার ইসরায়েল। ইসরায়েলের কারাগারে ৭২০০ জন ফিলিস্তিনী বন্দী হয়ে আছেন।

• আল-জাজিরা জানিয়েছে, যুদ্ধবিরতি চলাকালীন উত্তর গাজায় ফিরে আসতে চাওয়া ফিলিস্তিনী সাধারণ মানুষের উপর গুলিবর্ষণ করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল। এতে অন্তত ৩ জন আহত হয়েছেন।

• যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার আগ মুহূর্তে পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ান হাসপাতালে হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল।

• এক মার্কিন সামরিক অফিসার রয়টার্সকে বলেছে, সিরিয়া ও ইরাকে অবস্থিত চারটি মার্কিন ঘাঁটি রকেট ও সশস্ত্র ড্রোন হামলার শিকার হয়েছে।

• গাজার সবচেয়ে বড় হাসপাতাল আল-শিফা এর পরিচালক মুহাম্মাদ আবু সালমিয়াকে গ্রেফতার করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েলী বাহিনী।

• ৭ই অক্টোবরের পর থেকে এখন পর্যন্ত ১৪ হাজার ৮০০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনীকে হত্যা করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল। নিহতদের মধ্যে অন্তত ৬১৫০ জন শিশু এবং প্রায় ৪০০০ জন নারী রয়েছে।

• অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন প্রায় ১৭ লাখ মানুষ। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে আশ্রয় নেওয়া এই শরণার্থীদের মধ্যে ১৯১ জন আবার সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় নিহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন আরও ৭৯৮ জন। গাজার অর্ধেকের বেশি বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে।

• উত্তর গাজায় যুদ্ধের আগে ২৪টি হাসপাতাল কার্যক্রম চালাতো। এখন ২২টি হাসপাতালই বন্ধ হয়ে গেছে অথবা নতুন রোগী ভর্তি করার অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। আর দক্ষিণ গাজার ১১টি মেডিকেল সেন্টারের মধ্যে বর্তমানে ৮টি কার্যকর রয়েছে।

• জ্বালানি, পানি, গমের অভাবে কোনো বেকারিই এখন আর কার্যক্ষম নেই। এমনকি এদের অনেকগুলোতে সন্ত্রাসী ইসরায়েলের বোমা হামলায় কাঠামোগত ক্ষতির সম্মুখীনও হয়েছে ।

২৩শে নভেম্বর, ২০২৩

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ২২ নভেম্বর, ২০২৩

• চারদিনের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে রাজি হয়েছে ইসরায়েল ও হামাস।

• গাজায় প্রত্যাশিত যুদ্ধবিরতি বৃহস্পতিবার (২৩ নভেম্বর) সকাল থেকে শুরু হবে না বলে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ইসরায়েলী মিডিয়া। হামাসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সম্ভাব্য মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের ব্যাপারে বিস্তারিত জানানোর আগ পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি বিলম্বিত হবে।

• এক দখলদার ইসরায়েলী কর্মকর্তা বলেছে, শুক্রবারের আগে কোনো বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হবে না।

• দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসে দখলদার সন্ত্রাসী ইসরায়েলী বাহিনী ব্যাপক গোলাবর্ষণ করছে।

• দখলদার ইসরায়েলের সন্ত্রাসী প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেছে, সে তার দেশের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদকে হামাস নেতারা যেখানেই থাকুক না কেন, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলেছে।

• আল-শিফা হাসপাতালে সন্ত্রাসী ইসরায়েলের বর্বরোচিত হামলায় নিহতদের মধ্যে শতাধিক লাশ শেষ পর্যন্ত গণকবরে কবরস্থ করা হয়েছে।

• লেবাননে সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় অন্তত চারজন নিহত হয়েছেন।

• পশ্চিম তীরে একটি বসত বাড়ি এবং হাসপাতালগামী একটি অ্যাম্বুলেন্সে সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় অন্তত ৫ জন নিহত হয়েছেন।

• গাজার নুসেইরাত শরণার্থী শিবিরে সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় অন্তত ৯ জন ফিলিস্তিনী নিহত হয়েছেন।

• গত ২১ নভেম্বর দক্ষিণ লেবাননে সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েল কাপুরোষিত হামলা চালিয়ে আল-কাসসাম ব্রিগেডের কমান্ডার খলিল হামিদ খারাজকে শহীদ করেছে। ৫৪ বছর বয়সী কমান্ডার খলিল হামিদ ছিলেন দক্ষিণ লেবাননের রশিদিয়া ক্যাম্পের বাসিন্দা।

• আরও এক সেনা নিহত হওয়ার কথা স্বীকার করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল। এ নিয়ে গাজায় স্থল অভিযান শুরুর পর থেকে ৬৯ সেনা নিহত হওয়ার কথা স্বীকার করেছে দখলদার ইসরায়েলী বাহিনী।

• হামাস কর্মকর্তা মুসা আবু মারজুকের বরাতে আল-জাজিরা জানিয়েছে, হামাস স্থায়ী যুদ্ধবিরতি চাচ্ছে এবং বন্দী মুক্তির বিষয়ে প্রস্তুত আছে।

• গাজায় সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ১৪,৫৩২ জন। নিহতদের মধ্যে প্রায় ৬ হাজার শিশুও রয়েছে।

২২শে নভেম্বর, ২০২৩

ইউপিতে পুলিশের গুলিতে এক মুসলিম নিহত, অপর একজন আহত

উত্তরপ্রদেশের রামপুর জেলার পাটওয়াই এলাকায় পুলিশের গুলিতে ২৩ বছর বয়সী একজন মুসলিম যুবক নিহত হয়েছে। পুলিশের গুলিতে গুরুতর আহত হয়েছেন অপর এক মুসলিম। নিহত মুসলিম যুবকের নাম সাজিদ কুরেশি এবং আহত হওয়া তার সহযোগীর নাম বাবলু। বাবলু পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

পিটিআই নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, পুলিশ নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য দাবি করেছে যে উক্ত দুই মুসলিম একটি গরু জবাই করতে যাচ্ছিল।

পুলিশ দাবি করছে, তারা যখন মুসলিম যুবকদের গাড়িটিকে থামতে বলে, তখন এর চালক গাড়িটিকে অন্যদিক দিয়ে চালিয়ে চলে যায়। তাই তারা গাড়িটিকে তাড়া করে।

পুলিশের দাবি অনুযায়ী, গাড়ির চালক তখন তার দ্রুতগামী গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং রাস্তার পাশে একটি মাঠে উল্টে যায়। গাড়ি উল্টিয়ে যাওয়ার পর পুলিশ বলছে যে, গাড়িতে বসা ঐ দুই যুবক তখন বেরিয়ে এসে তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে। পুলিশ পাল্টা গুলি চালালে ঐ তারা দুজন গুলিবিদ্ধ হয়। তবে নিজেদের এমন দাবির পক্ষে কোন প্রমাণ পেশ করতে পারে নি পুলিশ।

এরকমভাবে দীর্ঘদিন ধরেই হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় পুলিশ মুসলিম নিধনযজ্ঞ বাস্তবায়নে নিজেদের সরাসরি সম্পৃক্ত করে ফেলেছে। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের হাতে মুসলিম খুন হওয়ার সংখ্যা পাল্লা দিয়ে বাড়ছে।

তথ্যসূত্র:
----

1. UP: Muslim man killed, friend injured in police firing, cops say duo were going to slaughter cow
- https://tinyurl.com/258s7ntv

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ২১ নভেম্বর, ২০২৩

• উত্তর গাজায় বেসামরিক ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলি বিমান হামলা অব্যাহত থাকার মাঝেই দক্ষিণ গাজায়ও হামলা বৃদ্ধি করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বাহিনী। তবে, বিভিন্ন ফ্রন্টে পাল্টা হামলা অব্যাহত রেখেছে আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুজাহিদরা।
• কাতারের মধ্যস্থতায় হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে একটি সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতি চুক্তির লক্ষ্যে আলোচনা চলছে। চুক্তি অনুযায়ী গাজায় যুদ্ধবিরতি, জ্বালানির তেলের ব্যবস্থা ও বন্দী বিনিময় অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে বলে জানা গেছে। যুদ্ধবিরতির চুক্তিটি কাছাকাছি পৌঁছে গেছে বলে জানিয়েছে আমেরিকা।
• পেন্টাগনের ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি সাবরিনা সিং জানিয়েছে, আমেরিকা কর্তৃক ইসরায়েলকে বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করা চলমান রয়েছে।
• ব্রিকসভূক্ত দেশের নেতারা- ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা গাজায় অবিলম্বে টেকসই মানবিক যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছেন।
• গাজায় যুদ্ধবিরতি দেয়া হবে কিনা- এ বিষয়ে ইসরায়েলি শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা বৈঠকে বসেছে। নেতানিয়াহু বলছে, গাজায় সাময়িক যুদ্ধ বিরতি দেয়া হলেও হামাসকে নির্মূলের আগ পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ হবে না।
• গাজার খান ইউনিস এলাকায় একটি আবাসিক ভবনে ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ১০ জন নিহত হয়েছেন। পাশাপাশি পূর্ব শুজাইয়াত এলাকায় ১৯ জন নিহত
ও মধ্য গাজায় একটি শরণার্থী শিবিরে হামলায় অন্তত ২০ জন নিহত হয়েছেন।
• গাজার সাবরা পাড়া, নুসিরাত শরণার্থী শিবির ও জাবালিয়া এলাকায় পৃথক হামলায় অন্তত ২১ জন নিহত হয়েছেন, এসময় আহত হয়েছেন অসংখ্য ফিলিস্তিনি।
• ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সন্ত্রাসো ইসরায়েলি হামলায় উত্তর গাজার সব হাসপাতাল এখন বন্ধ হয়ে গেছে।
• গাজার আল-শিফা হাসপাতালের মতোই ইন্দোনেশিয়ান হাসপাতালে হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। ফলে হাসপাতাল থেকে রোগীসহ ৩২০ জন ফিলিস্তিনিকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়েছ। এছাড়াও গাজায় জর্ডান ফিল্ড হাসপাতাল খালি করার নির্দেশ দিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী।
• ফিলিস্তিন রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি জানিয়েছে, জাবালিয়া এলাকায় আল-আওদা হাসপাতালে ইসরায়েলি হামলায় ৪ চিকিৎসক নিহত হয়েছেন।
• ইসরায়েলি হামলায় লেবাননে আরও ২ সাংবাদিক নিহত হয়েছেন।
• অধিকৃত পশ্চিম তীর থেকে ফিলিস্তিনিদের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী, ফলে সীমান্তে সামরিক উপস্থিতি বাড়িয়েছে জর্ডান।
• অধিকৃত পশ্চিম তীরে বালাতা শরণার্থী শিবিরে অভিযানের সময় ইসরায়েলি হামলায় একজন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।
• ৭ অক্টোবরের পর পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি মালিকানাধীন অন্তত ২৫৫ টি ব্যবসা বন্ধ করে মাত্র ৪৫টি ব্যবসা পরিচালনার অনুমতি দিয়েছে দখলদার ইসরায়েল।

•

• সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় গাজায় নতুন করে আরও কয়েক শতাধিক বেসামরিক ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, ফলে নিহতের সংখ্যা ১৪,১২৮ জনে

দাঁড়িয়েছে। নিহতদের মধ্যে অন্তত ৫,৮৪০ জন শিশু, ৩,৫০০ জন নারী। এখনও নিখোঁজ রয়েছে কমপক্ষে ৬,০০০ ফিলিস্তিনি।। আহত হয়েছেন অন্তত ৩২,৮৫০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি।
• দখলকৃত পশ্চিম তীরে নিহতের সংখ্যা ২১৭ জনেরও বেশি, এর মধ্যে ৫০ জন শিশু। আহত হয়েছেন আরও ২,৭০০ জন। এছাড়াও গ্রেফতার করা হয়েছে আড়াই হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনিকে।

২১শে নভেম্বর, ২০২৩

ইসরায়েলি হামলায় এক পরিবারের ৪১ জন সদস্য নিহত

ইসরায়েলি বিমান হামলায় গাজার একই পরিবারের অন্তত ৪১ জন সদস্য নিহত হয়েছেন। এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। মালাকা পরিবারের নিহত ৪১ সদস্যদের একটি তালিকাও প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গত ১৯ নভেম্বর গাজার জেইতুন এলাকায় তাদেরকে হত্যা করা হয়। এ ঘটনা ছাড়াও ঐ দিন গাজার খান ইউনিস, মধ্য গাজা, আল-শিফা হাসপাতাল ও ইন্দোনেশিয়ান হাসপাতালে ব্যাপক হামলা চালিয়েছে আগ্রাসী ইসরায়েলি বাহিনী।

উল্লেখ্য যে, গাজায় ইসরায়েলি হামলায় এ পর্যন্ত অন্তত ১,৩৩০টি পরিবারের সদস্যরা গণহত্যার শিকার হয়েছেন।

এদিকে ইসরায়েলের বর্বর হামলায় গাজায় নতুন করে আরও ৩০০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। এতে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৩,৩০০ জনে দাঁড়িয়েছে। নিহতদের মধ্যে রয়েছে অন্তত ৫,৫০০ জন শিশু, ৩,৫০০ জন নারী। এখনও নিখোঁজ রয়েছে কমপক্ষে ৬,০০০ ফিলিস্তিনি।। আহত হয়েছেন অন্তত ৩২,৮৫০ জন ফিলিস্তিনি।

তথ্যসূত্র:
----

1. Gaza authorities: Israeli strike killed 41 from one family; death toll reaches 13,000
- https://tinyurl.com/yx87368z
2. Israel-Hamas war live
- https://tinyurl.com/mvu9jzhx
3. 1,330 Palestinian families have been massacred.
- https://tinyurl.com/y8e6jyuf

ভারত ইতিমধ্যেই হিন্দু রাষ্ট্র, নতুন করে প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নেই: আরএসএস নেতা হোসাবালে

হিন্দুত্ববাদী নেতা-নেত্রী ও ধর্মগুরুরা এতদিন ভারতকে এমন একটি হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর কথা বলে আসছে, যেখানে মুসলিমদের কোন অধিকার থাকবে না। এবার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) সাধারণ সম্পাদক দত্তাত্রেয় হোসাবালে বলেছে, সংগঠনটি বিশ্বাস করে যে ভারতকে একটি হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করার দরকার নেই, কারণে এটি সর্বদাই হিন্দু রাষ্ট্র ছিল।

পিটিআই সূত্র জানিয়েছে, আরএসএস নেতা হোসবালে গুজরাটের কচ্ছ জেলার ভুজে সংঘের তিন দিনের সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী বোর্ড সভার শেষ দিনে মিডিয়ার সাথে এ কথা বলেছে। হোসাবালে বলেছে "ভারত ইতিমধ্যেই একটি হিন্দু রাষ্ট্র এবং ভবিষ্যতেও তা থাকবে। ডঃ হেডগেওয়ার (আরএসএস-এর প্রতিষ্ঠাতা) একবার বলেছিল যে, যতদিন এই দেশে একজন হিন্দু থাকবে এই দেশটি হিন্দু জাতি হবে। একটি জাতি হিসেবে ভারত ছিল ভারত আছে এবং ভারত হিন্দু রাষ্ট্রই থাকবে"।

ভারত কবে হিন্দু জাতি হবে- এমন প্রশ্নের জবাবে সে এ কথা বলেছে।

হোসাবালে আরও বলেছে, আরএসএস মিটিং চলাকালীন আমন্ত্রিত সদস্যরা সংগঠনের সম্প্রসারণ পরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছে। কারণ সংঘ ২০২৫ সালে তার শতবর্ষ উদযাপনের আগে দেশের ৫৯,০৬০ টি মণ্ডলের সবকয়টিতে শাখা খোলার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। বর্তমানে, প্রায় ৩৮,০০০ মণ্ডলে আরএসএস-এর ৯৫,০০০-এরও বেশি শাখা রয়েছে।

উল্লেখ্য, ৫ নভেম্বর বৈঠক শুরুর সময় ভগবত এবং সংঘের অন্যান্য সিনিয়র নেতারা উপস্থিত ছিল। হোসাবালে জানায়, সারা দেশ থেকে ৩৫৭ আরএসএস নেতা এই বৈঠকে অংশ নিয়েছে।

তথ্যসূত্র:
----

1. India Is Already Hindu Rashtra, No Need To Establish One: RSS Leader Dattatreya Hosabale (Outlook)
- https://tinyurl.com/vpbmmhts

ইউপিতে পেট্রোল পাম্পে মুসলিম যুবকদের উপর বিজেপি নেতা কর্মীদের হামলা

উত্তরপ্রদেশের মইনপুরি জেলায় একটি পেট্রোল পাম্পে বিজেপি নেতাকর্মীরা মুসলিম যুবকদের উপর হামলা চালিয়েছে। গাড়িতে সিএনজি ভর্তি করার লাইন দেওয়া নিয়ে বিরোধের জের ধরে ১৯ নভেম্বর ২০২৩ এ হামলার ঘটনা ঘটে। হামলাকারীরা মুসলিম বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক স্লোগান দেয় এবং ঘটনার রেকর্ড করতে থাকা একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়।

দ্য ওয়্যারের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, মুসলিম যুবকরা তাদের গাড়িতে সিএনজি ভর্তি করার জন্য একটি সারিতে ছিলেন। তখন অন্য একটি গাড়ির মালিক এক বিজেপি নেতা তার গাড়িটি প্রথমে ভর্তি করার জন্য প্রবেশ করায়। পরে এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়, যা খুব দ্রুতই সহিংস সংঘর্ষে রূপ নেয়।

প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, পেট্রোল পাম্পের মালিক এবং তার কর্মীরাও বিজেপি নেতা ও তার রক্ষীদের সাথে যোগ দেয়। লাঠি ও অস্ত্র নিয়ে মুসলিম যুবকদের উপর আক্রমণ চালাতে থাকে তারা। পাশাপাশি উগ্র হিন্দুত্ববাদী 'জয় শ্রী রাম' শ্লোগান দিতে থাকে তারা। পেট্রোল পাম্পের মালিক ঘটনাটি রেকর্ড করা একজন পথচারীর মোবাইল ফোনও ছিনিয়ে নিয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, পুলিশ হেল্পলাইনে কল করা হলে, সেখান থেকেও কোন সাড়া পাওয়া যায়নি।

আহতদের মধ্যে আসিফ নামের একজনের অবস্থা গুরুতর, তাকে আগ্রার একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তার বন্ধু, ফাইজান খান ঘটনাটি সম্পর্কে টুইট করেছেন এবং আসিফের একটি ছবি শেয়ার করেছেন। ছবিতে আসিফের মাথায় ব্যান্ডেজ করা ছিল।

ঘটনার একটি ভিডিও ইউটিউবে আপলোড করেছে রবি কুমার নামের একজন প্রত্যক্ষদর্শী। ভিডিওটিতে দেখা যায়, বিজেপি নেতা-কর্মীরা ঐ মুসলিম যুবকদের মারধোর করছে; তারা মাটিতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। ভিডিওটিতে হামলাকারীদের "মুসলিমদের হত্যা কর বলে চিৎকার করতে এবং উচ্চস্বরে হিন্দুত্ববাদী "জয় শ্রী রাম" শ্লোগান দিতেও দেখা গেছে।

https://twitter.com/mainpuripolice/status/1726424403427348914? ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm %5E1726424403427348914%7Ctwgr %5Efa03a98a178f259da83276cf089771622af4c506%7Ctwcon %5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Ftheobserverpost.com%2Fup-bjp-leader-and-associates-attack-muslim-youth-at-mainpuri-petrol-pump%2F

তথ্যসূত্র:
----

1. UP: BJP Leader and Associates Attack Muslim Youth at Mainpuri Petrol Pump
- https://tinyurl.com/397aynvx

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ২০ নভেম্বর, ২০২৩

• গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলা অব্যাহত আছে। টানা ৪৪ দিন ধরে ফিলিস্তিনিদের গণহারে হত্যা করছে সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বাহিনী। এ প্রেক্ষিতে ইসরায়েলে বৃহত্তম রকেট হামলার ঘোষণা দিয়েছে আল-কাসসাম ব্রিগেড।

• আমেরিকা বলছে, গাজায় আটক বন্দীদের মুক্তির বিনিময়ে যুদ্ধ বিরতির আলোচনা এগিয়ে যাচ্ছে, তবে এখনো চূড়ান্ত হয়নি।
• আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুখপাত্র আবু উবাইদাহ জানিয়েছেন, মুজাহিদরা গত তিন দিনে অন্তত ৬০টি ইসরায়েলি সামরিক যানকে লক্ষ্যবস্তু করতে সক্ষম হয়েছেন। এসব হামলায় দখলদার ইহুদি বাহিনীর বেশ কিছু সদস্য হতাহত হয়েছে।
• গাজার উত্তরাঞ্চলে ইন্দোনেশিয়ান হাসপাতাল অবরোধ করে রেখেছে ইসরায়েলি বাহিনী। হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ইসরায়েলের বোমা হামলায় ১২ জন নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে চিকিৎসক ও রোগী রয়েছেন।
• জাতিসংঘের প্রধান আন্তোনিও গুতেরেস জানিয়েছে যে, তিনি ২০১৭ সালে সংস্থাটির দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে, গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধে যত বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছেন তা নজিরবিহীন।
• সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় গাজায় নতুন করে আরও ৩০০ জন নিহত হয়েছে, ফলে নিহতের সংখ্যা ১৩,৩০০ জনে দাঁড়িয়েছে। নিহতদের মধ্যে অন্তত ৫,৫০০ জন শিশু, ৩,৫০০ জন নারী। এখনও নিখোঁজ রয়েছে কমপক্ষে ৬,০০০ ফিলিস্তিনি।। আহত হয়েছেন অন্তত ৩২,৮৫০ জন ফিলিস্তিনি।
• দখলকৃত পশ্চিম তীরে নিহতের সংখ্যা ২০০ জনেরও বেশি। আহত হয়েছেন আরও ২,৭০০ জন। এছাড়াও নতুন করে গ্রেফতার করা হয়েছে আরও অন্তত ৫০০ ফিলিস্তিনিকে। এ নিয়ে ৭ অক্টোবরের পর পশ্চিম তীরে গ্রেফতারকৃত ফিলিস্তিনিদের সংখ্যা দাঁড়ালো তিন হাজারে। [২০ নভেম্বর পর্যন্ত]

২০শে নভেম্বর, ২০২৩

গাজায় জাতিসংঘ পরিচালিত স্কুলে ভয়াবহ বোমা হামলা, নিহত ২০০

গাজা উপত্যকায় আরও একটি স্কুলে গণহত্যা চালিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বাহিনী। অবরুদ্ধ গাজার উত্তরাঞ্চলে জাতিসংঘ পরিচালিত আল-ফাখুরা স্কুলে এ হামলাটি চালায় দখলদার বাহিনী, এতে অন্তত ২০০ জন নিহত হয়েছেন। এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে আল-জাজিরা ও অন্যান্য স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো।

শনিবার (১৮ নভেম্বর) ভোরের এ হামলায় আহত হয়েছে আরও শতাধিক।

আল-জাজিরা প্রতিনিধি তারেক আবু আজওম ঘটনাস্থল থেকে জানায়, 'সবখানে শুধু লাশ, চিকিৎসা দলের কর্মীরা আহতদের সরানোর চেষ্টা করছেন।' তিনি জানান, উত্তর গাজাজুড়ে দখলদার ইসরায়েলের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ থেকে প্রাণ বাঁচাতে এখানে ইন্দোনেশিয়ান হাসপাতালের কাছে এই স্কুলটিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন সাধারণ ফিলিস্তিনিরা। তাদের ধারণা ছিল এই হাসপাতালের কাছে হয়তো হামলা হবে না। তবে বর্বর ইসরায়েলি বাহিনীর ব্যপারে কোন ধারণাই এখন সীমার মধ্যে থাকছে না, সভ্যতা ও মানবতার সকল সীমা অতিক্রম করে সন্ত্রাসী ইসরায়েল হামলা চালাচ্ছে হাসপাতালে ও স্কুলে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, ভবনের মেঝেতে রক্তাক্ত মুসলিমদের লাশ পড়ে আছে।

https://twitter.com/QudsNen/status/1725862473956225047

https://twitter.com/QudsNen/status/1725855342397894809

এর আগে গতকাল শুক্রবারের গাজা নগরীর দক্ষিণাঞ্চলীয় জেইতুন এলাকার আল ফালাহ বিদ্যালয়ে বোমা হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল। জানা যায়, ঐ হামলাতেও কমপক্ষে ২০ জন মুসলিম নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ১০০ জন।

গাজার দক্ষিণাঞ্চলে খান ইউনিস অঞ্চলে আবাসিক একটি ভবনে সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় কমপক্ষে ২৬ জন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় একটি হাসপাতালের পরিচালক স্থানীয় সময় শনিবার (১৮ নভেম্বর) এ খবর জানিয়েছেন।

https://twitter.com/QudsNen/status/1725792369994281468

গাজার আল-নুসিরাত শরণার্থী শিবিরেও বর্বরোচিত হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বাহিনী। এতে অন্তত ১০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়। এছাড়াও আরও বেশ কিছু এলাকায় বিমান হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বাহিনী।

এ নিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় (শনিবার) অন্তত ৩০০ ফিলিস্তিনিকে খুন করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বাহিনী। ফলে গাজায় নিহত মুসলিমদের সংখ্যা ১২,৩০০ ছাড়িয়েছে।

তথ্যসূত্র:
----

1. Israel-Hamas war live
- https://tinyurl.com/mvu9jzhx
2. BREAKING Over 300 Palestinians killed in Israeli attacks in last 24 hours, bringing death toll in Gaza to 12,300, including 5,000 children and 3,300 women, since Oct. 7
- https://tinyurl.com/bdfww45m

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ১৯ নভেম্বর, ২০২৩

• গাজায় সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বাহিনীর নির্বিচার বোমাবর্ষণ অব্যাহত রয়েছে। অব্যাহত রয়েছে ফিলিস্তিনিদের উত্তর গাজা ছেড়ে দক্ষিণ গাজায় স্থানান্তরিত হওয়ার ধারাবাহিকতা।

• কয়েকজন ইসরায়েলি বন্দীর বিনিময়ে গাজায় পাঁচ দিনের যুদ্ধ বিরতির আলোচনা চলছে, তবে সন্ত্রাসী ইসরায়েল যুদ্ধ বিরতির নিয়ে আলোচনার কথা অস্বীকার করেছে।

• ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, আল-শিফা হাসপাতাল থেকে কমপক্ষে ৩১টি প্রি-ম্যাচিউর (অপরিণত) শিশু দক্ষিণ গাজার তাল আল-সুলতান হাসপাতালে এসেছে। সোমবার চিকিৎসার জন্য তাদেরকে মিশরে পাঠানো হবে।

• গাজার জেইতুন এলাকায় ইসরায়েলি হামলায় এক পরিবারের অন্তত ৪১ জন সদস্য নিহত হয়েছেন। ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নিহত সদস্যের নামের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে।

• গাজায় আরও দুই সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। আল-জাজিরা জানিয়েছে, ৭ অক্টোবরের পর থেকে এখন পর্যন্ত অন্তত ৪৮ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছে।

• কোন তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই ইসরায়েলি বাহিনী দাবি করছে যে, আল-শিফা হাসপাতালে তারা একটি টানেল খুঁজে পেয়েছে।

• ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরিচালক মুনির এল-বুরশ এক বিবৃতিতে হাসপাতালে ট্যানেল পাওয়ার ইসরায়েলি দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, "আল-শিফা হাসপাতালে টানেলের পাওয়ার ইসরায়েলি দাবি পুরোপুরি মিথ্যা।"

• লোহিত সাগরে ইসরায়েলি জাহাজ ও এর নাবিকদের আটক করেছে শিয়া হুথিরা। এই আটককে আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন বলছে আমেরিকা। আমেরিকা আবার আন্তর্জাতিক আইনের অনেক বড় রক্ষক!

• সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বাহিনী জানিয়েছে, তারা লেবানন সীমান্তে হিজবুল্লাহকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। তবে এ হামলায় কেউ হতাহত হয়েছে কিনা জানা যায়নি।

• সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় গাজায় এখন পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ১৩,০০০ ছাড়িয়েছে। নিহতদের মধ্যে অন্তত ৫,৫০০ জন শিশু, ৩,৫০০ জন নারী। আহত হয়েছেন ৩০,০০০ এরও বেশি ফিলিস্তিনি। সেই সঙ্গে ধংস্তুপের নিচে চাপা পড়েছে ৬,০০০ ফিলিস্তিনি। এর মধ্যে ৪,০০০ নারী ও শিশু। ইসরায়েলি হামলায় গণহত্যার শিকার হয়েছেন ১,৩৩০ টি পরিবার।

• দখলকৃত পশ্চিম তীরে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২০০ জনে দাঁড়িয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ২,৭০০ জন ফিলিস্তিনি। এছাড়াও গ্রেফতার করা হয়েছে আড়াই হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনিকে। [১৯ নভেম্বর পর্যন্ত]

তথ্যসূত্র:
----

1. A recap of the latest developments
- https://tinyurl.com/mteskac6
2. An evening recap
- https://tinyurl.com/3dsnn5v9
3. If you’re just joining us
- https://tinyurl.com/ms6mep3r

১৯শে নভেম্বর, ২০২৩

আল শিফা হাসপাতালে প্রি-ম্যাচিউর শিশু সহ বেশিরভাগ আইসিইউ রোগীর মৃত্যু

বিগত কয়েকদিন ধরে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ ভূখণ্ড গাজার সবচেয়ে বড় হাসপাতাল আল-শিফার অভ্যন্তরে ও বাইরে অভিযান চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। হাসপাতালটি পুরোপুরি অবরুদ্ধ করার কারণে এবং বিদ্যুৎ না থাকায় নিবিড় পরিচর্যা ইউনিটের (আইসিইউ) অনেক রোগী ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন। বিদ্যুৎ ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জামের সংকটে ইতোমধ্যেই প্রি-ম্যাচিউর শিশুসহ আইসিইউর ৪০ জন রোগী মারা গেছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ।

গত শুক্রবার ১৭ নভেম্বর আল শিফার পরিচালক মুহাম্মদ আবু সালমিয়া জানিয়েছিলেন যে- "জ্বালানি, খাবার ও পানি; আমাদের কিছুই অবশিষ্ট নেই। প্রতি মিনিটে আমরা একটি জীবন হারাচ্ছি। গত তিন দিন ধরে হাসপাতালটি অবরোধ করে রেখেছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। গত রাতে আমরা ২২ জনকে হারিয়েছি।"

তিনি আরও জানিয়েছিলেন, রোগী, চিকিৎসাকর্মী এবং আশ্রয় নেওয়া মিলিয়ে ৭ হাজার লোক হাসপাতালে আটকা পড়েছে। ইসরায়েলি বাহিনী কাউকে ঢুকতে বা বের হতে না দেওয়ায় হাসপাতালটি একটি ‘বড় কারাগার’ এবং ‘গণকবর’ হয়ে উঠেছে।

শুক্রবার গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল যে, ইসরায়েলি বাহিনী হাসপাতালে ব্যাপক ভাংচুর চালিয়ে সব চিকিৎসা ব্যবস্থা ধ্বংস ও পানির সংযোগ পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে হাসপাতালটির মৌলিক প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের ঘাটতির পাশাপাশি পানির চরম সংকট দেখা দিয়েছে।

হাসপাতালের অবস্থা করুণ ও বেদনাদায়ক বলে উল্লেখ করেছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। আর দখলদার ইসরায়েল বলছে যে, এই হাসপাতালকে ফিলিস্তিনি মুজাহিদরা তাদের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে। এই অজুহাত দেখিয়েই তারা হাসপাতালের রোগী ও আশ্রয় নেওয়া সাধারণ মানুষদের উপর অমানবিক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও তারা এখনো মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ভিডিও ছাড়া আর কোন প্রমাণ দিতে পারে নি।

তথ্যসূত্র:
----

1. More than 20 patients die at Gaza’s al-Shifa Hospital amid Israeli raid
- https://tinyurl.com/mr2sxjan

পাকিস্তান-ফেরত শরণার্থীদের ব্যবস্থাপনায় ইসলামি ইমারতের আন্তরিক প্রেচেষ্টা

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান পাকিস্তান -ফেরত শরণার্থীদের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় নিজেদের সর্বোচ্চ আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
আফগান ফেরত শরণার্থীদেরকে গ্রহণ , তাদের জন্য পরিবহণ , বাসস্থান নিশ্চিতকরণ এবং সামর্থবানদের যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য পাকতিয়া , হেরাত সহ কয়েকটি প্রদেশ ও এলাকায় ইমারতে ইসলামিয়ার আলাদা আলাদা কমিশন কাজ করছে।

পাকিস্তান সীমান্তের তোরখাম , স্পিন বোল্ডাক ও তুরখামের মতো সীমান্ত বন্দরগুলো দিয়ে আগত শরণার্থীদের গ্রহণ ও নিবন্ধনের কাজ করছে 'নিবন্ধন , নিশ্চিতকরণ ও অভ্যর্থনা কমিটি '।

শরণার্থীদেরকে তাদের নির্দিষ্ট গন্তব্য পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছে পরিবহণ ও স্থানান্তর কমিটি।

সেবা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটি শরণার্থীদের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়াদি দেখভাল করছে। এই কমিটির অধীনে যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ নামের আলাদা একটি বিভাগও আগত শরণার্থীদের সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

অর্থ ব্যবস্থাপনা কমিটি সার্বিক কার্যক্রমের অর্থ সংক্রান্ত বিষয়াদি তদারকির পাশাপাশি আগত শরণার্থীদেরকে প্রয়োজন অনুযায়ী নগদ অর্থ সহায়তাও দিয়ে যাচ্ছে।

মসজিদ ও শিক্ষা আয়োজক কমিটির কাজ হচ্ছে শরণার্থীদের ক্যাম্প ও বসতিগুলোতে সংস্কারমূলক ও ধর্মীয়শিক্ষা মূলক সভা ও বক্তৃতার মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।

আর অভিবাসী কর্মসংস্থান কমিটি আগত শরণার্থীদের মধ্যে থেকে শিক্ষিত ও ডিগ্রিধারীদের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করছে , যাতে করে পরবর্তীতে তাদেরকে নিজ নিজ মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজে নিয়োগ করা যায়।

তথ্য ও জনসচেতনতা কমিটি নামের একটি কমিটি কাজ করছে আগত শরণার্থীদের মাঝে সচেতনতা ও তাদের সম্পর্কে সমাজে গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করতে। সেই সাথে তারা সংবাদ ও তথ্যচিত্র তৈরিতে গণমাধ্যমকে সহযোগিতাও করেছেন। তারা উদ্বাস্তুদের নানান সমস্যা সম্পর্কে জেনে সেগুলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং সামর্থ্যবান ও সাহায্য সংস্থাগুলোর কাছে তুলে ধরছে।

এভাবে আগত শরণার্থীদের গ্রহণ ও তৎসংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে পারস্পরিক সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছে উপরোক্ত কমিটিগুলো। আর এর মাধ্যমে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান কর্তৃপক্ষ সার্বিক শরণার্থী ব্যবস্থাপনা সততা , দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়নের মাধ্যমে অনন্য নজির স্থাপন করে যাচ্ছেন।

তথ্যসূত্র :
----
1. Daily report of high commission for facilitation of returning refugees - https://tinyurl.com/5yvxmdtm

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ১৮ নভেম্বর, ২০২৩

• ১৮ নভেম্বর আল-কাসসাম ব্রিগেডের যোদ্ধারা সন্ত্রাসী ইসরায়েলী বাহিনীর উপর হামলা চালিয়ে ১৭টি জায়োনিস্ট সামরিক যান পুরোপুরি কিংবা আংশিকভাবে ধ্বংস করেছেন। এসব হামলায় দখলদার ইহুদি বাহিনীর বেশ কয়েকজন সদস্য হতাহত হয়েছে। এদিন তেল আবিবেও মিসাইল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ।

• শনিবারে আল-ফাখুরা স্কুলে হামলা চালিয়ে অন্তত ৫০ জনকে হত্যা করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল। হামলা পরবর্তীতে দৃশ্যকে ‘ভয়ঙ্কর’ বলে বর্ণনা করেছেন ইউআরডব্লিউএ –এর প্রধান।

• জেনিনে সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত ২ জন নিহত হয়েছেন।
নিহতদের একজন পঙ্গু ছিলেন।

• আল-শিফা হাসপাতালে অবস্থানকারী রোগী, স্বাস্থ্য কর্মী এবং আশ্রয় নেওয়া সাধারণ মানুষ চলমান স্নাইপার ও ট্যাংক ফায়ারের মধ্যে হাসপাতাল ত্যাগে বাধ্য হচ্ছেন বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।

• ৭ অক্টোবরের হামলা নিয়ে প্রকাশিত হওয়া একটি পুলিশ রিপোর্টের বরাতে ইসরায়েলী পত্রিকা হারেজ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, মিউজিক অনুষ্ঠানে প্যারাশুট ব্যবহার করে ‘ইসরায়েলে’ প্রবেশ করা হামাস সদস্যদের টার্গেট করে হামলা চালাতে গিয়ে আসলে ইসরায়েলের নিজস্ব হেলিকপ্টারের গুলিবর্ষণে মিউজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া ইসরায়েলী নাগরিকরাও নিহত হয়েছে।

• ফিলিস্তিনপন্থী এবং ইসরায়েলপন্থী আমেরিকানদের কাছে আলাদা আলাদা দুটি চিঠি পাঠিয়েছে মানবতার শত্রু মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

• সন্ত্রাসী ইসরায়েলের প্রায় ২৫০ দখলদারকে বন্দী করেছেন ফিলিস্তিনী প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এই বন্দীদের মুক্তির আহ্বান জানিয়ে তাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব মিলে প্রায় ২০ হাজার লোক নেতানিয়াহুর অফিস অভিমুখে করেছে।

• আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুখপাত্র আবু উবাইদাহ বলেছেন, ইসরায়েলী বন্দীদের পাহাড়ার দায়িত্বে থাকা মুজাহিদদের সাথে তাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এখন দখলদার বন্দী এবং তাদের পাহাড়ার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের অবস্থা অজানা।

• সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত গাজায় অন্তত ১২,৩০০ ফিলিস্তিনী নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ৫ হাজারেরও বেশি শিশু, এবং ৩,৩০০ জন নারী। আহত হয়েছেন ৩০ হাজারেরও বেশি মানুষ।

১৮ই নভেম্বর, ২০২৩

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ১৭ নভেম্বর, ২০২৩

• গাজার আল-শিফা হাসপাতালে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযান অব্যাহত রয়েছে। ফলে রোগী, চিকিৎসাকর্মী ও হাসপাতালে আশ্রয় নেয়া বেসামরিক মানুষসহ অন্তত ৭,০০০ ফিলিস্তিনি আটকা পরেছে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, ইসরায়েলি অভিযানে আল-শিফা হাসপাতালে আরও ৪ জন অপরিণত শিশু মারা গেছে।

• গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরিচালক ডা. মুনির আল-বুরশ জানিয়েছেন, দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী আল-শিফা হাসপাতাল থেকে থেকে ১৮ জন ফিলিস্তিনির লাশ দাফন না করেই অজানা স্থানে নিয়ে গেছে।

• গাজায় প্রতিদিন দুটি জ্বালানি ট্রাক প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল। তবে তা যথেষ্ট নয় বলে জানিয়েছে মানবিক কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংস্থাগুলো।

• ফিলিস্তিনি টেলিকমিউনিকেশন ফার্ম 'প্যাল্টেল' জানিয়েছে, গাজায় অল্প জ্বালানি তেল সরবরাহের পর উপত্যকায় আংশিক সেবা চালু করতে পেরেছে।

• জাতিসংঘ ও মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছে যে, গাজায় সন্ত্রাসী ইসরায়েলের অবরোধ ভয়াবহ এক মানবিক সঙ্কটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যদিও বাস্তবে এখনই মানবিক সংকট সেখানে চলছে।

• দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী জানিয়েছে তারা গাজার যেকোনো জায়গায় হামাসকে লক্ষ্যবস্তু করবে, এমনকি দক্ষিণ গাজা হলেও। এমতাবস্থায় সন্ত্রাসী ইসরায়েল পুরো গাজাকেই যে নিশ্চিহ্ন করতে চায় বাস্তবে তাই বুঝাতে চাচ্ছে।

• ইসরায়েলের সেনাবাহিনী আল-শিফা হাসপাতালে হামাসের "অবকাঠামো" খুঁজে পেয়েছে বলে দাবি করেছে। কিন্তু তারা উপযুক্ত কোন প্রমাণ এখনো উপস্থাপন করতে পারে নি, বরং শুধুই বারংবার মিথ্যা প্রোপাগান্ডামূলক ভিডিও ছড়িয়ে যাচ্ছে।

• লেবানন সীমান্তে হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েলি বাহিনীর হামলা, পাল্টা হামলা চলমান রয়েছে।

• সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় গাজায় এখন পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ১২ হাজার ছাড়িয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৭০ শতাংশেরও বেশি শিশু ও নারী। ইসরায়েলি হামলায় আহত হয়েছেন অন্তত ৩০,০০০ ফিলিস্তিনি।

#Letter to America - কি ছিল সেই চিঠিতে!

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, বিশেষ ভাবে টিকটকে #LetterToAmerica হ্যশট্যাগটি ভাইরাল হয়েছে। এক জরিপে দেখা গেছে এই

হ্যাশ ট্যাগ বর্তমানে প্রায় ঘন্টায় ১০ লক্ষ ভিউ হচ্ছে। এছাড়াও এক্স (টুইটার) এও ভাইরাল হয়েছে এই হ্যাশট্যাগটি। আসুন জেনে নেয়া যাক, কী সেই Letter to America?

প্রয়াত শায়েখ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ ২০০২ সালে ‘আমেরিকার প্রতি বার্তা’ (Letter to America) শিরোনামে একটি চিঠি লিখেন। সেখানে তিনি ৯/১১ হামলার কারণ হিসেবে আমেরিকার গুরুতর অপরাধ সমূহ উল্লেখ করেন এবং আমেরিকার জনগণকে তাদের সরকার কিভাবে প্রতারিত করছে তা উল্লেখ করেন। ৯/১১ এর হামলা কেন যৌক্তিক ছিল তিনি তা তুলে ধরেন এবং শুধু তাই নয়, আমেরিকার জনগণকে এ ব্যাপারে চিন্তা করতেও আহ্বান জানান।

চিঠিটি সেসময় প্রকাশ করেছিল ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দা গার্ডিয়ান। তবে সম্প্রতি চিঠিটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে, বিশেষ করে টিকটকে ভাইরাল হয়। বিশেষ করে প্রায় ১২ মিলিয়ন ফলোয়ার সম্বলিত একজন টিকটক ব্যবহারকারী সবাইকে Letter to America পড়ার অনুরোধ করে এবং তাদের মতামত শেয়ার করতে আহ্বান জানায়। এরপর থেকেই অন্যান্য টিকটক একাউন্ট থেকে এই চিঠির ব্যাপারে ভিডিও আপ্লোড হতে থাকে। তারাও অন্যদেরকে লেখাটি পড়ার আহবান জানিয়ে পোস্ট করতে থাকে। অল্প সময়ের মধ্যেই এই চিঠিটি আমেরিকার জনগণের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায়। শুধু তাই নয় আমেরিকানরা অনেকেই তাদের অভিজ্ঞতা এভাবে প্রকাশ করে যে, তাদের সরকার তাদের সাথে এত দিন যে প্রতারণা করে এসেছে তারা এখন-"নিজেদের অস্ত্বিত্বই যেন নতুন ভাবে উপলব্ধি করছে!"

মুলত কি ছিল সেই চিঠিতে?

উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ, আমেরিকা ও আমেরিকানদের উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি চিঠি ও ভিডিও প্রকাশ করেছেন। তবে গার্ডিয়ানের যে বার্তা বা চিঠিটি ভাইরাল হয়েছে সেটিতে তিনি প্রথমেই মুসলিমদের উপর আঘাত আসলে প্রতিঘাত করার দলিল হিসেবে কুরআনের একটি আয়াত উল্লেখ করেন এবং পরিষ্কার করেন যে, ৯/১১ এর এই আঘাত ইসলাম ও মুসলিমদের উপর আমেরিকার জুলুমেরই পাল্টা জবাব মাত্র। এরপরে তিনি আমেরিকার জুলুমের ব্যাপারে আলোকপাত করেন। তার উল্লেখ্য কারণ সমুহের মধ্যে প্রধানতম ছিল যার উপরে তিনি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তা হচ্ছে ফিলিস্তিনের উপরে জায়োনিস্ট ইসরায়েলের জুলুম এবং এর পেছনে আমেরিকার প্রত্যক্ষ মদদ।

ফিলিস্তিনে প্রায় আশি বছর ধরে চলমান জায়নবাদী বর্বরতার পেছনে আমেরিকার ভূমিকা, ফিলিস্তিনের উপর ইহুদিদের অধিকারের মিথ্যা দাবির প্রতি আমেরিকার স্বীকৃতি, দুনিয়ার বিভিন্ন মুসলিম ভুখন্ডগুলোতে আমেরিকার আগ্রাসন, ইরাকে ১৫ লক্ষ্য শিশু হত্যা, চেচনিয়ায় রুশ নৃশংসতা ও কাশ্মীরে ভারতের হাতে মুসলিমদের নির্যাতনের প্রতি আমেরিকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন, – এই সকল বিষয় চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসলিম ভূমিগুলোতে আমেরিকার তাবেদার শাসকদের জুলুম ও ইসলাম নির্মূল মিশনের সমর্থনে যে আমেরিকাই পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ছে, সেটিও চিঠিতে উল্লেখ করেছেন তিনি। সেই সাথে ইতিহাসের স্পষ্টতম প্রতারণা ও চুরির আশ্রয় নিয়ে আমেরিকা যে মুসলিমদের তেল সম্পদ চুরি করে যাচ্ছে, সেটিও উল্লেখ করা হয়েছে চিঠিতে।

এই চিঠির একটি তাৎপর্যপূর্ন বিষয় ছিল –

মূলত, আমেরিকান জনগণই তাদের নেতাদের নির্বাচন করছে, আর নিজেদের ট্যাক্সের টাকা দিয়ে ইহুদি লবিস্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নেতাদেরকে নিজেদের অপরাধ নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে সহায়তা করছে। যেহেতু তারা দাবি করে থাকে তারা গণতান্ত্রিক ভাবে তাদের ইচ্ছে মতই তাদের সরকার নির্বাচন করে থাকে তাই তাদের উচিৎ এমন খুনি সরকারকে সরিয়ে দেয়া। আর যদি তারা তা করতে ব্যর্থ হয়, তবে তাদের সরকারের লক্ষ লক্ষ মুসলিম হত্যাকান্ডে তারাও দায়ী, এবং সেটিই অধিক যৌক্তিক! তারা নিজেরা তাদের নিজেদের অপরাধের কারণেই মুসলিমদের শত্রুতে পরিণত হবে।

চিঠিটি কেন সরিয়ে নিল গার্ডিয়ান কর্তৃপক্ষ?

চিঠিটি ব্যাপক ভাবে টিকটক ও অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতে থাকলে আমেরিকান এবং ব্রিটিশ জনগণের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া আসতে থাকে। সাধারণ জনগণের সামনে পশ্চিমা নেতাদের মুখোশ উন্মোচিত হতে থাকে, বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ের ফিলিস্তিন ইস্যু নিয়ে আমেরিকা এবং ব্রিটেনের অবস্থান যেন সেই চিঠির প্রতিটি অক্ষরকে জীবন্ত করে তুলছে!

জনগণ, তাদের নেতাদের প্রতারণা ও নিজেদের অস্তিত্ব সংকট নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা করতে থাকে। প্রচুর মানুষ এই লেখাটি গার্ডিয়ানের ওয়েবসাইট থেকে পড়তে থাকে। ফলে সেই ওয়েব পেজের ট্রাফিক অনেক বেড়ে যায়। মানুষের কাছে উসামা রাহিমাহুল্লাহর এই লেখা যেন সরাসরি না পৌছে এজন্য তারা এই লেখাটি সরিয়ে নেয়।

তবে, চিঠিটি তারা সরিয়ে নিয়ে যেন জনগনকে এই বার্তাই দিতে চাইল, - "বুঝলেই তো এই সেই চিঠি, এবার খুঁজে নাও..." এমন মন্তব্য এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় সয়লাব!

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ভাইরাল ট্রেন্ডের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, এটি চোখে আঙ্গুল দিয়ে পরিষ্কার করে দিচ্ছে- মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে, বিশেষ করে ফিলিস্তিন নিয়ে আমেরিকার অবস্থানের ব্যাপারে আমেরিকানদের মধ্যেই কী পরিমাণ মেরুকরণ হয়ে যাচ্ছে!

উল্লেখ্য, চিঠিটি এমন সময় ভাইরাল হয়েছে, যখন ফিলিস্তিনের মুসলিমদের উপরে ইতিহাসের জঘন্যতম আগ্রাসন ও গণহত্যা চালাচ্ছে জায়নবাদী ইসরায়েল। আর এই আগ্রাসন ও গণহত্যায় নিরঙ্কুশ সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে আমেরিকা ও তার নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা বিশ্ব। ইসরায়েল এবং তার মিত্ররা কেন নিরাপদ থাকবে না, তা প্রায় দুই দশক আগেই পরিষ্কার করে জানিয়েছিলেন উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ। আজ সেটিই সবার সামনে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ১৬ নভেম্বর, ২০২৩

• ইমামুল মুজাহিদিন শহীদ শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ ‘আমেরিকার প্রতি চিঠি’ শিরোনামে একটি চিঠি লিখেছিলেন ২০০২ সালে। সেখানে তিনি দেখিয়েছিলেন, কীভাবে ফিলিস্তিন ইস্যুতে প্রধান দায়ী আমেরিকা। এই আমেরিকা-ই যে দখলদার সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েলকে টিকিয়ে রাখছে, সেটা স্পষ্ট করে বলেছেন সেখানে। গতকাল ১৫ নভেম্বর থেকে টিকটক, টুইটার ও

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে শহীদ শাইখ রহিমাহুল্লাহ এর চিঠিটি নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা শুরু হয়।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে আমেরিকার সাধারণ মানুষ বলছে যে, উসামা বিন লাদেন ২০ বছর আগে ফিলিস্তিন ইস্যুতে আমেরিকাকে প্রধান হিসেবে দায়ী করে যে চিঠি লিখেছেন, সেটা তারা এখন পড়েছে ও বুঝতে পেরেছে। তারা বুঝেছে যে, আসলে আমেরিকা-ই ফিলিস্তিন ইস্যুতে মূল দায়ী। তারাই কলকাঠি নাড়ছে। আমেরিকানদের মধ্যে শাইখ রহিমাহুল্লাহ এর চিঠিটি ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। ২০০২ সালে শাইখ রহিমাহুল্লাহ এর চিঠিটি নিজেদের অনলাইন পত্রিকায় প্রকাশ করেছিল দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকা। কিন্তু আমেরিকানদের মধ্যে সম্প্রতি ব্যাপকভাবে এই চিঠিটি নিয়ে আলোচনা শুরু হওয়ায় সন্ত্রাসী ইসরায়েলের পক্ষপাতী দ্য গার্ডিয়ান নিজেদের সাইট থেকে চিঠিটি সরিয়ে ফেলেছে।

• গাজায় সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলা চলছে। খান ইউনিসে একটি হামলাতেই শিশুসহ ১০ জন নিহত হয়েছেন।

• গাজায় কলেরা, টাইফয়েডের মতো পানিবাহিত রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশংকা প্রকাশ করেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। কারণ, সন্ত্রাসী ইসরায়েল ফিলিস্তিনে পানি পৌঁছানোর রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে।

• সন্ত্রাসী ইসরায়েল একদিকে যেমন যুদ্ধের মাঠে কাপুরুষতার পরিচয় দিচ্ছে, নারী-শিশুসহ সাধারণ মানুষদের উপর বোমা ফেলে নিজেদের বড়ত্ব জাহির করছে, তেমনি প্রচারণা মাধ্যমেও মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে নিজেদেরকে সবচেয়ে বড় মিথ্যুক প্রমাণ করছে। ইসরায়েল সম্প্রতি গাজার সবচেয়ে বড় হাসপাতাল আশ-শিফা হাসপাতালে হামলা চালিয়েছে। তাদের সেই হামলার বৈধতা দিতে, তারা প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে যে, হাসপাতালের ভেতরে হামাসের ঘাঁটি রয়েছে! কিন্তু এই প্রোপাগান্ডা ছড়াতে তারা যে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে, তা প্রমাণ হওয়ায় তারা নিজেদের একটি ভিডিও টুইটার থেকে সরিয়ে নিয়েছে এবং পরে কিছু জায়গা ব্লার করে আবার প্রকাশ করে।

• সন্ত্রাসী ইসরায়েলের পক্ষ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রও আশ-শিফা হাসপাতালে হামলাকে বৈধতা দিতে হাসপাতালের ভেতরে হামাসের উপস্থিতি আছে বলেছে। হামাস এই দাবিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র অন্ধভাবে এমন মিথ্যা বয়ান দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করে হামাস।

• দখলদার ইসরায়েলের কারণে উত্তর গাজার ইন্দোনেশিয়ান হাসপাতালের কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের পরিচালক।
আল-আহলি হাসপাতালও ট্যাংক নিয়ে ঘিরে রেখেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল।

• দখলদার ইসরায়েল গাজায় আবারও যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সাংবাদিকদের প্রতিরক্ষা কমিটি।

• ইসরায়েলের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ কাতারের মধ্যস্থতায় বন্দী বিনিময়ের চুক্তিকে ‘ভুল পথ’ হিসেবে অবহিত করেছে। এই সন্ত্রাসী বলেছে, ইসরায়েলের উচিত গাজায় আগুন ও বোমাবর্ষণ এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার পথে অগ্রসর হওয়া।

• দখলীকৃত পশ্চিম তীরে জেনিন শরণার্থী শিবিরে অভিযান পরিচালনা করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েলী দখলদার বাহিনী। সন্ত্রাসী ইসরায়েল এখন পর্যন্ত পশ্চিম তীর থেকে ৩ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনীকে গ্রেফতার করেছে বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনী প্রিজনার সোসাইটি।

• ১৬ই নভেম্বর দখলদার ইসরায়েলী বাহিনীর উপর তীব্র হামলা পরিচালনা করেছেন ফিলিস্তিনের মুজাহিদগণ। আল-কাসসাম ব্রিগেডের যোদ্ধাদের হামলায় সন্ত্রাসী ইসরায়েলের ২১টি সামরিক যান আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়েছে। এদিন বেথেলহামে দখলদার বাহিনীর অভ্যন্তরে গিয়ে সাহসী হামলা চালিয়েছেন আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুজাহিদগণ। এই হামলায় অন্তত ১ সন্ত্রাসী দখলদার নিহত হওয়ার পাশাপাশি আরও অন্তত ৫ দখলদার আহত হয়েছে। দখলদার বাহিনী গাজায় স্থল অভিযান শুরু করার পর থেকে এখন পর্যন্ত দখলদার বাহিনীর ৫৩ সন্ত্রাসীকে হত্যা করেছেন মুজাহিদগণ।

• দখলদার সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় গাজায় এখন পর্যন্ত অন্তত ১১,৪৭০ জন ফিলিস্তিনী নিহত হয়েছেন। অবশ্য যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে বেশ কিছুদিন ধরে সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যাচ্ছে না। সন্ত্রাসী ইসরায়েল গাজার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেওয়ার কারণেও সঠিক পরিসংখ্যান সরবরাহ করা যাচ্ছে না।

১৭ই নভেম্বর, ২০২৩

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || নভেম্বর ২য় সপ্তাহ, ২০২৩ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2023/11/17/65264/

১৬ই নভেম্বর, ২০২৩

মানবতার শত্রু ইসরায়েলের পেছনে প্রকৃত অপরাধী আমেরিকা!

গাজায় দীর্ঘ এক মাস ধরে চলমান আগ্রাসনে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী মানবতার সকল নিয়ম নীতি লঙ্ঘন করে যাচ্ছে। আর তা সত্ত্বেও আমেরিকা ইসরায়েলকে পূর্ণ সমর্থন ও সামরিক সহযোগিতা দিচ্ছে। যুদ্ধ শুরুর প্রথম দিন থেকেই তারা নিরঙ্কুশ সামরিক, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে সন্ত্রাসী ইসরায়েলকে।

তবে, গাজার বাড়িঘর, মসজিদ, স্কুল ও হাসপাতালগুলোতে ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় বিশ্ব হতবাক হয়ে যাওয়ায় পেছনের মূল ইন্ধনদাতা আমেরিকার অপরাধ যেন কিছুটা আড়ালে পরে যাচ্ছে। গাজায় নির্বিচার গণহত্যা ও আগ্রাসন চালানোর পেছনে অ্যামেরিকার দায় কি কোন অংশে

ইসরায়েলের চেয়ে কম! না, বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সন্ত্রাসী ইসরায়েলের চেয়ে বেশি।

সন্ত্রাসী ইসরায়েলের সমর্থনে আমেরিকা যুদ্ধের শুরুর দিনেই ভূমধ্য সাগরে তাদের নৌবহর মোতায়েন রেখেছে। আশেপাশের ঘাঁটিগুলোতে প্রস্তুত রেখেছে তাদের যুদ্ধবিমান। আরব দেশগুলোর ওয়াহান আক্রান্ত শাসকরা ফিলিস্তিনের পক্ষে তেমন কোন জোরালো ভূমিকা নিচ্ছে না।অ্যামেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিঙ্কেন আরব নেতাদের সাথে বৈঠকে এটা নিশ্চিত করে এসেছে যে, ফিলিস্তিনি মুসলিমদের পক্ষে আরব নেতাদ্র অবস্থান যেন ঠুনকো বিবৃতি প্রদান আর যৎসামান্য ত্রান প্রেরণের বাইরে না যায়।

পাশাপাশি, ধূর্ত আমেরিকা নিজের ইমেজ ক্লিন রাখতে নিচ্ছে নানান পদক্ষেপ।

পশ্চিমা নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া এমনকি এই খবরও প্রচার করছে যে, আমেরিকা গাজায় কথিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যপারে ইসরায়েলকে কয়েক দফা সতর্ক করছে। কিন্তু বাস্তবে তার কোন প্রয়োগ কি আমরা দেখতে পাচ্ছি।

আর যদি এমনটা ঘটেও তাহকে, তাহলে বাস্তবতা এই দাঁড়ালো যে, আমেরিকা ইসরায়েলকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যপারে সতর্ক করে আবার মানবাধিকার লঙ্ঘনের কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য ইসরায়েলকে অস্ত্র ও অর্থও দিচ্ছে।

গত সপ্তাহে আমেরিকার প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগন জানিয়েছিল যে, ইসরায়েলে ইতিমধ্যে তারা আরও কয়েক ডজন স্পেশাল অপারেশন কমান্ডোকে পাঠানো হয়েছে। তারা গাজায় স্থল অভিযানে অংশ নিবে, তবে তারা সেখানে কোন ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে না, শুধু জিম্মি ইসরায়েলি নাগরিকদের উদ্ধারে কাজ করবে।

পেন্টাগনের ‘গাজায় ধ্বংসযজ্ঞ না চালানোর’ দাবি প্রসঙ্গে শুরুতেই যে প্রশ্ন এসে যায়, তা হচ্ছে - জিম্মিদের উদ্ধার করতে গেলে তাদেরকে কি ফিলিস্তিনি মুজাহিদ ও নাগরিকদের মুখোমুখি হতে হবে না? সেখানে সংঘর্ষ বেঁধে গেলে কি মার্কিন সেনাদের হাতে কোন ফিলিস্তিনি নিহত হবে না? জিম্মিদেরকে উদ্ধার করার মাধ্যমে তারা কি ইসরায়েলিদেরকে আরও আগ্রাসি হয়ে উঠার সুযোগ করে দিচ্ছে না? আগ্রাসি ইসরায়েলই বাহিনী কি তাদের মাধ্যমে সরাসরি সুবিধা পাচ্ছে না? এভাবে তারা কি ফিলিস্তিনি মুসলিমদের অধিকার রক্ষার বিপক্ষে সরাসরি অবস্থান নিচ্ছে না?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনেই আসলে তারা দখলদার ইসরায়েলের পক্ষে মাঠে নেমেছে। তাদের অস্ত্র ব্যবহার করেই সন্ত্রাসী ইসরায়েল গাজায় নির্বিচার গণহত্যা চালাচ্ছে; যেটি তারা অনেক আগে থেকেই করে আসছে।

মূলত প্রতিদিনই ইসরায়েলকে অস্ত্র সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে আমেরিকা। তাছাড়া, তারা ইসরায়েলের কথিত ‘প্রতিরক্ষার অধিকার’ বিষয়ে অব্যাহতভাবে ওকালতি করেই যাচ্ছে।

ফিলিস্তিন ইস্যুতে এক সাংবাদিক এমনই এক প্রশ্ন করেছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেলকে। সাংবাদিক বেদান্ত প্যাটেলকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো যে, "আমেরিকা কি ফিলিস্তিন অঞ্চলে জেনেভা কনভেনশনের নীতির স্বীকৃতি দেয়?" এর উত্তরে মার্কিন প্রশাসন

ফিলিস্তিনে মানবাধিকার লঙ্ঘন বা গণহত্যার ব্যাপারে কোন ব্যাখ্যা না দিয়ে ইসরায়েলের নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষার ব্যাখ্যা শুনিয়ে বলেছে, "আমরা আগেও বলেছি যে, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি ইসরায়েল নিজেদের প্রতিরক্ষা করার সকল অধিকার রয়েছে, নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে।"

https://twitter.com/PeruginiNic/status/1722497988059095126

গাজায় সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বাহিনীর প্রধান টার্গেট হচ্ছে সাধারণ ফিলিস্তিনি জনগণ। এ লক্ষ্যে গোটা উপত্যকায় অবরোধ আরোপ করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল। সাধারণ মানুষকে খাবার ও পানি থেকে অনাহারে রাখা হচ্ছে। নারী ও শিশুদের নির্বিচারে গণহত্যা করা হচ্ছে। তাদের হামলায় হাসপাতাল, ধর্মীয় স্থাপনা ও বেসামরিক বাড়িঘর ধংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। তাদের হামলা থেকে বাদ যায়নি ডাক্তার, সাংবাদিক ও মানবাধিকার সংস্থার কর্মীরাও, যা পশ্চিমাদেরই রচিত জেনেভা কনভেনশনের স্পষ্ট লঙ্ঘন।

আর এসব ক্ষেত্রে সন্ত্রাসী ইসরায়েলকে একতরফা সমর্থন দিচ্ছে পশ্চিমা বিশ্ব; বিশেষ করে আমেরিকা। যুদ্ধ শুরুর দিন থেকেই ইসরায়েলের পক্ষে কাজ শুরু করে দেশটি। যত দিন আমেরিকা আছে, তত দিন ইসরায়েলকে একা লড়তে হবে না বলেও ইসরায়েলকে জানিয়েছে আমেরিকা।

উল্লেখ্য যে, জেনেভা কনভেনশন হলো জাতিসংঘ স্বীকৃত যুদ্ধের নিয়ম ও নীতিমালা। এ আইন অনুযায়ী কোনো দেশে যুদ্ধ বা সামরিক সংঘাত চলাকালীন বেসামরিক জনগণকে খুন, বেসামরিক সম্পত্তি লুণ্ঠন, ধর্ষণ, কারাগারে আটক ব্যক্তিকে বিনাবিচারে হত্যা, নগর, বন্দর ও হাসপাতালে কোন ধরনের সামরিক উস্কানি ছাড়াই আক্রমণ বা ধ্বংস প্রভৃতি যুদ্ধাপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়।

কিন্তু, আমেরিকা বিশ্বের অনেক দেশেই মানবাধিকার, নারী অধিকার ও জেনেভা কনভেনশনের অজুহাতে হস্তক্ষেপ করে থাকে। অথচ তারা নিজেরা কতটুকু আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলে, এবং মানবাধিকার ও নারী অধিকারের নামে তারা বিশ্বে আসলে কি করতে চায়, সেটিও এখন আমাদের নিকট স্পষ্ট থাকা জরুরী।

কেননা, ইতিমধ্যে বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম নিকৃষ্ট শাসক হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া শেখ হাসিনাকে শাসন ক্ষমতা থেকে হটাতে আমেরিকার নানান পদক্ষেপের কারণে দেশের রাজনীতিতে বর্তমানে জনপ্রিয় অবস্থানে থাকা দলগুলোও আমেরিকার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। আর গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অনুসারী এই দলগুলোর উপর ভবিষ্যতে আমেরিকার প্রভাব কি হতে যাচ্ছে, সেবিষয়ে এখন থেকেই তাদেরকে এবং স্বয়ং দেশের জনগণকে সতর্ক হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখতে হবে। এ বিষয়ে আমরা আমাদের পরবর্তী কোন লিখায় করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ্।

তবে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, আমেরিকা কথিত শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে বিশ্বজুড়ে আগ্রাসন ও হামলা চালিয়ে লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে। গ্লোবাল রিসার্চ সেন্টার ফর রিসার্চ অন গ্লোবালাইজেশন প্রকাশিত এক গবেষণা রিপোর্টে দেখা যায়, গত ৭৩ বছরে বিশ্বব্যাপী ৩৭টি রাষ্ট্র হামলা ও আগ্রাসন চালিয়েছে ৩ কোটিরও বেশি মানুষকে হত্যা করেছে দেশটি, আহত করেছে অন্তত ৩০ কোটি মানুষকে।

মোদ্দা কথা, গাজার মুসলিমদের উপর সাম্প্রতিক চলমান ইতিহাসের অন্যতম বর্বর গণহত্যার পেছনে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরায়েল সরাসরি দায়ী হলেও, তাদের পেছনের মূল ইন্ধনদাতা ও পৃষ্ঠপোষক আমেরিকার অব্যাহত সমর্থন না থাকলে ইসরায়েল তেমন কিছুই করতে পারত না। সুতরাং এই গণহত্যার মূল দায় আমেরিকার; এখানে পর্দার আড়ালের মূল অপরাধী আমেরিকা।

উম্মাহর সিংহপুরুষ উসামা বিন লাদেন রহমাতুল্লাহি আলাইহি অনেক আগেই আমেরিকার মূল অপরাধী হওয়ার বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাদের ঘাড়ে আঘাত করেছিলেন আর এব্যপারে উম্মাহ্কে সতর্কও করে গিয়েছিলেন তিনি। এখন সেই সতর্কবাণী আমাদের চোখের সামনে দিনকে দিন সুস্পষ্ট হচ্ছে।

তথ্যসূত্র:
----

1. US Sent Dozens of Additional Special Oparetions Troops to Israel, Officials Says
- https://tinyurl.com/5ya2cwdn
2. Pentagon says there are no limits on how Israel uses US weapons as death toll climbs amid airstrikes in Gaza
- https://tinyurl.com/mr2tn7dx
3. The US administration refuses to confirm that the Geneva Conventions apply to Palestinians.
- https://tinyurl.com/mu6jpz6p
4. ইসরায়েলকে সহায়তায় ২ হাজার সেনা প্রস্তুত থাকার নির্দেশ যুক্তরাষ্ট্রের
- https://tinyurl.com/45urn3bj
5. আমেরিকা সব সময় ইসরায়েলের পাশে থাকবে: ব্লিঙ্কেন
- https://tinyurl.com/24h6zt9r
6. ৭৩ বছরে ৩ কোটি মানুষ হত্যা করেছে যুক্তরাষ্ট্র
- https://tinyurl.com/mrx4h6ft

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ১৫ নভেম্বর, ২০২৩

• সন্ত্রাসী দখলদার ইসরায়েল আল-শিফা হাসপাতালে নতুন করে অভিযান পরিচালনা করছে। হাসপাতালের দক্ষিণ গেট দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেছে সন্ত্রাসীরা। একটি এমআরআই স্ক্যানারসহ অন্যান্য মেডিকেল জিনিসপত্র ধ্বংস করেছে দখলদার ইসরায়েল।

• বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে পদত্যাগের আহ্বান জানিয়েছে ইসরায়েলের বিরোধীদলীয় নেতা ইয়াইর ল্যাপিড।

• জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে গাজায় ‘মানবিক বিরতি’ –এর আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাব পেশ করা হয়। সেখানে ১৫ সদস্যের মধ্যে ১২ সদস্যই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেওয়ায় প্রস্তাবটি পাশ হয়। এই প্রস্তাবে ভোট প্রদানে বিরত ছিল যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং রাশিয়া। অবশ্য রাশিয়ার প্রস্তাব ছিল যুদ্ধবিরতির। সেই প্রস্তাব ব্যর্থ হয়েছে।

• জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের এই ‘মানবিক বিরতি’-এর প্রস্তাবের ব্যাপারে জাতিসংঘে নিয়োজিত ফিলিস্তিনী রাষ্ট্রদূত রিয়াদ মানসুর বলেন, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের এই প্রস্তাবে ৫ হাজার শিশুসহ ১১ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনীকে ইসরায়েলীরা যে নির্বিচারে হত্যা করেছে, এই ব্যাপারে নিন্দা জানানো হয়নি। দখলদার সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েল আবার জাতিসংঘের এই ‘মানবিক বিরতি’ এর প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

• এদিকে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের জাতিসংঘের পরিচালক নিরাপত্তা পরিষদের গৃহীত এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রের ভোট প্রদানে বিরত থাকা ইসরায়েলের সামনে এটাই প্রমাণ করে যে, বিশ্বজুড়ে তাদের কার্যক্রম উদ্বিগ্নতা ছড়িয়েছে। এমনকি তাদের মিত্র দেশগুলোর মধ্যেও এর শক্তিশালী প্রভাব পড়েছে।

• আল শিফা হাসপাতালে ইসরায়েলের অভিযানের বিষয়ে আন্তর্জাতিক তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে কাতার।

• দুই ডজন মার্কিন আইনপ্রণেতা যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং সেক্রেটারি অব স্টেট অ্যান্টনি ব্লিনকেনকে চিঠি পাঠিয়েছে।

• গাজায় জর্দান পরিচালিত হাসপাতালে সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় সাতজন মেডিকেল কর্মী আহত হয়েছেন। তারা অন্য আহতদের চিকিৎসা করার সময় সন্ত্রাসী ইসরায়েল তাদের উপর হামলা চালায়।

• নুসেইরাত ক্যাম্পের মালয়েশিয়ান একটি স্কুলে হামলা চালিয়ে তিনজনকে হত্যা করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল।

• আল-সাবরা বসতির একটি মসজিদে বর্বর দখলদার বাহিনী ইসরায়েলের হামলায় প্রায় ৫০ জন নিহত হয়েছেন।

• আল-কাসসাম ব্রিগেড জুহর আল-দিকের পূর্বাঞ্চলে দখলদার বাহিনীর একটি দলের উপর হামলা চালিয়েছেন। এতে দখলদার বাহিনীর মধ্যে নিহত ও আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে আল-কাসসাম ব্রিগেড। ১৫ই নভেম্বর, দখলদার বাহিনীর ১১টি সামরিক যান পুরোপুরি বা আংশিক ধ্বংস করেছেন মুজাহিদগণ।

• সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় গাজায় ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা কমপক্ষে ১১,৪৫১ জন, যার মধ্যে ৪,৬৩০ শিশু ও ৩,১৩০ জন নারী। আহত হয়েছেন ৩১,৭০০ এরও বেশি ফিলিস্তিনি। দখলীকৃত পশ্চিম তীরে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৯৬ জনে দাঁড়িয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ২,৭০০ জন ফিলিস্তিনি। হাসপাতালগুলোতে সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলা ও অপারেশনের কারণে যথাযথেভাবে এই সংখ্যা জানা এখন দুরূহ হয়ে পড়েছে। এজন্য এই তথ্য হালনাগাদ সম্ভব হচ্ছে না।

১৫ই নভেম্বর , ২০২৩

গাজার জাবালিয়ায় রাতভর ইসরায়েলি হামলা , নিহত ৩০

উত্তর গাজার জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে চতুর্থ দফায় ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বাহিনী। অন্তত ১২ টি সমন্বিত বাড়ির একটি ব্লকে রাতভর তাণ্ডব চালায় ইসরায়েলি বাহিনী। এতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় বাড়িগুলো এবং নিহত হয় অন্তত ৩০ জন বেসামরিক ফিলিস্তিনি।

https://twitter.com/Timesofgaza/status/1724173573277835570

এছাড়াও দক্ষিণ গাজায় ইসরায়েলি হামলায় আরও ১০ জন নিহত হয়েছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকজন শিশুও রয়েছে। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত নিহত ফিলিস্তিনিদের সংখ্যা ১১ হাজার ২৪০ জনে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে শিশু নারীদের সংখ্যা ৭০ শতাংশেরও বেশি। সোমবার (১৩ নভেম্বর) ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে আল জাজিরা।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয় , ইসরায়েলি হামলায় গাজার সবচেয়ে বড় হাসপাতাল আল শিফা হাসপাতাল এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালগুলো সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আহত ও মৃতের সংখ্যার আপডেট দিতে পারছে না।

https://twitter.com/Timesofgaza/status/1724164147221258498

এছাড়াও গাজার খান ইউনিস শহরের পূর্বাঞ্চলে বেশ কিছু আবাসিক ভবনে ও একটি হাসপাতালে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান। এতে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

তথ্যসূত্র :
----
1. Israeli warplanes commit another war crime in Gaza Strip by bombing a residential block comprising 12 houses in Jabalia, northern Gaza Strip.
- https://tinyurl.com/4atkupkh
2. Israel-Hamas war live: More Palestinians killed as Israeli attacks continue
- https://tinyurl.com/3s4hv27r

ফটো-রিপোর্ট || সোমালিয়ার হিরান রাজ্যে সরকারী মিলিশিয়াদের বিরুদ্ধে শাবাবের বিজয়াভিযান

সোমালিয়া ও পূর্ব -আফ্রিকা ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল -মুজাহিদিনের অন্যতম মিডিয়া শাখা নিউজ ব্রিগেড। এই নিউজ ব্রিগেডস সম্প্রতি ৭ মিনিটের একটি নতুন ভিডিও প্রকাশ করেছে ,

যাতে সোমালি সরকারি মিলিশিয়াদের বিরুদ্ধে শাবাব মুজাহিদিনের একটি বিজয়াভিযানের বিস্তারিত দেখানো হয়েছে।

শাবাবের উক্ত অভিযানটি সোমালিয়ায় বুলুবার্দি (بولوبردي/ Bulopardi) শহরে গত ২৪ শে অক্টোবর সংঘটিত হয়েছে।

উক্ত অভিযানে পশ্চিমা সমর্থিত সরকারি মিলিশিয়াদের ১১ সদস্য নিহত হয়েছে, এবং আহত হয়েছে ১৬ জন। একই সাথে মুজাহিদিন দুটি যুদ্ধযান জব্দের পাশাপাশি গোলাবারুদ, সামরিক সরঞ্জাম এবং বিভিন্ন মেশিনগান দিয়ে বোঝাই একটি সামরিক গাড়িও জব্দ করেছেন।

নিউজ ব্রিগেডের এই ভিডিওটিতে শাবাব যোদ্ধাদেরকে সরকারী মিলিশিয়াদের তাড়া করতে দেখা যায়। এরপরে শত্রুদের কাছ থেকে জব্দকৃত যুদ্ধযান, সামরিক সরঞ্জাম ও অস্ত্র বোঝাই গাড়ির দৃশ্য দেখানো হয়।

এই ভিডিওটিতে মুজাহিদদের হাতে বন্দী ২ মিলিশিয়া সদস্যকেও দেখানো হয়েছে।

প্রকাশিত ঐ ভিডিও থেকে সংগৃহীত কিছু ছবি এখানে আমরা আল-ফিরদাউসের পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করছি।

https://alfirdaws.org/2023/11/15/65216/

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ১৪ নভেম্বর, ২০২৩

- ফিলিস্তিনের উত্তর গাজার আল-শিফা হাসপাতালে অভিযান শুরু করেছে সন্ত্রাসী দখলদার ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী। হাসপাতালের পরিচালক ডা. মুনির আল-বুরশ আল-জাজিরাকে জানিয়েছে, ইসরায়েলি বাহিনী বুধবার ভোরে (১৫ নভেম্বর) আল-শিফা হাসপাতালের বিভিন্ন কক্ষে তল্লাশি শুরু করেছে। এ অবস্থায় আল-শিফার ভিতরে অবস্থানরত রোগী, বাস্তুচ্যুত মানুষ এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে চরম আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

- আল-শিফা হাসপাতালের এক ডাক্তার জানিয়েছেন, ইসরায়েলি বাহিনী হাসপাতালের চারপাশে অবিরাম গুলি ও বোমা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। হাসপাতালে অবস্থানরত রোগী এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের জোরপূর্বক হাসপাতালের হল রুমে যেতে বাধ্য করছে ইসরায়েলি বাহিনী। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, হাসপাতালটি এখন মৃত্যু মুখে রয়েছে।

- বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, গাজায় জাতিসংঘের ট্রাকের জন্য জ্বালানি তেল সরবরাহের অনুমোদন দিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরাইল। তবে, ইসরায়েল, জাতিসংঘ এবং হামাস কেউই এ বিষয়টি নিশ্চিত করেনি। যদি সত্য হয়, তাহলে এটিই হবে ৭ অক্টোবরের পর গাজায় প্রথম জ্বালানী সরবরাহ।

- আল-শিফা হাসপাতালে লাইফ-সাপোর্ট ছাড়াই অপরিণত নবজাতক শিশুদের উষ্ণ রাখতে ফয়েল পেপারে মুড়িয়ে রাখা হচ্ছে। ফলে রোগীদের অন্যত্র সরিয়ে নেয়া জরুরী হয়ে পড়েছে। কিন্তু অবরোধ আর যুদ্ধের কারণে রোগীদের স্থানান্তর করা যাচ্ছে না।

• এমএসএফ(MSF) বলেছে যে ১৫ জন চিকিৎসা কর্মীকে গাজায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই এটিই গাজায় চিকিৎসা কর্মীদের প্রবেশের অনুমোদন। তবে, জাতিসংঘের প্রতিবেদন বলছে, ইতোমধ্যেই গাজার অর্ধেকেরও বেশি হাসপাতাল বন্ধ হয়ে গেছে।

• ইসরায়েল বলেছে যে তারা আল-শাতি শরণার্থী শিবিরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে। যুদ্ধের আগে এখানে অন্তত ৯০,০০০ এর বেশি বাসিন্দা ছিল।

• অ্যামেরিকার ওয়াশিংটন ডিসিতে সন্ত্রাসী ইসরায়েলের সমর্থনে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী জড়ো হয়েছে। তারা গাজায় যুদ্ধ বিরতির বিরোধিতা করছে।

• ইসরায়েল-লেবানন সীমান্তে পাল্টাপাল্টি যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে।

• পশ্চিম তীরে সন্ত্রাসী ইসরায়েলি আগ্রাসন অব্যাহত রয়েছে। তুলকারেম শরণার্থী শিবিরে সন্ত্রাসী ইসরায়েলি অভিযানে অন্তত সাত ফিলিস্তিনি নিহত এবং পাঁচটি বাড়ি গুড়িয়ে দিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী।

• সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় গাজায় এখন পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ১১,৪৫১ জন, যার মধ্যে ৪,৬৩০ শিশু ও ৩,১৩০ জন নারী। আহত হয়েছেন ৩১,৭০০ এরও বেশি ফিলিস্তিনি। দখলীকৃত পশ্চিম তীরে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৯৬ জনে দাঁড়িয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ২,৭০০ জন ফিলিস্তিনি। হাসপাতালগুলোতে সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলা ও অপারেশনের কারণে যথাযথেভাবে এই সংখ্যা জানা এখন দুরূহ হয়ে পড়েছে।

গাজার আল-শিফা হাসপাতাল ঘেরাও, হাসপাতালের অভ্যন্তরে অভিযান চালাচ্ছে ইসরায়েল

ফিলিস্তিনের উত্তর গাজার আল-শিফা হাসপাতালে অভিযান শুরু করেছে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী। আল-জাজিরাকে হাসপাতালের পরিচালক ডাঃ মুনির আল-বুরশ জানিয়েছেন যে, ইসরায়েলি বাহিনী বুধবার ভোরে (১৫ নভেম্বর) আল-শিফা হাসপাতালের বিভিন্ন কক্ষে তল্লাশি শুরু করেছে। এ অবস্থায় আল-শিফার ভিতরে অবস্থানরত রোগী, বাস্তুচ্যুত মানুষ এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে চরম আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

এর আগে গতকাল থেকে হাসপাতালটি চারপাশ থেকে ঘেরাও করে ট্যাংক থেকে বোমা বর্ষণ এবং স্নাইপাররা বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নিয়ে গুলি করছে। ফলে হাসপাতালটিতে কেউ ঢুকতে বা সেখান থেকে বের হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এবং গত ৪৮ ঘণ্টায় কোনো লোকজন এবং কোনো ধরনের সাহায্য হাসপাতালে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এর মধ্যে চারজন বের হতে গেলে তাঁদের পায়ে গুলি করা হয়। তাঁরা রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে প্রায় দুই ঘণ্টা পড়ে ছিলেন।

ইসরায়েলি অবরোধে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির অভাবে সেখানে শিশুসহ একের পর এক রোগী মারা যাচ্ছেন। গতকাল থেকে হাসপাতালটির ৩২ রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আশরাফ আল–কিদরা।
হাসপাতালটিতে এখনো ৬৫০ রোগী ও হাসপাতাল প্রঙ্গনে অন্তত ৫ থেকে ৭ হাজার শরণার্থী রয়েছেন।

https://twitter.com/AJA_Palestine/status/1724649239492338175

আল–শিফা হাসপাতালের অবস্থা কতটা শোচনীয়, তার একটি নমুনা দিয়েছেন হাসপাতালটির প্রধান মোহাম্মদ আবু সালমিয়াহ। তিনি জানিয়েছেন, ইসরায়েলের ঘেরাওয়ের ফলে মারা যাওয়া ১৭৯ জনকে হাসপাতালটির চত্বরে গণকবর দিতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। হাসপাতালে জ্বালানি শেষ হওয়ার পর মারা যাওয়া ৭ শিশু ও ২৯ রোগীকেও সেখানে কবর দেওয়া হয়েছে।

দখলদার ইসরায়েল হাসপাতালটিতে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের মুজাহিদরা লুকিয়ে আছেন এবং সেখান থেকে গোপনে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন বলে দাবি করেছিল। তবে সন্ত্রাসী ইসরায়েলের এই দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা উল্লেখ্য করে হামাস বলেছেন, ইসরায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে গাজায় বর্বর গণহত্যাকে বৈধতা দিতেই হাসপাতালকে নিয়ে এই অপপ্রচার চালাচ্ছে।

আল–জাজিরার খবরে বলা হয়, হামাসের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা গাজী হামাদ বলেন, ‘ইসরায়েলের এই দাবি ‘মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার’। দখলকারী এই বাহিনীর নিজেদের দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ দেখাতে পারবে না। আমরা কখনো সাধারণ মানুষকে মানববর্ম হিসেবে ব্যবহার করিনি। কারণ, এটি আমাদের ধর্মের বিরোধী।’

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র আশরাফ আল-কুদ্রা বলেন, হাসপাতালের নিরপেক্ষতা যাচাই করতে বারবার আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে; কিন্তু কেউ সাড়া দেয়নি।

উল্লেখ্য যে, গাজায় ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত ১১,৩০০ এরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৩ হাজার ১৩০ জন নারী ও ৪ হাজার ৬৩০ জন শিশু। আহত হয়েছেন অন্তত ৯ হাজার শিশু। এছাড়াও এখনো ধ্বংস্তুপের নীচে চাপা পড়ে আছে অনেক শিশু।

তথ্যসূত্র:
----

1. Israel-Hamas war live: Israel raids Gaza’s al-Shifa Hospital
- https://tinyurl.com/yc3hnk2n

১৪ই নভেম্বর, ২০২৩

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট - ১৩ নভেম্বর, ২০২৩

• ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জুকু উয়িদুদু মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছে আবেদন জানিয়েছে, “গাজায় নৃশংসতা বন্ধে আরও বেশি কিছু করুন।” এছাড়াও মানবতার স্বার্থে এখন যুদ্ধবিরতি আবশ্যক বলে মন্তব্য করেছেন জুকু উয়িদুদু।

49

• ইসরায়েল হাসপাতালগুলোকে হামাসের অবকাঠামো দাবি করে হাসপাতালে হামলা করাকে বৈধ বানানোর চেষ্টা করছে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাজ্যের এক আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞ।

• যুক্তরাষ্ট্রের ৩০ এর অধিক সুশীল সমাজ এবং বিশ্বাসভিত্তিক সংগঠন একটি চিঠিতে স্বাক্ষর করেছে, যেখানে ইসরায়েলকে ১৫৫ এমএম আর্টিলারি শেল না পাঠাতে বাইডেন প্রশাসনকে তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

• ইসরায়েল বার বার শেষ মুহূর্তে এসে বন্দী বিনিময় চুক্তিতে বাধা সৃষ্টি করছে বলে অভিযোগ করেছেন হামাসের মুখপাত্র ওসামা হামদান।

• ইসরায়েলের এক নারী সেনা সদস্যকে বন্দী করেছিলেন আল-কাসসাম ব্রিগেড। ঐ নারী সদস্যের বন্দীত্বের ভিডিও-ও প্রকাশ করেছেন তারা। দখলদার ইসরায়েল ঐ নারীকে তাদের সেনা সদস্য হিসেবে স্বীকার করেছে। সম্প্রতি গাজায় ইসরায়েলের বোমাবর্ষণে ঐ ইসরায়েলী নারী সেনা সদস্য নিহত হয়েছে।

• মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক অধিকার কেন্দ্র ফিলিস্তিনি মানবাধিকার সংস্থাগুলোর পক্ষে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, সেক্রেটারি অফ স্টেট অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এবং প্রতিরক্ষা সচিব লয়েড অস্টিনের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের গাজা "গণহত্যা"য় প্ররোচনা দেওয়ার ব্যাপারে অভিযুক্ত করে একটি ফেডারেল মামলা দায়ের করেছে৷

• আগামীকালের মধ্যে গাজায় কোনো জ্বালানি প্রবেশের অনুমতি না দিলে গাজায় মানবিক কার্যক্রম "বন্ধ হয়ে যাবে" বলে সতর্ক করেছে ইউএনআরডব্লিউএ(UNRWA)।

• তুর্কির সাহায্যবাহী জাহাজ সোমবার মিশরে পৌঁছেছে। মিশরের গাজার নিকটবর্তী সীমানায় মাঠ হাসপাতাল নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছে জাহাজটি।

• গাজায় সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত ১১,২৪০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন, যার মধ্যে ৪৬৩০ জন শিশু। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ২৭৪৯০ জন, যার মধ্যে কমপক্ষে ৮৬৬৩ জন শিশু রয়েছে। ২৭০০ এরও বেশি মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন যাদের মধ্যে প্রায় ১৫০০ শিশু। পশ্চিম তীরে নিহত হয়েছেন কমপক্ষে ১৮৩ জন, যার মধ্যে ৪৪ জন শিশু এবং আহত হয়েছেন কমপক্ষে ২৪০০ জন।

ভিডিও || গাজাবাসীকে নির্মূলের পরিকল্পনা জায়নিস্ট ইসরায়েলের

https://alfirdaws.org/2023/11/14/65190/

১৩ই নভেম্বর, ২০২৩

পাকিস্তানে বিমান ঘাঁটিতে মুজাহিদদের অভিযান, ৪০ টি বিমান ধ্বংস

সম্প্রতি পাকিস্তানের মিনওয়ালি বিমান ঘাঁটিতে আক্রমণের ব্যাপারে তেহরিক-ই-জিহাদ নামের একটি সশস্ত্র জিহাদি দায় শিকার করেছে। উক্ত অভিযানে বিদেশি মদদপুষ্ট পাকিস্তানি বাহিনীর অন্তত ৪০ টি বিমান ধ্বংস হয়েছে এবং পাকিস্তান বিমান বাহিনীর অন্তত ৩০ জন অফিসার ও সৈনিক নিহত হয়েছে বলে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

তেহরিক-ই-জিহাদ পাকিস্তান (টিজেপি) সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে যে, উক্ত অভিযানে তাদের বেশ কয়েকজন মুজাহিদ ভারি অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে অংশগ্রহণ করেন।

৪ নভেম্বর ভোররাতে কমান্ডার মুহাম্মাদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে ঘাঁটিতে প্রবেশ করেন আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত টিজেপির বেশ কয়েকজন মুজাহিদ। মুজাহিদগণ সর্বপ্রথম বিমান ঘাঁটির আলাদা দুইটি কম্পাউন্ডে আঘাত হানেন, যার ফলে সেখানে থাকা ছোট-বড় অন্তত ৪০ টি বিমান ধ্বংস হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, ঘাঁটিতে প্রবেশ ও দুইটি কম্পাউন্ড ধ্বংসের পুরো সময়টাতে তারা শত্রুর পক্ষ থেকে কোনরূপ বাধার সম্মুখিন হননি। এরপর মুজাহিদগণ উক্ত এয়ারবেইসের রাডার সিস্টেম সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেন। ঘাঁটিটির তেলের ডিপোতেও আক্রমণ করেন। ঘাঁটিতে রাখা শত্রুর তেলের মজুদ সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেন।

এরপর মুজাহিদগণ বিমান বাহিনীর অফিসারদের কম্পাউন্ডে প্রবেশ করেন। সেখানে সংঘর্ষে মুজাহিদদের হাতে অন্তত ৩০ জন অফিসার ও বিমান সেনা নিহত হয়।

এরপর ভোরের আলো ফুটলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বিমান ঘাঁটিটিতে ট্যাংক নিয়ে হামলা চালায়। শুরুতেই মুজাহিদগণ একটি ট্যাংক ধ্বংস করে দিলে পাকিস্তানি সেনারা সাময়িক পিছু হটে। তবে এরই মাঝে টিজেপির কমান্ডার মুহাম্মাদ বিন কাসিমও শাহাদাত বরণ করেন।

এরপর বিকাল ৩ টা নাগাদ পাকিস্তানি সেনারা হেলিকপ্টার থেকে গুলিয়ে চালিয়ে মুজাহিদদের হত্যা করে। বিদেশি মদদপুষ্ট পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধে একে একে অভিযানে অংশগ্রহণকারী আরও ৬ জন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। তাঁরা হলেন ক্বারী সালাহউদ্দিন আইয়ুবি, হুসেন আহমেদ মদনী, তারিক বিন জায়েদ, জাফর তাইয়ার, মুতাসিম বিল্লাহ এবং ওসামা বিন জায়েদ।

মূলত উক্ত অভিযানটি ছিল বিদেশি মদদপুষ্ট পাকিস্তানি ডিফেন্স ফোর্সের উপর একটি যুগান্তকারী আঘাত, যা তাদের ভিত দুর্বল করে দিয়েছে। যদিও পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ নিজেদের মাত্র ৩ টি বিমান ধ্বংস এবং কয়েকজন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে বলে জানিয়ে নিজেদের দুর্বলতা আড়াল করার চেষ্টা করেছে।

বিদেশি মদদপুষ্ট পাকিস্তানি বাহিনীগুলো নিজেদের মুসলিম জনগণের উপর গণহত্যা চালিয়ে যেতে কোন দ্বিধা করে না। আর এই বিমান বাহিনী ও যুদ্ধবিমানগুলো থেকে বেলুচিস্তান ও ওয়াজেরিস্তানের সাধারণ মুসলিমদের বাড়িঘর ও মসজিদ মাদরাসাতে পর্যন্ত নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করা হয়। উক্ত অভিযানটি পাকিস্তানে মুজাহিদ বাহিনীগুলোর শক্তিমত্তা এবং তাদের বিপরীতে বিদেশি মদদপুষ্ট পাকিস্তানি বাহিনীগুলোর দুর্বলতা ফুটিয়ে তুলেছে।

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট - ১২ নভেম্বর, ২০২৩

• গাজার বৃহত্তম দুটি হাসপাতাল হলো আল-শিফা এবং আল কুদস হাসপাতাল। দুটি হাসপাতালের কার্যক্রমই বন্ধ হয়ে গেছে। এমনকি হাসপাতালগুলোকে ঘিরে রেখেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল। কাউকে দেখলেই গুলি করছে সন্ত্রাসীরা।

• ফিলিস্তিনী রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি জানিয়েছে, গাজার দ্বিতীয় বৃহত্তম আল-কুদস হাসপাতালে জ্বালানি সংকটের কারণে অপারেশন কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। ইসরায়েলী সন্ত্রাসীরা হাসপাতালটিতে হামলা চালাচ্ছে, হাসপাতালকে ঘিরে বোমাবর্ষণ অব্যাহত রেখেছে দখলদার বাহিনী।

• আল-শিফা হাসপাতালে তিনজন নার্সকে হত্যা করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল।

• হাসপাতালে বিদ্যুৎ না থাকায় কার্যক্ষমতার অভাবে অনেক রোগী ও সদ্যজাত শিশু মারা যাচ্ছে। বিদ্যুতের অভাবে আইসিইউ এ থাকা রোগীরা মারা যাচ্ছে এবং ইউকিউবেটরে থাকা সকল প্রি-ম্যাচিউর শিশু মারা গেছে।

• আল-শিফা হাসপাতালে মেডিকেল কাজে ব্যবহারের জন্য ইসরায়েল ৩০০ লিটার জ্বালানি দিতে চেয়েছিল এবং হামাস তা নিতে অস্বীকার করেছে বলে দাবি করেছে ইসরায়েল। দখলদার সন্ত্রাসীদের এমন প্রোপাগান্ডা অস্বীকার করেছে হামাস।

• ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক প্রধান জোসেপ বোরেল বলেছে, গাজার হাসপাতালের রোগীদের বের করে আনার জন্য ‘যুদ্ধে সাময়িক বিরতি’ দেওয়া দরকার। রোগীদের জরুরি চিকিৎসা প্রয়োজন।

• সন্ত্রাসী ইসরায়েলের স্নাইপাররা আল-শিফা হাসপাতালের কাছে যে কাউকে দেখলেই গুলি করছে। এই কারণে হাসপাতালের ভেতরে হাজার হাজার মানুষ আটকা পড়েছেন। সেখানে কোনো বিদ্যুৎ নেই, পানি কিংবা খাবার নেই।

• বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, আল-শিফা হাসপাতালের স্বাস্থ্য কর্মীদের সাথে তারা যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান বলেছে যে, আল-শিফা হাসপাতাল এখন আর হাসপাতাল হিসেবে কাজ করছে না।

• রেড ক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটি বলেছে, গাজা থেকে সাধারণ মানুষকে যে অবস্থায় বের করে আনা হচ্ছে তা অনিরাপদ ও অনিশ্চিত।

• অন্তত তিন ডজন ব্রাজিলিয়ান গাজার ভেতরে কয়েক সপ্তাহ ধরে আটকা পড়েছিল। এ নিয়ে ব্রাজিল ও ইসরায়েলের মধ্যে কূটনীতিক সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি হচ্ছিল। ঐ ব্রাজিলিয়ানরা এখন সীমান্ত অতিক্রম করে মিশরে প্রবেশ করেছে।

• নিউজিল্যান্ডের ১১ নাগরিক গাজা থেকে রাফাহ ক্রসিং দিয়ে মিশরে পৌঁছেছে।

• ফ্রান্স জুড়ে ১ লাখ ৮০ হাজারের বেশি লোক ইহুদিবাদের বিরোধিতার প্রতিবাদে ইহুদিদের পক্ষ নিয়ে রাস্তায় বিক্ষোভ করেছে।

• যুক্তরাষ্ট্রের প্র্রেসিডেন্ট বাইডেন ‘গাজা সংকট’ নিয়ে আলোচনা করতে কাতারের আমিরকে ফোন দিয়েছে।

• গাজায় সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত ১১,১০০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। অবশ্য গত শুক্রবার থেকে প্রধান হাসপাতালগুলোর সাথে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে হতাহতদের আপডেট জানানো বন্ধ রেখেছে আল-জাজিরা। গত ১০ই নভেম্বর পর্যন্ত পাওয়া তথ্যানুযায়ী গাজায় নিহতের প্রকৃত সংখ্যা ছিল ১১,০৭৮ জন।

বাংলাদেশ ভূখণ্ডে বিএসএফের গুলি, কিশোর নিহত

সীমান্তে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে গরুর জন্য ঘাস কাটার সময় বিএসএফের গুলিতে এক বাংলাদেশি কিশোর নিহত হয়েছে। নিহত কিশোরের নাম সামিরুল হক। সে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার বাসিন্দা।

গত ৯ নভেম্বর বেলা ১২টার দিকে রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার দিয়াড় মানিকচক সীমান্তে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, সীমান্তের জিরো লাইন থেকে অন্তত ১৫০ গজ বাংলাদেশের ভেতরে ঘাস কাটছিল সামিরুল হক। এ সময় বিএসএফের একটি টহল দল তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। গুলিটি সমিরুলের ডান কাঁধের নিচ দিয়ে ঢুকে বাম কাঁধ ছেদ করে বেরিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। এ সময় তার সাথে ঘাস কাটতে যাওয়া অন্যরা দৌড়ে পালিয়ে আসে।

বিএসএফের এমন উস্কানিমূলক গুলির ঘটনায় স্থানীয় চেয়ারম্যান মাইকিং করে বাংলাদেশিদেরকে সীমান্তের কাছাকাছি না যেতে সতর্ক করেছেন। এতে সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পরে।

ঘটনার পর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবির ৫৩ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাহিদ হোসেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তবে ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিজিবি বিএসফের সাথে পতাকা বৈঠক আহ্বান করেই ক্ষান্ত রয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। গোদাগাড়ীতে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নিহত
- https://tinyurl.com/mur9xa8k
২। গোদাগাড়ী সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে কিশোর নিহত
- https://tinyurl.com/4b4nhpx5

১২ই নভেম্বর, ২০২৩

ভিডিও || স্বনির্ভর আফগানিস্তানের পথে যাত্রা: কুশতেপা খাল প্রকল্প

https://alfirdaws.org/2023/11/12/65174/

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট - ১১ নভেম্বর, ২০২৩

• সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েলের ট্যাংকগুলো গাজার আল-শিফা হাসপাতালকে ঘিরে রেখেছে। আতঙ্কে রয়েছেন আল-শিফা হাসপাতালে অবস্থান নেওয়া শরণার্থী ও রোগীরা। তারা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে সাহায্য চেয়েছেন। হাসপাতালের পরিচালক মুহাম্মাদ আবু সালমিয়া বলেছেন, যে কেউ হাসপাতালের প্রাঙ্গণে নড়াচড়া করে, তাকেই হামলা চালায় সন্ত্রাসী ইসরায়েলী স্নাইপাররা।

• গাজার অন্যান্য হাসপাতালগুলোতেও সন্ত্রাসী ইসরায়েল হামলা চালাচ্ছে। ফিলিস্তিনী রেড ক্রিসেন্টের প্রধান বলেছেন, ইসরায়েল জেনেশুনে হাসপাতালগুলোকে টার্গেট করছে।

• মাহদি প্রসূতি হাসপাতালে হামলা চালিয়ে দুইজন ডাক্তারকে হত্যা করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল।

• আল-কুদস হাসপাতালকেও ঘিরে রেখেছে দখলদার সন্ত্রাসী ইসরায়েল।

• কথিত আরব-ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে কাপুরুষ আরব দেশগুলোর শাসকরা আবারও নামমাত্র বিবৃতি দিয়েছে। কার্যকর কোনো পদক্ষেপ তারা নেয়নি। তারা গাজায় যুদ্ধ শেষ করার আহ্বান জানিয়েছে। কিন্তু কার কাছে জানিয়েছে? কে যুদ্ধ বন্ধ করবে?

• অতি দ্রুত যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে নিউ ইয়র্ক, লন্ডন, প্যারিস, বাগদাদ, করাচি, বার্লিন এবং ইডেনবার্গে বিশাল মিছিল হয়েছে।

• সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় গাজায় এখন পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ১১০৭৮ জন, যার মধ্যে শিশু ৪৫০৬ । দখলীকৃত পশ্চিম তীরে নিহতের সংখ্যা ১৮৩ জন। [১০ই নভেম্বর পর্যন্ত]

১১ই নভেম্বর, ২০২৩

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট — ১০ নভেম্বর, ২০২৩

• সন্ত্রাসবাদী দখলদার ইসরায়েলী বাহিনী আল-শিফা হাসপাতালের সম্মুখ গেইটে হামলা চালায়। আল-শিফা হাসপাতাল ছিল গাজার সবচেয়ে বড় স্বাস্থ্য কেন্দ্র। এটিতেও গতকাল হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসীরা।

• ফিলিস্তিনী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরায়েলের স্নাইপার সন্ত্রাসীরা হাসপাতালে গুলিবর্ষণও করেছে। সেখানে আশ্রয় নেওয়া উদ্বাস্তু জনগণ এবং রোগীদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল।

• আল-শিফা হাসপাতালের পরিচালক মুহাম্মাদ আবু সালমিয়া বলেন, হাসপাতালের মেডিকেল স্টাফরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রোগীদের পাশে থাকবেন।

• উত্তর গাজার ইন্দোনেশিয়ান হাসপাতালেও যুদ্ধবিমান থেকে ভয়ানক হামলা চালিয়েছে দখলদার সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েল।

• ফিলিস্তিনী রেড ক্রিসেন্টের প্রধান বলেছেন, সাধারণ মানুষকে গাজা থেকে বের হতে বাধ্য করতে ইসরায়েল জেনেশুনে হাসপাতালগুলোকে টার্গেট করছে।

• গাজার ৩৬টি হাসপাতালের অর্ধেক এবং প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের তিনভাগের দুই ভাগই অকেজো হয়ে পড়েছে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান।

• অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে জায়োনিস্ট ইসরায়েলপন্থী এবং ফিলিস্তিনপন্থী সমর্থকদের মধ্যে মারামারি হয়েছে। এক ফিলিস্তিনীর রেস্টুরেন্টে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটনার পর এই সংঘাতের সূত্রপাত হয়।

https://file.fm/thumb_show.php?i=kdw26qyx33

• সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েল পশ্চিম তীর এবং পূর্ব জেরুজালেম থেকে ৭ই অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত অন্তত ১৭৪০ ফিলিস্তিনীকে গ্রেফতার করেছে।

• সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় গাজায় এখন পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ১১০৭৮ জন, যার মধ্যে শিশু ৪৫০৬ । দখলীকৃত পশ্চিম তীরে নিহতের সংখ্যা ১৮৩ জন।

২৪ ঘণ্টায় আরও ২৪৩ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করলো ইসরায়েল

গাজায় ইসরায়েলি বাহিনী কর্তৃক মুসলিম গণহত্যার ৩৫ দিন অতিক্রম করেছে। এখনো থেমে নেই তাদের নির্বিচারে বোমা হামলা। ২৪ ঘণ্টায় (১০ নভেম্বর সকাল পর্যন্ত) আরও ২৪৩ জন নিরীহ ফিলিস্তিনি গণহত্যার শিকার হয়েছেন। এর ফলে মোট নিহত ফিলিস্তিনিদের সংখ্যা ১০,৮১২ জনে দাঁড়িয়েছে। আল-জাজিরা প্রতিবেদন বলছে, নিহতদের মধ্যে ৬৮ শতাংশই শিশু ও নারী।

গত ২৪ ঘণ্টায় গাজার কয়েকটি হাসপাতাল লক্ষ্য করে তাণ্ডব চালিয়েছে ইসরায়েলি বিমানগুলো। এর মধ্যে উত্তর গাজার আল-শিফা হাসপাতাল এলাকার আশেপাশের রাস্তায় বেসামরিক মানুষকে টার্গেট করে মুহুর্মুহু বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। এতে অসংখ্য মানুষ হতাহত হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, মুসলিম শিশু ও নারীদের ছিন্ন-ভিন্ন লাশ রাস্তায় চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

https://twitter.com/Timesofgaza/status/1722647547192254555

এর আগে আবু সালমিয়া হাসপাতাল, পেশেন্টস ফ্রেন্ডস হাসপাতাল ও আল-আওদা হাসপাতালের আশেপাশে টার্গেট করে হামলা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী। ফলে হাসপাতাল ও আশপাশে আশ্রয় নেয়া ফিলিস্তিনিরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।

https://twitter.com/AJA_Palestine/status/1722779347256222017

এছাড়াও ১০ নভেম্বর ফজরের সময় আল-শিফা হাসপাতাল ও ইন্দোনেশিয়ান হাসপাতালের আশেপাশে ব্যাপক বোমা হামলা শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী। আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, সেখানে পাঁচ সেকেন্ডের কম সময়ের মধ্যে ১৬ টির বেশি নিক্ষেপ করেছে ইসরায়েল। এতে বেসামরিক স্থাপনার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার পাশাপাশি ৬ জন ফিলিস্তিনি নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, হামলা অব্যাহত রয়েছে।

এদিকে, গতকাল স্থল অভিযানে গাজার উত্তরাঞ্চল দখলে নেয়ার দাবি করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। এ সময় ইসরায়েলি বাহিনী এলাকার বাসিন্দাদের ৪ ঘণ্টার মধ্যে এলাকা ত্যাগের ঘোষণা দিলে অন্তত ৫০ হাজার মানুষ নিজ এলাকা ত্যাগ করে।

অন্যদিকে পশ্চিম তীরেও থেমে নেই দখলদার বাহিনীর আগ্রাসন। এলাকাটিতে গত ২৪ ঘণ্টায় ১৮ ফিলিস্তিনিকে খুন করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। এ নিয়ে অধিকৃত পশ্চিম তীরে নিহতের সংখ্যা ১৭৫ এ দাঁড়ালো।

তথ্যসূত্র:
----

1. UN: 243 more Palestinians killed in Gaza in 24-hour period
- https://tinyurl.com/yeyrhwty
2. Hostilities in the Gaza Strip and Israel | Flash Update- 34
- https://tinyurl.com/yymapwak

56

ইসরায়েলের হয়ে যুদ্ধে গেছে দুই শতাধিক মিজো ইহুদি

বাংলাদেশ সংলগ্ন উত্তর-পূর্ব ভারতের খ্রিস্টান অধ্যুষিত মিজোরামের অধিবাসীদের একটি অংশকে ইসরায়েলি রাবাইরা বনী ইসরায়েলের হারিয়ে যাওয়া গোত্র বনী মনেসা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। গুঞ্জন আছে যে, খ্রিস্টান মিজো জনগোষ্ঠী ধীরে ধীরে ইহুদি ধর্মে ধর্মান্তরিত হচ্ছে। আর সেই মিজো ইহুদিদের মধ্যে থেকে অন্তত দুই শতাধিক ইহুদি ইসরায়েলের হয়ে ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়েছে।

জানা যায়, ৭ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া ফিলিস্তিন-ইসরায়েল যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইসরায়েলে অভিবাসন (তাদের ভাষায় আলিয়া) করেছে ইহুদি এই ইহুদিরা। মূলত এই যুদ্ধের প্রেক্ষিতেই তাদেরকে ডেকে নেওয়া হয়েছে; কেউ সেখানে গিয়েছেন সরাসরি যুদ্ধ শরীক হতে, আবার কাউকে ডাকা হয়েছে রিজার্ভ সৈনিক হিসেবে।

এই সদ্য অভিবাসী মিজো ইহুদিদের মধ্যে প্রায় ৭৫ জনকে সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে নামানো হয়েছে, আর বাকি ১৭৫ জনকে ইসরায়েলি রিজার্ভ ফোর্স হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। জেরুজালেম ভিত্তিক একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান শাভেই ইসরায়েল গত ৬ নভেম্বর সোমবার এই তথ্য জানিয়েছে। এই শাভেই ইসরায়েল নামের সংস্থাটি সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে থাকা ইসরায়েলি অভিবাসী এবং ইসরায়েল রাষ্ট্রের মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালী করার কাজ করে। তদের মাধ্যমেই মূলত এযাবৎ অন্তত ৫ হাজার মিজো ইহুদি ইসরায়েলে অভিবাসন করছে। আর তাদের প্রচেষ্টার ফলেই এই মিজো ইহুদিদেরকে বনী ইসরায়েলের হারিয়ে যাওয়া গোত্র বনী মনেসার বংশধর হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ইসরায়েলের প্রধান রাবাই।

তাছাড়া ইসরায়েলে অভিবাসিত নাতানেল তৌথেং নামের ২৬ বছর বয়সি এক মিজো ইহুদি ইতিমধ্যে ইসরায়েলের হয়ে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে আহত হয়েছে।

আর পূর্ব-ভারতীয় ইহুদিরা ছাড়াও অনেক ভারতীয় হিন্দুই ইসরায়েলের হয়ে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত রয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছে ভারতের অনেক হিন্দুত্ববাদী নেতা এবং উগ্রবাদী হিন্দু যুবকেরা। কেননা ইসলামের প্রতি আজন্ম বিদ্বেষের ক্ষেত্রে এই হিন্দু ও ইহুদিদের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। আবার ভারত ও ইসরায়েল এই দুই দেশের মধ্যকার রাজনৈতিক ও সামরিক সম্পর্কও এতটাই উন্নত হয়েছে যে, ভারত ইতিমধ্যে ইসরায়েলি অস্ত্রের প্রধান ক্রেতা হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র:
----

1. Over 200 Indians Join Israeli Army to Fight Against Palestinians
- https://tinyurl.com/nywypf3p
2. Why people from India are armed and ready in Israel to fight Hamas
- https://tinyurl.com/2p8wvxd8

১০ই নভেম্বর, ২০২৩

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ৯ নভেম্বর, ২০২৩

• গাজা শহরের আল-শিফা হাসপাতাল কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েল হামলা চালিয়েছে বলে জানিয়েছেন ফিলিস্তিনী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র।

• আল-শিফা হাসপাতালের পরিচালক বলেন, “এটা হাসপাতালগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ, সকল ফিলিস্তিনি নাগরিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।”

• উত্তর গাজার ইন্দোনেশিয়ান হাসপাতালের আশপাশে ১১টি মিসাইল হামলা চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে হাসপাতালের পরিচালক।

• হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, দখলদার ইসরায়েল দৈনিক চার ঘণ্টা যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হয়েছে, যেন সাধারণ মানুষ গাজার উত্তরাঞ্চল থেকে দুটি ‘মানবিক করিডোর’ দিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে যেতে পারে।

• ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি জানিয়েছে, এক আহত ব্যক্তিকে তারা অ্যাম্বুলেন্সে করে দখলীকৃত পশ্চিম তীরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। এসময় তাদের অ্যাম্বুলেন্সে হামলা চালিয়েছে দখলদার সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েল।

https://files.fm/thumb_show.php?i=7f4vzppdd3

• দখলদার সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েল গাজায় তাদের আরও এক সন্ত্রাসী সেনা নিহত হওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েলের মতে, স্থল হামলা শুরু করার পর থেকে এখন পর্যন্ত তাদের অন্তত ৩৫ সেনা নিহত হয়েছে। যদিও প্রকৃতপক্ষে তাদের হতাহত সেনার সংখ্যা আরও অনেক বেশি বলে জানিয়েছেন আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুখপাত্র।

• গাজায় সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ১০,৫৬৯ জন, যার মধ্যে শিশুর সংখ্যা ৪,৩২৪।

রাজস্থানে বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে মুসলিমদের উপর হামলা ও কটূক্তি

রাজস্থানের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে গত ২৫ অক্টোবর হতে রাজনৈতিক দল এবং তাদের প্রার্থীদের প্রচারণা শুরু হয়েছে। প্রচারণা শুরুর পর থেকেই মুসলিদের উপর নিপীড়ন ও হামলার ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া ভারতীয় জনতা পার্টির নেতারা চলমান ফিলিস্তিন-ইসরায়েল দ্বন্দ্বকে তাদের রাজ্যে নির্বাচনী মাঠে নিয়ে এসেছে। এটিকে মুসলিমদের কটূক্তি ও উপহাস করতে ব্যবহার করছে।

তাদের সমগ্র নির্বাচনী প্রচারণা, সাম্প্রদায়িক অপবাদ এবং উস্কানিতে ভরপুর। মুসলিমদের উপর হামলা ও বিদ্বেষ ছড়ানোর মাধ্যমে রাজস্থানের রাজনৈতিক দৃশ্যপটকে বদলে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদীরা। বিজেপি সমাজে মুসলিম বিরোধী মেরুকরণ করে নিজেদের হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে চাইছে।

এরই মাঝে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ১ নভেম্বর তিজারায় বিজেপি প্রার্থী এবং এমপি বাবা বালাক নাথের সমর্থনে আয়োজিত এক সমাবেশে ইসরায়েলের প্রশংসা করেছে এবং বলেছে যে এর পদক্ষেপ ফিলিস্তিনের "তালেবানী মানসিকতা"কে দমন করেছে। সে জোর দিয়ে বলেছে যে বজরং বালি কি গদা (ভগবান হনুমানের গদা) তালেবানী মানসিকতার একমাত্র প্রতিষেধক যা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি থেকে পিষে ফেলেছে।

সে আরো বলেছে, 'আপনি কি দেখেছেন কিভাবে ইসরায়েল গাজায় তালেবানের মানসিকতাকে চূর্ণ করছে? তারা তাদের লক্ষ্যবস্তুকে সঠিকভাবে আঘাত করছে।'

উল্লেখ্য ফিলিস্তিনি মুজাহিদরা অপারেশন আল-আকসা ফ্লাড চালানোর পর থেকেই ইহুদিরা নির্বিচারে গাযায় ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে, যাতে এরই মধ্যে ১০ হাজারের বেশি মুসলিম নিহত হয়েছে। আর হিন্দুত্ববাদী জনগণ ইহুদিদের সমর্থন করে যাচ্ছে।

তথ্যসূত্র:
----

1. Rajasthan Assembly Poll: Muslim bashing increases to an alarming level; BJP leaders praise Israel, taunt Muslims (India Tomorrow)
- https://tinyurl.com/5a7tr5pc

০৯ই নভেম্বর, ২০২৩

গাজায় ইসরায়েলের শিশুহত্যার তাণ্ডব অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে

গাজায় মাত্র তিন সপ্তাহে ইসরায়েলি বোমায় যত শিশু নিহত হয়েছে তা বিশ্বের বাকি সব যুদ্ধক্ষেত্রে শিশুহত্যার চেয়েও বেশি। শিশুদের নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেনের বরাতে আল-জাজিরা এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

সংস্থাটির তথ্যমতে, গাজায় ইসরায়েলিদের হাতে নিহত শিশুদের সংখ্যা ২০১৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত যুদ্ধ সংক্রান্ত দেশগুলোর বার্ষিক শিশুহত্যার সংখ্যাকে ছাড়িয়েছে। ফিলিস্তিনি শিশুদের এই বিপর্যয়কর অধ্যায়কে আরও কঠিন করেছে গাজায় ইসরায়েলের স্থলাভিযান, যেখানে এখন মিসাইল আর ট্যাংকের গোলায় প্রতিনিয়ত বাড়ছে সাদা কাফনে জড়ানো রক্তাক্ত ছোট্ট শিশুর লাশের সংখ্যা।

আল-জাজিরার এক প্রতিবেদন বলছে, যুদ্ধ এক মাস পার হলেও গাজায় শিশুহত্যার প্রকৃত চিত্র এখনো উন্মোচিত হয়নি, পরিস্থিতি ধারণা থেকেও খারাপ। গাজায় শিশু হত্যার সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত শিশুদের পরিসংখ্যানের এক তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেছে সংবাদমাধ্যমটি। এতে শুরুতেই উঠে এসেছে গাজায় শিশুহত্যার ভয়াবহতা। জাতিসংঘের বরাতে বলা হচ্ছে, গাজায় চলমান ইসরায়েলি আগ্রাসনে এখন পর্যন্ত ৪ হাজার ১০৪ শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। এটা কেবল এক মাসের তথ্য, অর্থাৎ সহজেই বোঝা যাচ্ছে গাজায় দিনে কমপক্ষে ১০০ শিশুকে হত্যা করা হচ্ছে।

https://file.fm/thumb_show.php?i=238w2dzq4g

৩৬৫ বর্গ কিলোমিটারের গাজায় ২৩ লাখ মানুষের বসবাস, প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৬ হাজার ৩০০ মানুষ। জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফের হিসাবে গাজায় মোট জনসংখ্যার ৪৭ শতাংশ শিশু। আল-জাজিরার ইনফোগ্রাফিতে দেখা যাচ্ছে, বিশ্বের সাম্প্রতিক যুদ্ধ সংক্রান্ত অঞ্চলগুলোর মধ্যে গাজাতেই সবচেয়ে বেশি শিশু হত্যার শিকার হয়েছে।

গাজা যুদ্ধের আগে বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত যুদ্ধক্ষেত্র ছিল ইউক্রেন। পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমগুলো ইউক্রেন সরকারের বরাতে জানিয়ে আসছিল রাশিয়ার আক্রমণে সেখানে বিপুলসংখ্যক বেসামরিক মানুষ নিহত হচ্ছে, যাদের অনেকেই শিশু। ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে রাশিয়া আক্রমণ করে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট কার্যালয় পরিচালিত চিলড্রেন অফ ওয়ার ওয়েবসাইটের তথ্যমতে, দেশটিতে এখন পর্যন্ত যুদ্ধে নিহত শিশুর সংখ্যা
৫১০। সেই যুদ্ধের আজ (০৭ নভেম্বর) ৬২৩তম দিন, এই হিসেবে ইউক্রেন যুদ্ধে শিশু নিহতের সংখ্যা দিনে একজনেরও কম। তবে আল-জাজিরা বলছে, রুশ দখলকৃত এলাকাগুলোয় শিশু মৃত্যুর সংখ্যা এখনো অজানা, সেখানে শিশু নিহতের প্রকৃত সংখ্যা হাতে এলে হয়তো ইউক্রেনে শিশুহত্যার আরও বাস্তব চিত্র পাওয়া যেত। তবুও ধারণা করা যায় সেটা গাজার শিশুহত্যার তুলনায় কম।

এরপর আল-জাজিরা তুলে ধরেছে ইরাক, সিরিয়া, ইয়েমেন ও আফগানিস্তানে শিশুহত্যার পরিসংখ্যান। সংবাদমাধ্যমটি বলছে, ২০০৩ সালে ইরাকে আগ্রাসন শুরু করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ। ২০০৮ সালে সেখানকার শিশু অধিকার পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ শুরু করে ইউনিসেফ। প্রতিষ্ঠানটির দেয়া তথ্যমতে, তখন থেকে ২০২২ পর্যন্ত ১৪ বছরের ইরাক যুদ্ধে শিশু নিহতের সংখ্যা ৩ হাজার ১১৯ জন। যদিও প্রকৃত সংখ্যা আরো অনেক বেশি।

এরপর আসা হয়েছে সিরিয়া যুদ্ধে শিশুদের দুর্দশার চিত্রে। জাতিসংঘের হিসাবে ২০১১ সাল থেকে শুরু করে এই বছরের মার্চ পর্যন্ত সিরিয়া যুদ্ধে নিহত শিশুর সংখ্যা ১২ হাজার, অর্থাৎ দিনে তিন শিশু।

মধ্যপ্রাচ্যের আরেক যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ ইয়েমেন ২০১৫ সাল থেকে ভয়াবহ যুদ্ধে বিপর্যস্ত। ইউনিসেফের হিসাবে তখন থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৭ বছর ৬ মাসের যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে ৩ হাজার ৭৭৪ শিশু। অর্থাৎ প্রতি চার দিনে প্রাণ গেছে তিন শিশুর।

এরপর আফগানিস্তানের দীর্ঘ সময় ধরে চলাকালীন যুদ্ধের মধ্যে কেবল ২০০৯ থেকে ২০২০ পর্যন্ত সময়ে এই যুদ্ধে ৮ হাজার ৯৯ জন শিশুর প্রাণহানির তথ্য

দেখানো হয়েছে। তবে অন্যান্য কিছু নিরপেক্ষ সংবাদমাধ্যমের জরিপে দেখা গেছে যে, সেখানে নিহত শিশুর সংখ্যা দৈনিক গড়ে ৫ জন।

সার্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, দীর্ঘকালীন এসব যুদ্ধে শিশুহত্যার তুলনায় বর্তমান সময়ে মাত্র এক মাসে গাজায় শিশুহত্যা যেন সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। গাজা যেন হয়ে উঠেছে শিশুদের মৃত্যুপুরী। এক মাস ধরে খাবার, পানি ও সব রকমের মানবিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী বন্ধ করে দিয়ে বোমা হামলা ও গণহত্যা চালানোর এমন ঘটনা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল।

তথ্যসূত্র:
----

1. Is Israel’s Gaza war the deadliest conflict for children in modern times?
- https://tinyurl.com/3p7e7ee7

সেনা কনভয়ে টিটিপির এম্বুশ, অফিসার সহ ৩ সেনা নিহত

পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তান সহ গোটা কাবায়েলি অঞ্চলে পশ্চিমা মদদপুষ্ট সেনাবাহিনীর সাথে দেশটির সবচেয়ে জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের যুদ্ধ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রায় প্রতিদিনই সেখানে টিটিপির মুজাহিদদের হাতে হতাহতের শিকার হচ্ছে বিদেশি মদদপুষ্ট পাকিস্তানি সেনারা।

সেই ধারাবাহিকতায় গত ২২ রবিউস সানি মোতাবেক ৫ নভেম্বর উত্তর ওয়াজিরিস্তানের স্পিনওয়াম জেলায় টিটিপি মুজাহিদিনের আক্রমণের শিকার হয় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি কনভয়। সামরিক কনভয়টি জেলার শশি খেল এলাকা অতিক্রমকালে টিটিপি মুজাহিদিন কর্তৃক এম্বুশের শিকার হয়। প্রতিরোধ যোদ্ধাদের অতর্কিত অভিযানে সেখানে দুই জন সেনা অফিসার নিহত হয়, আহত হয় অপর ৩ সেনা।

অভিযানে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদগণ ফিরে আসার পথে জেলার শামিরি এলাকায় বিদেশি মদদপুষ্ট সেনাদের অপর একটি দলের সাথে তাঁদের সংঘর্ষ হয়। সেখানেও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একজন অফিসার নিহত হয় এবং অপর দুই সেনা আহত হয়।

তেহরিক-ই-তালিবানের মুখপাত্র মুহাম্মাদ খোরাসানি (হাফি.) তাঁদের অফিসিয়াল সাইট উমার মিডিয়ায় উক্ত অভিযানগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করেন।

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || নভেম্বর ১ম সপ্তাহ, ২০২৩ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2023/11/09/65140/

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট - ৮ নভেম্বর, ২০২৩

• গাজায় সাধারণ মানুষের বাড়িঘরে, হাসপাতালে, শরণার্থী শিবিরে সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েলের বোমা হামলা চলছে। শিশুদের হত্যাকারী এই কাপুরুষদের দাবি, তারা নাকি গাজা শহরে হামাসের বিরুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছে!

• উত্তর ইরাকে ইসরায়েলের ত্রাণকর্তা সন্ত্রাসী আমেরিকান বাহিনীর আল-হারির বিমানঘাঁটিতে একটি ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে।

• আল-কাসসাম ব্রিগেড জানিয়েছে, সন্ত্রাসী ইসরায়েল স্থল হামলা শুরু করার পর থেকে এখন পর্যন্ত সন্ত্রাসী ইসরায়েলের ৩৩ অফিসারকে হত্যা করেছেন আল-কাসসাম যোদ্ধারা। আর ধ্বংস করা হয়েছে শত্রুদের ১৩৬টি বাহন।

• সিরিয়ান অবজার্ভেটরি ফর হিউম্যান রাইটসের বরাত দিয়ে এএফপি জানিয়েছে, সিরিয়ায় সন্ত্রাসী ইসরায়েলের বিমান হামলায় ৯ জন ইরানপন্থী যোদ্ধা নিহত হয়েছে।

• বৃহস্পতিবারে সিআইএ পরিচালক উইলিয়াম বিল বার্নসের কাতার ভ্রমণের কথা রয়েছে। সেখানে সে গাজায় আটক হওয়া বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে চুক্তি নিয়ে আলোচনা করবে।

• হামাসের আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুখপাত্র আবু উবাইদাহ বলেছেন, ইসরায়েল তাদের বন্দীদের মুক্ত করার যে কথা বলছে, সেটার একমাত্র উপায় হলো সম্পূর্ণ বা ধীরে ধীরে বন্দী বিনিময় করা। এটা ছাড়া আর কোনো পথ নাই তাদের বন্দীদের মুক্ত করার।

• যুক্তরাষ্ট্রের নেয়ার ইস্টার্ন বিষয়ক সেক্রেটারি অব স্টেট বলেছে যে, যুদ্ধ শেষে গাজায় শাসন করতে পারে পশ্চিমাপন্থী মাহমুদ আব্বাসের ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষ।

https://files.fm/thumb_show.php?i=pjdaz6mt8x

• ন্যাটো সেক্রেটারি জেনারেল জেনস স্টলটেনবার্গ বলেছে, ন্যাটোর মিত্ররা যুদ্ধে ‘মানবিক বিরতি’-এর প্রস্তাবকে সমর্থন করে!

• সন্ত্রাসী ইসরায়েলের বর্বর বোমা হামলায় এখন পর্যন্ত গাজায় নিহত ফিলিস্তিনীর সংখ্যা ১০৫৬৯ জন, যার মধ্যে শিশু ৪৩২৪, নারী ২৮২৩ জন। পশ্চিম তীরে নিহত ১৬৪ জন।

০৮ই ডিসেম্বর, ২০২৩

ফিলিস্তিদের বরখাস্ত করে ভারত থেকে শ্রমিক নেবে ইসরায়েল

ইসরায়েলের আবাসন খাতে ফিলিস্তিনিদের বাদ দিয়ে এখন ভারতীয়দের কাজ দেয়া হবে। এজন্য ভারতের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ।

দু'পক্ষের আলোচনার ভিত্তিতে প্রায় ১ লাখ ভারতীয়কে কাজে নিতে চায় ইসরায়েল।

গত ৭ অক্টোবর ফিলস্তিন-ইসরায়েলে যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই দেশটিতে কাজ করা প্রায় ৯০ হাজার ফিলিস্তিনির ওয়ার্ক পারমিট বাতিল করে ইসরায়েল। তাদের পরিবর্তে ১ লাখ ভারতীয়দের কাজে নিতে সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছে ইসরায়েলি আবাসন ব্যবসায়ীরা।

ভয়েস অব আমেরিকার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা যায়। মার্কিন এ গণমাধ্যমটি অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূমি পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি আবাসন ব্যবসায়ী ও ইসরায়েলের বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট হাইম ফেইগলিনের সাক্ষাৎকার নেয়। সাক্ষাৎকারে হেইম ফেইগলিন বলেছে, ‘বর্তমানে আমরা ভারতের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি। ইসরায়েল সরকার আমাদের এ বিষয়ে অনুমতি দেবে, আমরা সেই অপেক্ষায় রয়েছি। আমরা আশা করছি, এই খাতে ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ ভারতীয়কে কাজে লাগানো সম্ভব হবে এবং খুব শিগগিরই এই খাত আবারও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরবে।’

উল্লেখ্য যে, ইসরায়েলি দখলদারিত্ব ও অবরোধের ফলে দারিদ্র ফিলিস্তিনিদের অনেকেই বাধ্য হয়ে ইসরায়েলি আবাসন খাতের শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। কিন্তু ফিলিস্তিন-ইসরায়েল যুদ্ধ শুরুর পর ইসরায়েলি আবাসন খাতের কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

সাক্ষাৎকারে ফেইগলিন আরও জানায়, 'আমরা একটি যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। আর এ কারণে আমাদের আবাসন খাতের শতকরা ২৫ শতাংশ শ্রমিক, যারা ফিলিস্তিনি, তারা এখন আর কাজে আসতে পারছে না। কারণ তাদের ইসরায়েলে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না।'

তথ্যসূত্র:
------

1. Israeli Construction Sector Moves to Replace Palestinian Employees With Indian Workers
- https://tinyurl.com/msr6kzh3

পাকিস্তানের ডেরা ইসমাইল খানে টিটিপির অভিযান জোরদার

পাকিস্তানের কাবায়েলি অঞ্চলে জিহাদরত ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) যেসকল এলাকায় তাদের অভিযান সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত করেছে, ডেরা ইসমাইল খান বা ডিআই খান অঞ্চল তার মধ্যে অন্যতম। এখানে ইসলামি শরিয়া কায়েমের লক্ষ্যে আন্দোলনরত মুজাহিদদের বিরুদ্ধে তাই বিদেশি মদদপুষ্ট পাকিস্তান সামরিক বাহিনীও বেশ তৎপর।

গত ৩ নভেম্বর ডিআইখানের কালাচি জেলাস্থ টিটিপি মুজাহিদদের একটি অবস্থানে হামলা চালায় বিদেশি মদদপুষ্ট পাকিস্তানি বাহিনী। পাকিস্তান সামরিক বাহিনী সেখানে ড্রোন হামলা চালায়। ফলে সেখানে টিটিপির একজন কমান্ডার শাহাদাত বরণ করেছেন বলে জানিয়েছে টিটিপি সূত্র। সেখানে মুজাহিদগণ হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে সংক্ষিপ্ত প্রতিরোধ

যুদ্ধে লিপ্ত হন। ফলে অবশিষ্ট মুজাহিদ পাকিস্তানি বাহিনীর রেইড ভেঙে বের হন এবং নিরাপদ স্থানে সরে যেতে সক্ষম হন, আলহামদুলিল্লাহ্।

এর পরদিন অর্থাৎ ৪ ডিসেম্বরেই আবার ডিআইখানের ট্যাঙ্ক জেলাস্থ গুল ইমাম পুলিশ স্টেশনে একটি অভিযান পরিচালনা করেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপির মুজাহিদগণ। প্রতিরোধ যোদ্ধারা উক্ত পুলিশ স্টেশনে রকেট হামলা চালান এবং লেজার গান দ্বারা আক্রমণ করেন। ফলে ঘটনাস্থলেই এক পুলিশ সদস্য নিহত হয় এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়।

এর পরদিন ৫ নভেম্বর তারিখে টিটিপি মুজাহিদরা আবার কালাচি জেলায় একটি পুলিশ চেকপোস্টে অভিযান পরিচালনা করেন। কালাচি জেলার রুরি এলাকাস্থ ঐ পুলিশ চেকপোস্টটিতে লেজার গান দিয়ে আক্রমণ চালান মুজাহিদগণ। এতে একজন পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হয়। মুজাহিদগণ সেখানে নজরদারির কাজে ব্যবহৃত একটি সিকিউরিটি ক্যামেরাও ধ্বংস করে দেন।

৬ নভেম্বর বিকেলে আবার ডিআই খান প্রদেশেরই পারওয়া জেলায় একটি সামরিক যান লক্ষ্য করে মাইন বিস্ফোরণ ঘটান ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। মার্বান জেলার কেরি শামুজি এলাকায় সংঘটিত ঐ মাইন বিস্ফোরণে সামরিক যানটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এবং তাতে আরোহী সেনাসদস্যরা প্রায় সকলেই হতাহতের শিকার হয়। তবে হতাহতের সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান জানা যায় নি।

পৃথক সংক্ষিপ্ত বিবৃতির মাধ্যমে ডেরা ইসমাইল খান প্রদেশে সংঘটিত উপরোক্ত প্রতিটি ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মুখপাত্র মুহাম্মাদ খুরাসানি (হাফি.)।

“আফগানদের প্রতিক্রিয়া জানাতে বাধ্য করবেন না” : পাকিস্তানকে সতর্ক করলেন স্টানিকজাই

আফগান অভিবাসীদের সাথে ভালো আচরণ করতে এবং তাদেরকে দেশত্যাগে বাধ্য না করতে পাকিস্তানকে সতর্ক করেছেন ইমারতে ইসলামিয়ার পররাষ্ট্র বিষয়ক উপমন্ত্রী শের মুহাম্মাদ আব্বাস স্টানিকজাই। অন্যথায় পাকিস্তানের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখাতে বাধ্য হবেন আফগানরা। ‘আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক উন্নয়ন’ শীর্ষক আলোচনা সভায় এই মন্তব্য করেন তিনি।

স্টানিকজাই বলেন, আফগানদের প্রতিক্রিয়া জানানোর ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর এখন তো আফগানিস্তানের একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আছে।

পাকিস্তানের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আফগান অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর যে প্রক্রিয়া শুরু করেছে, তার সমালোচনাও করেছেন স্টানিকজাই। পাকিস্তানের এমন সিদ্ধান্তকে এরতরফা সিদ্ধান্ত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন তিনি। তিনি জানিয়েছেন, আফগান অভিবাসীরা পাকিস্তান ছেড়ে আসার সময় তাদের সম্পদ ও মালামাল লুটপাট করছে পাকিস্তানী সেনারা। তাই তিনি পাকিস্তানকে এই বিষয়ে সতর্ক করেছেন। এভাবে চলতে থাকলে আফগানিস্তান প্রতিক্রিয়া দেখাতে বাধ্য হবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

ইমারতে ইসলামিয়ার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, পাকিস্তান বছরের পর বছর ধরে তাদের দেশে আফগান শরণার্থীদের উপস্থিতির ভিত্তিতে অর্থ এবং উচ্চমাত্রার সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে। এখন পাকিস্তান জাতিসংঘ ও বিশ্ববাসীর আবেদনকেও উপেক্ষা করে আফগান শরণার্থীদেরকে জোরপূর্বক ফেরত পাঠাচ্ছে।

উল্লেখ্য, পাকিস্তান সরকার ১ নভেম্বরের আগে আফগান শরণার্থীদেরকে পাকিস্তান ছাড়তে অমানবিক ও অনৈসলামিক উপায়ে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল। ইমারতে ইসলামিয়ার কান্দাহার প্রদেশের শরণার্থী ও পুনর্বাসন বিষয়ক অধিদপ্তরের তথ্য মতে, গত ৫ দিনে পাকিস্তান থেকে ৪,৫৩৩টি পরিবারের ৩১,৫৪৭ জন মানুষ আফগানিস্তানে পৌঁছেছেন। প্রত্যাবর্তনকারী আফগান অভিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন ইমারতে ইসলামিয়া কর্তৃপক্ষ। প্রত্যাবর্তনকারীদের সহায়তা করতে একটি বিশেষ কমিশনও গঠন করেছেন ইমারতে ইসলামিয়ার সর্বোচ্চ নেতৃত্ব।

তথ্যসূত্র:
----

1. Stanikzai Warns Pakistan Not to 'Force Afghans to React'
- https://tinyurl.com/2t38ucd2

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট - ৭ নভেম্বর, ২০২৩

• ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ যোদ্ধারা বিভিন্ন জায়গায় দখলদার বাহিনীর সাথে তীব্র হামলায় লিপ্ত হয়েছেন।

• ফিলিস্তিনী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গাজার সুজাইয়া পাড়াতে দখলদার ইসরায়েল বিমান হামলা চালিয়ে গণহত্যা সংঘটিত করেছে।

• জীবন রক্ষাকারী মেডিকেল সরঞ্জামাদি বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় দুটি ট্রাকে হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসবাদী দখলদার ইসরায়েল। এতে ড্রাইভার আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি।

• তালেবান এক নেতা বলেছেন, আজকে যারা নিজেদেরকে মানবাধিকারের চ্যাম্পিয়ন ভাবে, তারা ফিলিস্তিনের নিরীহ মানুষদের উপর বোমা হামলা চালানো শুরু করেছে। তারা নিজেদের এমন হামলা নিয়ে আবার গর্ব করে বেড়ায়!

• যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউস বলেছিল, গাজার শাসনক্ষমতা থেকে হামাসকে ভবিষ্যতে বাদ দেওয়া হবে। হোয়াইট হাউসের এমন অপলাপকে প্রত্যাখ্যান করেছে হামাস।

• গাজায় অবস্থানকারী সাংবাদিকরা অবিরাম মৃত্যু ঝুঁকিতে আছেন বলে সতর্ক করেছে 'রিপোর্টারস উইদাউট বর্ডারস' নামে একটি সংগঠন।

https://file.fm/thumb_show.php?i=rag9dpw3ht

• এখন পর্যন্ত গাজায় নিহত ফিলিস্তিনীদের সংখ্যা অন্তত ১০ হাজার ৩২৮ জন। যার মধ্যে শহীদ শিশুর সংখ্যা ৪২৩৭, নারী ২৭১৯ জন। আর দখলীকৃত পশ্চিম তীরে নিহতের সংখ্যা ১৬৪ জন। যার মধ্যে শহীদ শিশুর সংখ্যা ৪৪।

০৭ই নভেম্বর, ২০২৩

মাদক নিয়ন্ত্রণে তালিবানের সফলতা স্বীকার করেছে জাতিসংঘ

আফগানিস্তানে আফিম চাষ ৯৫% পর্যন্ত কমে গেছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক দপ্তর। ২০২২ সালের এপ্রিলে ইমারতে ইসলামিয়া সরকার সকল প্রকার মাদক দ্রব্যের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর ‘নাটকীয়ভাবে’ আফিম চাষ কমে এসেছে বলে স্বীকার করেছে সংস্থাটি।

ইউএনওডিসি (UNODC) এর প্রতিবেদনে বলা হয়, আফগানিস্তানজুড়ে সব জায়গায় নাটকীয়ভাবে আফিম চাষের পতন হয়েছে। যেসব প্রদেশে বহু বছর যাবৎ অবৈধভাবে আফিম চাষ হয়েছে, সেখানে এখন পুরোপুরি নির্মূল করা হয়েছে আফিমের উৎপাদন। আগে যেখানে ২ লাখ ৩৩ হাজার হেক্টর জমিতে আফিম চাষ হতো, ২০২৩ সালে সেটি কমে হয়েছে ১০ হাজার ৮০০ হেক্টর। ২০২২ সালে যেখানে ৬২০০ টন আফিম সরবরাহ করা হতো, ২০২৩ সালে সেটি ৯৫% কমে হয়েছে ৩৩৩ টন।

ইমারতে ইসলামিয়ার মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ অবশ্য বলেছেন আফগানিস্তানে বর্তমানে আফিম উৎপাদন শূন্যের কোটায় নেমে এসেছে। তিনি বলেন, “আমাদের তথ্য হলো, আফিম উৎপাদন ১০০% কমেছে। গত বছরের হিসাব বিবেচনায় নিলে, আফিম তখন কিছু পার্শ্ববর্তী এলাকায় বা পাহাড়ে চাষ করা হতো। কিন্তু এখন সেগুলোও নির্মূল করা হয়েছে।”

আফিমের বিপরীতে এখন গম চাষ করছেন আফগানিস্তানের কৃষকরা। ফারাহ, হেলমান্দ, কান্দাহার এবং নানগারহার প্রদেশে নতুনভাবে আরও ১ লাখ ৬০ হাজার হেক্টর জমিতে শস্য উৎপাদন করা হচ্ছে বলেও জাতিসংঘের প্রতিবেদনে ওঠে এসেছে।

আফগানিস্তানের দরিদ্র কৃষকদের সহায়তা প্রয়োজন। আফগানিস্তানের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য আফগানিস্তানে এখন বিনিয়োগের উত্তম সুযোগ রয়েছে। ইমারতে ইসলামিয়া সরকারও বিনিয়োগের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন এবং সর্বোচ্চ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, তালিবান সরকার ১৯৯৬ সালে যখন প্রথমবার ক্ষমতায় এসে ইসামতে ইসলামিয়া গঠন করেছিলেন, তখনও আফিম উৎপাদনকে শূন্যের কোটায় নামিয়ে এনেছিলেন তাঁরা। ২০২১ সালের আগস্টে দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আরোহণের পরও ইমারতে ইসলামিয়া সকল প্রকার মাদকের মূলোৎপাটনে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আফিমের উৎপাদন ক্ষেত্র, কারখানা ইত্যাদি ধ্বংস করার পাশাপাশি মাদকাসক্তদের রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন ইমারতে ইসলামিয়া কর্তৃপক্ষ। ফলস্বরূপ আজ আবারও আফগানিস্তানে আফিম

উৎপাদন শূন্যের কোটায় নেমেছে। এমনকি এতদিন যারা আফগানিস্তানে আফিম উৎপাদনের পেছনে তালিবানকে দায়ী করতো, তারাই স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে যে আফগানিস্তানে ইমারতে ইসলামিয়ার হস্তক্ষেপে আফিম উৎপাদন ৯৫% কমেছে।

তথ্যসূত্র:

1. Afghanistan opium cultivation in 2023 declined 95 per cent following drug ban: new UNODC survey
- https://tinyurl.com/26kpzbs4
2. Opium Poppy Cultivation Declined by 95% in Afghanistan: UNODC
- https://tinyurl.com/ym9wneu2

ইহুদি সেনাদের লাশ থেকে অল্প সময়েই ছড়াচ্ছে অস্বাভাবিক দুর্গন্ধ

গাজায় নিহত ইসরায়েলি সেনাদের লাশ থেকে ছড়াচ্ছে অসহনীয় দুর্গন্ধ! এতে লাশ সংরক্ষণে বেশ বেগ পাচ্ছে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ। অল্প সময়ের মধ্যেই ইসরায়েলি সেনাদের লাশ থেকে এমন অসহনীয় দুর্গন্ধ নির্গত হওয়ার কারণে দায়িত্বে নিয়োজিত সেনারা বেশ অবাক হয়, ফলে তারা নিজেরাই ভিডিও ধারণ করে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়া ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, লাশ সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত এক ইসরায়েলি সেনা বলছে, 'আমাদের সৈন্যদের মৃতদেহ সংরক্ষণ করতে বেশ সমস্যা হচ্ছে, কারণ লাশগুলো খুব অপ্রীতিকর গন্ধ ছড়াচ্ছে। অথচ নিহত লাশগুলোর এখনও একদিন পার হয়নি!'

ভিডিও ধারণ করার সময় লাশগুলোর দুর্গন্ধে ওই সেনাকে নিজের নাক-মুখ আড়াল করতে দেখা যায়।

ইসরায়েলি সেনার বর্ণনায় স্পষ্ট যে, হিমাগারে রাখার পরেও নিহত ইসরায়েলি দখলদার সেনাদের লাশ থেকে স্বাভাবিকের চেয়ে কম সময়ের মধ্যেই অতিরিক্ত ও তীব্র দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

1. Israeli soldiers are died each day since 7 October
- https://tinyurl.com/45xesax6

‘ফিলিস্তিন ইস্যু গোটা উম্মাহর লড়াই’

সিরিয়ার ইদলিব শহরের একটি মসজিদে জুমার খুতবায় গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেছেন শায়েখ

মুসলিহ আলওয়ানি। তিনি একজন সৌদি নাগরিক। শামের জিহাদে শরীক হতে তিনি সৌদি থেকে হিজরত করেছেন। খুতবায় তিনি উল্লেখ করেন যে, ফিলিস্তিনের সমস্যা কেবল ফিলিস্তিনিদের নয়, এটি গোটা উম্মাহর সমস্যা, গোটা উম্মাহর লড়াই। তাই ফিলিস্তিনের সাহায্যে গোটা উম্মাহকে এগিয়ে আসা উচিৎ।

শায়েখের প্রদত্ত খুতবার বাংলা অনুবাদ আমরা আল-ফিরদাউসের সম্মানিত পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করছি -

“হে হামাস, তোমারা কেনো ইহুদিদের সাথে যুদ্ধ করতে গেলে? কেনো তাদেরকে গাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করলে? এ কারণেই তারা গাজা ধ্বংস করে ফেলছে। হে হামাস, তোমাদের কি উচিৎ ছিল না, তোমরা ইহুদিদের অনুগত হয়ে অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকতে (তাদের গোলামী স্বীকার করে থাকতে)? ফলে তারা সাধারণ মানুষকে বোমাবর্ষণ করতো না।

তোমাদের কি উচিৎ ছিল না যে, তোমরা ইহুদিদেরকে তোমাদের দেশ ও তোমাদের জমিনে শাসন করতে দিতে? তারা তোমাদের লাঞ্ছিত করতো! এতে তারা তোমাদের দেশ ও জাতি ওপর বোমা বর্ষণ করতো না!

কিছু মুসলিমের মনে এসব প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে! তারা ফিলিস্তিন সংঘাতের বাস্তবতা বুঝে না। তারা জানে না যে, ইহুদিরা চায় মুসলিমরা তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করুক। ফলে তারা তাদের শাসন করবে এবং অপমান করবে। যেমনটা তারা ফিলিস্তিনের অন্যান্য অঞ্চলে করেছে।

(প্রকৃত অর্থে) যদি মুজাহিদরা আমাদের দেশকে ইহুদিদের হাত থেকে প্রতিরক্ষা না করতো, তাহলে ইহুদিদের অত্যাচার আরও বৃদ্ধি পেত।

তারা (শাসকগোষ্ঠী) আপনাকে আশ্বস্ত করতে চায় যে, এই যুদ্ধ কেবল হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যকার যুদ্ধ। তারা আপনাকে আশ্বস্ত করতে চায়, তারা এক টুকরো জমি নিয়ে (ফিলিস্তিনে) যুদ্ধ করছে। আর সেই জমিতে তাদের সবারই হক রয়েছে!

এমনটা তারা আপনাকে আগেও বুঝিয়েছে যে, এটি সিরিয়া ও তাদের শাসকের মধ্যকার সমস্যা, এর সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই! এমনটা তারা আপনাকে আগেও বুঝিয়েছে যে, এটি ইরাকিদের সাম্প্রদায়িক সমস্যা। এটি জালিম কাফিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়। এমনটা তারা আপনাকে আগেও বুঝিয়েছে যে, এটি লিবিয়াবাসীর পারস্পরিক সমস্যা, এটি তিউনিসদের সমস্যা। তাদের মধ্যে হস্তক্ষেপ করবেন না।

তারা চায় এভাবেই মুসলিম উম্মাহ দেশে দেশে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক। আপনি শুধু দলিল দিয়ে নীরবে আন্দোলন করতে পারবেন না। [তারা চায়] আপনি নিজের দেশে থাকুন, তাদের (নির্যাতিতদের) সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই! তারা চায় না যে, আপনি বুঝে ফেলুন এই যুদ্ধ ঈমান ও অস্তিত্বের।

পশ্চিমারা এই যুদ্ধে জায়নবাদীদের (ইহুদিদের) কাতারে একত্র হয়েছে। আর সাধারণ মুসলিম জনগণ ফিলিস্তিনিদের কাতারে জড়ো হয়েছে। কুকুরগুলো গাজার উপর হামলে পড়েছে। এমনকি আমেরিকার কুকুর বাইডেন বললো যে, যদি সেখানে ইসরায়েল না থাকতো আমরা সেটিকে অস্তিত্বে আনতাম এবং সেখানে একটি নতুন ইসরায়েল গঠন করতাম। তারা তাদের জন্য ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বোঝাই যুদ্ধ জাহাজ পাঠিয়েছে। এছাড়াও ইসরায়েলের সাহায্যে ২০০০ সৈন্য পাঠানোর প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে।

একইভাবে পশ্চিমা দেশগুলির মধ্যে ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্স; সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং মিডিয়া প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে ইসরায়েলকে সমর্থন করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। তারা শিশু, নারী ও অসুস্থদেরকে হত্যা করতে সামান্য কুণ্ঠাবোধ করেনি। খ্রিস্টান মিশনারি হাসপাতাল আমাদের থেকে বেশি দূরে নয়। তেল আবিব সম্মেলনে তাদের কুকুরেরা (পশ্চিমা নেতারা) উপস্থিত থাকাকালীন সময়েও তারা শিশু ও নারীদের হত্যা করতে ভ্রুক্ষেপ করেনি।

(মূলত) ইউরোপীয় ইউনিয়ন সংঘাতের মূল কারণ সম্পর্কে অবগত। তাই তারা সম্মুখ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। এটি হলো তাদের সংগঠনের চিত্র। এটি হলো তাদের শাসকদের যুদ্ধের প্রস্তুতি।

আর আমাদের সংগঠনগুলো, আমাদের শাসকেরা, আমাদের নেতারা এবং আমাদের সেনাবাহিনী এই সম্মুখ যুদ্ধের জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছে? আমাদের শাসকদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী লোকটি সে, যে সাহস করে ইসরায়েলের নিন্দা করে বিবৃতি প্রদান করেছে। এটা কেমন সাহসিকতা হলো? এই সাহসী নেতা বিবৃতি প্রদান করলো এবং বললো, আমরা সমস্যা সমাধানকল্পে পরমার্শ সভা করার প্রস্তুতি নিচ্ছি!

তোমরা কোন পরমার্শ করার কথা বলছো? যেই পরমার্শ সভা বাশারকে (সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট) আরব লীগে ফিরিয়ে এনেছে? নাকি সেই পরমার্শ সভা, যা আমাদের বাসিন্দাদেরকে উত্তর সিরিয়াতে বন্দী করে রেখেছে, বিশেষ করে ইদলিবে।

তারা তো মুসলিমদেরকে গাজায় অপদস্থ করেছে এবং এর পূর্বে মুসলিমদেরকে অপদস্থ করেছে সিরিয়াতেও। এরা কেবলই নিজেদের স্বার্থ দেখে। অচিরেই সময়ের পরিবর্তন হবে। তখন বিপদের সময় তারা কোনো সাহায্যকারী পাবে না।

নবীজি (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমকে অপমান অপদস্থতার জায়গায় ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন জায়গায় অপমান করবেন, যেখানে সে তার সাহায্য কামনা করে।

আপনারা যখন কাপুরুষ হয়ে গেলেন, আপনারা গাজায় আমাদের ভাইদের সাহায্য করতে পারছেন না, তাহলে যারা তাদের সাহায্য করতে চায়, তাদের জন্য জায়গা তৈরি করুন। যদি আপনাদের শক্তি থেমে গিয়ে থাকে এবং আপনারা ক্ষমতা হারানোর ভয় পান, তবে আপনার ওখানে এমন লোক রয়েছে যারা নিজেদের আত্মা হাতে বহন করে। তাদেরকে যেতে দিন, তারা যাবে।

এ যুদ্ধ আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, এটি আমাদের যুদ্ধ। এটি গোটা উম্মাহর লড়াই। এ যুদ্ধে কারো অবহেলা করার অধিকার নেই। কারো জন্য জাতিকে বলা জায়েজ নয় যে, 'আমি তোমাদের অনুমতি দিচ্ছি' বা 'আমি তোমাদের অনুমতি দিচ্ছি না।'

আমরা দেখছি, মুসলিমদের ইজ্জত ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। আমরা দেখছি, সাধারণ মানুষ ও নারীরা আমাদের কাছে চিৎকার করে সাহায্য চাইছে। আমরা দেখছি, হাসপাতালে বোমা বর্ষণ করা হচ্ছে। আমরা দেখছি, শিশুদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

আজ যুদ্ধের দিন। অপরাধীদের প্রতি মমতা বা অনুগ্রহ করার দিন নয়। শপথ মহা জগতের রবের, যিনি গোটা বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। আমরা কিছুতেই শান্ত হবো না, এবং আমরা কখনোই নিজেদেরকে অপমানিত করবো না, উত্তেজিত থাকবো।

যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত রয়েছে , এবং এর লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের হৃদয়গুলো ক্ষোভে দাউ দাউ করে জ্বলছে।

মুনাফিক দেশগুলো আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়ো হয়েছে। তাদের স্লোগান হলো আমরা শক্তিশালী , পরাজিত হবো না। তারা একত্র হয়েছে অহংকারী ও অত্যাচারী কাফিরদের কাছ থেকে অস্ত্র -সরঞ্জাম সংগ্রহ করে। তারা নারীদের হত্যা করেছে , নারীদের ইজ্জতের পরোয়া করছে না। তারা শিশুদের হত্যা করেছে , অথচ এটি সবার কাছেই ঘৃণিত।

হে উম্মতের কোটি কোটি মানুষেরা ! আমাদের বোনেরা সাহায্য চেয়ে যুদ্ধের ময়দানে কতবার ডেকে বলছে , তোমাদের অস্ত্র নিয়ে আসো। সেটাই অসহায় জাতির উপকারে আসবে। বয়ান ও বিবৃতির প্রয়োজন নেই। ছুটে চলো সেই স্থায়ী জান্নাতের দিকে , যা তোমাদের জন্য উন্মুক্ত করে রাখা হয়েছে , এবং তা আম্বর (সুগন্ধি) দিয়ে সাজানো হয়েছে।

তোমরা কি আমার রবের নাজিল করা আয়াতগুলো বুঝো না যে , তোমরা আল্লাহর জন্য নিজের প্রাণ বিক্রি করবে , আল্লাহ তা ক্রয় করবেন। আমরা তো সেই জাতি , যারা মুহাম্মাদ (ﷺ) এর হাতে জিহাদের বাইআত হয়েছি দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে। আমাদের দ্বীনের সাহায্যের জন্য আমাদের স্বত্ত্বাকে বিক্রি করেছি। এমন জাতি কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয় না , গৌরব অর্জন করে।

বর্তমানে জায়নবাদীদের মাঝে অন্তর্দ্বন্দ্ব ব্যাপক , (তবে বর্তমানে) আমদের মাঝেও মতভেদ বেশ প্রবল। আল্লাহ তা 'আলা বলেন, আপনি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করেন , অথচ তাদের অন্তর শতধাবিভক্ত। (সূরা হাশর , ১৪)

(আল কাসসামের অভিযানে) ঐ দেখুন ইহুদিদের লাশে রাস্তা ভরে গেছে। ঐ দেখুন তাদের আহত ব্যক্তিরা নারীদের মতো কাঁদছে। ঐ দেখুন তাদের সৈন্যবাহিনী পশুর মতো দিশেহারা।

আল্লাহ তা 'আলা বলেন, তাদের পশ্চাদ্ধাবনে শৈথিল্য করো না , যদি তোমরা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে থাকো , তবে তারাও তো তোমাদের মতই আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে , এবং তোমরা আল্লাহর কাছে এমন কিছু আশা করো , যা তারা আশা করে না। আল্লাহ মহাজ্ঞানী , প্রজ্ঞাময়। (সূরা নিসা , ১০৪)

এই মুহূর্তে বিশেষভাবে ফিলিস্তিনবাসীর সকল সামর্থবান ব্যক্তির জন্য আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হওয়া ও আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিহত করা ওয়াজিব। ফিলিস্তিনের বাহিরের প্রত্যেক মুসলিমের জন্য তার ভাইদের যথাসম্ভব সাহায্য করা ওয়াজিব।

পাশাপাশি , ইহুদিদের পরিত্যাগ করা ও মুসলিমদের পরিত্যাগ না করা ওয়াজিব। এবং সশরীরে ফিলিস্তিনিদের সাহায্য করা , যদি না পারে তবে নিজের সম্পদ দ্বারা , যদি না পারে , তবে নিজের জবান দ্বারা , যদি না পারে তবে নিজের লিখনি ও বয়ান দ্বারা , যদি না পারে তবে নিজের দুআ এবং চিন্তা -পরিকল্পনা দ্বারা সাহায্য করা ওয়াজিব।

তথ্যসূত্র :

১। চলমান গাজা, ফিলিস্তিন ও হামাস নিয়ে জুম'আ খুৎবা - শায়খ মুসলিহ আলওয়ানি
- https://tinyurl.com/bdh5965k

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট - ৬ নভেম্বর, ২০২৩

• আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুখপাত্র আবু উবাইদাহ বলেছেন, গত ৪৮ ঘণ্টায় (গত পরশুদিন থেকে) আল-কাসসাম ব্রিগেডের যোদ্ধারা দখলদার ইসরায়েলের ২৭টি বাহন সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ধ্বংস করেছেন।

• জাতিসংঘে ফিলিস্তিনী প্রতিনিধি রিয়াদ মানসুর ইসরায়েলের অপরাধের জবাবদিহিতা দাবি করেছেন। তিনি জাতিসংঘের আহ্বান করা যুদ্ধবিরতির চুক্তিতে বাধা দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করেছেন।

• রেড ক্রিসেন্ট জরুরি সাহায্য আহ্বান করেছে। আল-কুদস হাসপাতালে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জ্বালানি ফুরিয়ে যাবে বলে সতর্ক বার্তা দিয়েছে তারা।

• গাজার আওদা হাসপাতাল বুধবার রাতে জ্বালানির অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসা কেন্দ্রর প্রধান ।

• কানাডায় ফিলিস্তিনী প্রতিনিধি মুনা আবু আমারা জানিয়েছেন, গাজার আল-শিফা হাসপাতালের কাছে দখলদার ইসরায়েলের বিমান হামলায় তার পরিবারের ৫ সদস্য নিহত হয়েছে।

• দখলদার সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছে, ইসরায়েল থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত হামাসের জন্য বিজয়।

https://alfirdaws.org/2023/11/07/65100/

• ৭ই অক্টোবর থেকে চলমান হামলায় ৬ই নভেম্বর পর্যন্ত গাজায় অন্তত ১০,০২২ জন নিহত হয়েছেন, নিহতদের মধ্যে শিশুর সংখ্যা ৪১০৪, নারী ২৬৪১ জন। আর পশ্চিম তীরে নিহত হয়েছেন ১৫৫ জন, যার মধ্যে শিশুর সংখ্যা ৪২।

০৬ই নভেম্বর, ২০২৩
ফিলিস্তিনে চলমান ইসরায়েলি বর্বরতার বিরুদ্ধে ইসলামি ইমারতের সুপ্রিম কোর্টের বার্তা

ফিলিস্তিনে চলমান ইসরায়েলি আগ্রাসন ও বর্বর গণহত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে একটি বিবৃতি জারি করেছে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাইখ আব্দুল হাকিম হাক্কানি স্বাক্ষরিত বিবৃতিটির বাংলা অনুবাদ আমরা আল-ফিরদাউসের সম্মানিত পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করছি।

ফিলিস্তিনের নির্যাতিত মুসলিমদের উপর যুগ যুগ ধরে নির্মম নিপীড়ন চালিয়ে আসছে দখলদার ইসরায়েল। হাজার হাজার ফিলিস্তিনি নারী, শিশু ও পুরুষকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে, পঙ্গু করা হয়েছে আরও অনেককে। এখনও জায়োনিস্ট দখলদার বাহিনী নিয়মিত বেসামরিক স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্যবস্তু বানাচ্ছে, ধ্বংস করে দিচ্ছে। তাদের হামলার লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে সাধারণ মানুষের বাড়িঘর, হাসপাতাল, মসজিদ এবং স্কুল। শুধু এটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়, তাদের হামলার কবল থেকে বাঁচতে পারেনি জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর পরিচালিত আশ্রয় শিবিরগুলোও।

তাছাড়া, দখলদার ইহুদিবাদী বাহিনী সকল আন্তর্জাতিক আইন-নীতিমালার বিরুদ্ধে গিয়ে গাজার লাখ লাখ বাসিন্দাদের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক অধিকার, যেমন- খাদ্য, পানি, ওষুধ এবং বিদ্যুৎ, পৌঁছানোর রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে।

এমন কর্মকাণ্ডের জন্য ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট শক্ত ভাষায় দখলদার ইহুদিবাদী বাহিনীর নিন্দা জানাচ্ছে। এই কাজগুলো আন্তর্জাতিক নিয়ম, শিষ্টাচার, আইন এবং প্রাথমিক শালীনতার ব্যাপারে আবারও দখলদার বাহিনীর অবজ্ঞার সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, দখলদার ইহুদিবাদী বাহিনী যাদেরকে ইতোমধ্যে শহীদ করেছে এবং যাদেরকে করবে, সবাইকে যেন আল্লাহ জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে স্থান দেন। আমরা আহতদের জন্য দ্রুত সুস্থতার দোয়া করছি। আর আহত ও নিহতদের পরিবারের প্রতি আমাদের সমবেদনা জানাচ্ছি।

ইমারতে ইসলামিয়ার সুপ্রিম কোর্ট এবং সামগ্রিকভাবে আফগান জাতি নিপীড়িত ফিলিস্তিনিদের প্রতি তাদের অব্যাহত ও অটুট সাহায্য-সমর্থনের ব্যাপারটিকে অধিক গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেয়। ফিলিস্তিনিদেরকে সমন্বিতভাবে সাহায্য করার ব্যাপারে আমরা ইসলামী দেশগুলোকে আবারও আহ্বান জানাচ্ছি। এই খোদায়ী পরীক্ষার মুখে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত এমন নির্লিপ্ত থাকতে পারে না, থাকা উচিতও না।

আমরা আন্তর্জাতিক আদালত ও ট্রাইব্যুনালকে আহ্বান জানাই, তারা যেন দখলদার ইহুদিবাদী বাহিনীর বিরুদ্ধে গুরুত্বের সাথে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়। এই দখলদার বাহিনী সময়ের সাথে সাথে নিজেরাই নিজেদের বর্বরতাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে।

শাইখ আব্দুল হাকিম হাক্কানি

প্রধান বিচারপতি

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান

তথ্যসূত্র:

1. Declaration of the Supreme Court of The Islamic Emirate of Afghanistan on the ongoing atrocities of the Zionist occupation in Palestine
- https://tinyurl.com/4teukcdy

গাজায় পানি সংরক্ষণাগারে ইসরায়েলের হামলা

গাজার জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরের একটি পানি সংরক্ষণের ট্যাংক এ হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। হামলায় পানির ট্যাংকটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। এর ফলে এলাকাটির আশপাশের অন্তত ১,২০,০০০ জন মানুষ এখন নিরাপদ পানি থেকে বঞ্চিত হবে।

যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই গাজায় পানি, খাবার, ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। তখন থেকেই এই পানির ট্যাংকটির ওপর নির্ভরশীল ছিল এর আশপাশের বাসিন্দারা। পানির ট্যাংকটি ধ্বংস করাকে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে উল্লেখ্য করছেন ফিলিস্তিনিরা।

চলমান ইসরায়েলি আগ্রাসনের ২৪ তম দিনে (৪ নভেম্বর) এ বর্বরতা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী। ঐ দিন আরও বেশ কিছু বেসামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে হামলা চালায় তারা। এসবের মধ্যে গাজার আল শিফা হাসপাতালে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী জেনারেটর, গাজা শহরে সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সৌর প্যানেল, পানির ট্যাংক এবং মিসরীয় হাসপাতালের এম্বুল্যান্স ছিল ইসরায়েলি বাহিনীর প্রধান লক্ষ্যবস্তুগুলোর মধ্যে অন্যতম।

গাজায় বেসামরিক মানুষের জীবন উপকরণকে টার্গেট করে হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। হাসপাতাল, মসজিদ, স্কুল, গির্জা এমনকি জাতিসংঘ পরিচালিত শরণার্থী শিবির কোন কিছুই বাদ যায়নি তাদের হামলা থেকে।

জাতিসংঘের যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট কথিত জেনেভা কনভেনশন আইন অনুযায়ী বেসামরিক মানুষকে টার্গেট করা স্পষ্টতই যুদ্ধাপরাধ। জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী যে সব অপরাধ করলে যুদ্ধাপরাধ সাব্যস্ত হয় এর সবগুলোই গাজায় সংঘটিত করে যাচ্ছে ইসরায়েল। কিন্তু জাতিসংঘ এখন পর্যন্ত ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে পারেনি। এমনকি গাজায় যুদ্ধ বন্ধে কয়েকবার যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব পাশ করা হলেও ইসরায়েলকে এবং তার প্রধান মদদদাতা আমেরিকাকে যুদ্ধবিরতিতে রাজি করাতে পারেনি সংস্থাটি। উল্টো জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের পদত্যাগ চেয়েছে ইসরায়েল।

তথ্যসূত্র:

1. On the 28th day of the Israeli aggression on Gaza, generators, water tanks hit as the massacres continue
- https://tinyurl.com/4evudr75

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট - ৫ নভেম্বর, ২০২৩

• সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েল ফিলিস্তিনে সাধারণ মানুষের উপর বর্বর গণহত্যা চালানোর প্রতিবাদে ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ যোদ্ধারা সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েলের সাথে উত্তর-পশ্চিম গাজায় তীব্র যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন।

• ইসরায়েলে গিয়েছে সিআইএ এর ডিরেক্টর উইলিয়াম বার্নস

• গাজায় জর্দান পরিচালিত মাঠ হাসপাতালে বিমান থেকে মেডিকেল সাহায্য পাঠিয়েছে বলে দাবি করেছে জর্দান।

• তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদানের সাথে পরিকল্পিত আলোচনায় অংশ নিতে আঙ্কারায় পৌঁছেছে যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব স্টেট।

https://files.fm/thumb_show.php?i=ka58bbm3gh

• গাজায় সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত অন্তত ৪,৮৮০ শিশু এবং ২৫০৯ জন নারী শহীদ হয়েছে বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। গাজায় দখলদারদের বোমা হামলায় সর্বমোট নিহতের সংখ্যা ৯,৭৭০ জন। আর দখলীকৃত পশ্চিম তীরে সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় নিহতের সংখ্যা অন্তত ১৫২ জন, যার মধ্যে শিশু ৪১।

• সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েল লেবাবনে ড্রোন হামলা চালিয়ে তিন শিশু এবং তাদের দাদীকে হত্যা করেছে। লেবাননের প্রধানমন্ত্রী নাজিব মিকাতি এই হামলার নিন্দা জানিয়ে ক্ষান্ত হয়েছে।

০৫ই নভেম্বর, ২০২৩

পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত আফগান শরণার্থীদের পূর্ণ সহায়তা তালিবানের

পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত হওয়া আফগান শরণার্থীদের অনেকে তুরখাম বন্দর দিয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ করছেন। তাদেরকে প্রয়োজনীয় সকল রকম সহায়তা দেওয়া শুরু করেছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের শরণার্থী ও পুনর্বাসন বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

শরণার্থী বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আব্দুল মুতালিব হক্কানি বলেছেন, প্রত্যাবর্তনকারীদের বিষয়গুলো দেখভালে নিয়োজিত বিশেষ কমিশন বেশ কয়েকটি কমিটি গঠন করেছেন। উক্ত কমিটিগুলোও তুরখামে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছেন।

তুরখামে দুটি ক্যাম্পে নতুন করে ১ হাজার তাবু নির্মাণ করা হয়েছে। এসব তাবু প্রত্যাবর্তনকারী আফগান অভিবাসীদের সমস্যা কিছুটা হলেও কমাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৩১ অক্টোবর পাকিস্তান প্রশাসনের বেধে দেওয়া সময় শেষ হয়ে গেলে প্রথম ৩/৪ দিনেই পাকিস্তান থেকে তুরখাম বন্দর ও স্পিন বলদাক এলাকা দিয়ে অন্তত দেড় লাখ আফগান অভিবাসী আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছেন।

শরণার্থী বিষয়ক মন্ত্রী খলিলুর রহমানসহ বিশেষ কমিশনের সদস্যরা তুরখামে উপস্থিত থেকে নিবিড়ভাবে প্রত্যাবর্তনকারীদের ফিরে আসা , তাদের নাম নথিভুক্ত করা এবং তাদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করছেন। গত শুক্রবার , উপ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মোল্লা মুহাম্মাদ ফাজিল মাজলুমও তুরখাম পরিদর্শন করেছেন এবং প্রত্যাবর্তনকারীদের সাথে কুশল বিনিময় করেছেন।

এদিকে ইমারতে ইসলামিয়ার মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ পাকিস্তানকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন , পাকিস্তানে অবস্থিত আফগান শরণার্থীদের যেন কোনো রকম নির্যাতন না করা হয় এবং তাদেরকে যেন নিরাপদে আফগানিস্তানে ফেরার সুযোগ দেয়া হয়। পাকিস্তানে অবস্থিত আফগান দূতাবাস থেকেও পাকিস্তান সরকারের সাথে আফগান শরণার্থীদের সম্পদ হেফাজতের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য , সম্প্রতি পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী আফগান শরণার্থীদেরকে পাকিস্তান ত্যাগ করার জন্য ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেয়। এভাবে পর্যাপ্ত পূর্ব -প্রস্তুতির সুযোগ না দিয়ে শরণার্থীদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করার ঘটনায় পাকিস্তান সরকারের অমানবিক ও অনৈসলামিক আচরণই ফুটে ওঠেছে।

তথ্যসূত্র :

1. Essential Services for Returnees Initiated at Torkham: Ministry of Refugees and Repatriation
- https://tinyurl.com/2rd3y3j7
2. Defense Deputy Minister Greets Afghan Returnees at Torkham
- https://tinyurl.com/mrpwz3jx
3. فغانستان_اسلامي_امارت وياند ذبيح الله مجاهد، د پاکستان له حکومت څخه غواړي چې مهاجرينو ته تکليف ورنکړل شي او پرېښودل شي چې په آرامه هېواد ته راستانه شي.
- https://tinyurl.com/3cmwzdzp
4. حکومت او ولس د واړه #تورخم_بندعالي کې، راغلو هېوادوالو ته د سهولتونو په برابرولو بوخت دي.
- https://tinyurl.com/4mzx5pxp

০৪ঠা নভেম্বর , ২০২৩

জাবালিয়ায় ইসরায়েলি হামলায় এক পরিবারেরই ১৯ সদস্য নিহত

বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল এলাকার একটি হচ্ছে গাজা উপত্যকা। আর এখানেই মুহুর্মুহু বিমান হামলা চালিয়ে বেসামরিক নিরীহ নারী , পুরুষ ও শিশুদের উপর গণহত্যা চালাচ্ছে ইজরায়েল। এর ফলে কেউ মা -বাবা , ভাই -বোন হারিয়ে এতিম হচ্ছেন। কেউ আদরের প্রিয় সন্তান হারিয়ে হচ্ছেন নিঃস্ব। কেউবা আহত হয়ে কাতরাচ্ছেন হাসপাতালের বিছানায়।

গত ৩১ অক্টোবর গাজার জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে ভয়াবহ হামলায় এমন আরও একটি হৃদয় বিদারক ঘটনার সাক্ষী হয়েছে সারা দুনিয়ার মানুষ। এ হামলায় মুহাম্মদ আবু আল-কুমসান নামে এক ফিলিস্তিনির পরিবারের ১৯ জন সদস্য প্রাণ হারিয়েছেন। তিনি আল-জাজিরার একজন মিডিয়া প্রকৌশলী।

এক বিবৃতিতে এ হামলার নিন্দা জানিয়ে আল-জাজিরা জানায়, "আল-জাজিরা জঘন্য এবং নির্বিচারে ইসরায়েলি বোমা হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে, যার ফলে আমাদের নিবেদিত এসএনজি ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ আবু আল-কুমসানের পরিবারের ১৯ সদস্য নিহত হয়েছে।"

এ হামলায় আল-কুমসানের বাবা, দুই বোন, আট ভাগ্নে এবং ভাতিজি, তার ভাই, তার ভাইয়ের স্ত্রী এবং তাদের চার সন্তান, তার ভগ্নীপতি এবং এক চাচা নিহত হয়েছে বলে জানায় আল-জাজিরা।

এর আগে গত সপ্তাহে ইসরায়েল বিমান হামলা করে আল-জাজিরা আরবি এর রিপোর্টার যিনি যুদ্ধ শুরুর পর থেকে নিউজ কাভার করছিলেন সেই ওয়ায়েল আল-দাহদুহের স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে এবং নাতিসহ পরিবারের ১২ সদস্যকে হত্যা করে।

তথ্যসূত্র:

1. Al Jazeera engineer loses 19 family members in Israeli air raid
- https://tinyurl.com/24z3wwet

০২রা নভেম্বর, ২০২৩

পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত শরণার্থীদের পুনর্বাসনে তালিবানের জোর প্রস্তুতি

গত প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে একের পর এক ভয়াবহ যুদ্ধে বিধ্বস্ত একটি দেশ আফগানিস্তান। যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে বাঁচতে অনেক আফগান নাগরিক পাকিস্তানসহ প্রতিবেশী দেশগুলোতে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি পাকিস্তান প্রশাসন এই আফগান শরণার্থীদের প্রতি চরম বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ শুরু করেছে। আফগানিস্তানসহ সকল দেশের শরণার্থীদেরকে পাকিস্তান ত্যাগ করার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। গত ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে পাকিস্তান ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পাকিস্তানের এমন আচরণ ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধের আদর্শের বিপরীত, আর এটি ভালো প্রতিবেশীসুলভ আচরণও নয়।

পাকিস্তানের এমন অমানবিক আচরণের কারণে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছেন আফগান শরণার্থীরা। পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছাড়াই মানবেতর অবস্থায় আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছেন হাজার হাজার শরণার্থী।

বর্তমানে আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতায় রয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়ার তালিবান প্রশাসন। পশ্চিমা দেশগুলো আফগানিস্তানের উপর নানা

নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছে, তালিবান প্রশাসনকে এখনও স্বীকৃতি দেয়নি কোনো দেশ, উপরোন্তু আফগানদের রিজার্ভের অর্থও আটকে রেখেছে আমেরিকা। এমন প্রতিকূল পরিবেশেও ইমারতে ইসলামিয়া সরকার পাকিস্তান কর্তৃক বিতাড়িত আফগান শরণার্থীদের জন্য নিজেদের উজাড় করে দেবেন বলে জানিয়েছেন। শরণার্থীদের জন্য যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করবে বলে জানিয়েছে তালিবান প্রশাসন।

শরণার্থীদের সহায়তা করার লক্ষ্যে আমিরুল মুমিনীন শাইখ হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদাহ হাফিজাহুল্লাহ-এর নির্দেশক্রমে একটি কমিশনও ইতোমধ্যে গঠন করা হয়েছে। তুরখাম এবং স্পিন বলদাক সীমান্ত এলাকায় এই কমিশন শরণার্থীদের সহায়তা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

কান্দাহার প্রদেশের স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তাঁরা প্রত্যাবর্তনকারী আফগান শরণার্থীদের জন্য জরুরিভিত্তিতে ক্যাম্প তৈরি করছেন। এছাড়া ওষুধ, খাদ্য, নগদ অর্থ এবং পরিবহনের মতো মৌলিক প্রয়োজনগুলো শরণার্থীদের প্রদান করছেন ইমারতে ইসলামিয়া কর্তৃপক্ষ।

ইমারতে ইসলামিয়ার জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ডা. শারাফাত জামান বলেছেন, তুরখাম সীমান্তে আফগান শরণার্থীদের সেবা প্রদানে ব্যস্ত রয়েছেন কয়েক ডজন স্বাস্থ্য কর্মী। দ্রুতই সেখানে ভ্রাম্যমাণ মেডিকেল টিম এবং সরঞ্জামাদিও পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ইমারতে ইসলামিয়ার সহকারী মুখপাত্র বিলাল কারিমি বলেন, জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুভমেন্ট ব্রিগেড কমান্ড ছোট বড় শত শত বাহন, জেনারেটর, পানির ট্যাংকার, ভ্রাম্যমাণ টয়লেট এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি পাঠানো অব্যাহত রেখেছেন।

এদিকে, ইমারতে ইসলামিয়া সরকার বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী আফগান শরণার্থীদের বিষয়ে একটি ঘোষণাপত্র জারি করেছেন। ঘোষণাপত্রে বলা হয়, গত ৪৫ বছর ধরে আফগানরা বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ ও আগ্রাসনের কারণে বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন এবং দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। আফগানদের উপর এমন পরিস্থিতি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে এই আফগান শরণার্থীরা বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন, আশ্রয় নেওয়া দেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে ইমারতে ইসলামিয়া সরকার কিছু বিষয় স্পষ্ট করেছেন তাদের ঘোষণাপত্রে। ঘোষণাপত্রে বলা হয় -

১. সর্বপ্রথম আমরা সেসব দেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই যারা গত ৪০ বছর আফগানদেরকে তাদের দেশে জায়গা দিয়েছেন। এখন আমরা আবারও তাদেরকে আহ্বান জানাই, আফগানদেরকে কোনোরকম পূর্ব-প্রস্তুতিহীন অবস্থাতে আপনাদের দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করবেন না। তাদেরকে বরং পর্যাপ্ত সময় দিন। দেশগুলোর উচিত ভালো প্রতিবেশীসুলভ আচরণ করা, ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবিক আবেদনকে গুরুত্ব দেওয়া।

২. আফগানরা ঐ দেশগুলোতে নিরাপত্তা সমস্যা সৃষ্টি করেনি। অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিতেও আফগানরা জড়িত নন।

৩. আমরা চাই প্রতিবেশী দেশগুলো ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধের মূলনীতি মাথায় রেখে আফগান শরণার্থীদের সাথে ভালো আচরণ করুক।

৪. যেসব দেশ আফগান শরণার্থীদেরকে তাদের দেশত্যাগে বাধ্য করছে, সেই দেশগুলো থেকে আফগানরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সময় নিজেদের সাথে যে পণ্য, অর্থ এবং অন্যান্য মালামাল বহন করে আনছে এগুলো তাদের ব্যক্তিগত সম্পদ এবং তাদের অধিকার। এক্ষেত্রে এগুলো রেখে আসার বা তাদের উপর কোনো অন্যায় ও অন্যায্য শর্তারোপ করার অধিকার কারো নেই।

৫. সাম্প্রতিক সমস্যাবলির কারণে যেসকল আফগান অন্য দেশ থেকে বাধ্য হয়ে নিজ দেশে ফিরে আসছেন, তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ীসহ সকল আফগানদের দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা উচিত। আর ফিরে আসা শরণার্থীদের স্থানান্তর, বাসস্থান, আশ্রয়, চিকিৎসা এবং অন্যান্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলোতে সবার হাত প্রসারিত করা উচিত।

৬. ইমারতে ইসলামিয়া বর্তমানে আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতায় আছেন। সরকার হিসেবে তারা পুরো দেশে নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন এবং আফগানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ কায়েম রেখেছেন। তাই ইমারতে ইসলামিয়ার কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে প্রত্যাবর্তনকারী শরণার্থীদেরকে আন্তরিকতার সাথে সম্ভাব্য সকল উপায়ে সাহায্য করতে।

৭. বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত প্রত্যাবর্তনকারী ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী ও শিল্পপতিদেরকে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দেওয়া।

৮. যেসব আফগান নাগরিক রাজনৈতিক কারণে দেশ ত্যাগ করেছেন, তাদেরকে আমরা দেশে ফিরে শান্তিতে বসবাস করার নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

আফগান জাতি এবং ইমারতে ইসলামিয়া সরকার স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকারী আফগান অভিবাসীদেরকে সাদরে গ্রহণ করে নিতে প্রস্তুত বলেও জানানো হয়েছে ইমারতে ইসলামিয়ার এই বিবৃতিতে। দেশে ফিরে আফগানিস্তানের উন্নয়নে অংশ নেওয়ার আহ্বানও জানান তাঁরা। আর আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষ এবং বিশেষত ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদেরকে নিজেদের প্রত্যাবর্তনকারী অভিবাসী ভাই-বোনদেরকে সাহায্যের জন্য মাঠে নেমে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়া সরকার।

তথ্যসূত্র:

1. Facilitation of returning refugees underway in Spin Boldak, Torkham
- https://tinyurl.com/2cmpa38u
2. Declaration of the Islamic Emirate on Afghan Refugees in Pakistan and Other Countries
- https://tinyurl.com/mryr9dub
3. Arms of the homeland open for returning refugees
- https://tinyurl.com/ye6ukab4

ভারতে ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ফিলিস্তিনের পতাকা উড়ানোয় আটক ৪

গাজায় ইসরায়েলের সাম্প্রতিক আগ্রাসন শুরুর পর থেকে ইসরায়েলকে যে সকল দেশ প্রকাশ্য সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে, উপমহাদেশের ইসরায়েল খ্যাত হিন্দুত্ববাদী ভারত তাদের মধ্যে অন্যতম। দেশটির বিভিন্ন জায়গায় ইসরায়েলের সমর্থনে মিছিল করছে হিন্দুত্ববাদীরা। তবে মুসলিমদের মধ্যে কেউ ফিলিস্তিনিদের পক্ষে সমর্থন প্রকাশ করলেই শিকার হতে হচ্ছে জেল জরিমানার।

ইতিমধ্যে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে মিছিল করায় অসংখ্য মুসলিমকে গ্রেফতার করেছে হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকার। তবে গ্রেফতারের সবচেয়ে প্রকাশ্য ঘটনাটি ঘটেছে কলতাকার ইডেন গার্ডেন ক্রিকেট মাঠে। বিশ্বকাপের বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচ চলাকালীন একদল দর্শক গ্যালারিতে ফিলিস্তিনের পতাকা নিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। বিষয়টি ক্রিকেট পরিচালনা সংস্থা আইসিসির নজরে আসতেই কয়েকজন এসে দর্শকদের কাছে থাকা ফিলিস্তিনের পতাকা কেঁড়ে নেয়। পরবর্তীতে মাইদান থানা পুলিশ এই ঘটনার জেরে ৪ জনকে গ্রেফতার করে।

ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায় যে, ঐ ৪ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের পর সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

মূল ঘটনা জানা গিয়েছে যে, বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচ চলাকালীন ফিলিস্তিনের পতাকা নিয়ে মাঠে প্রবেশ করেন কয়েকজন দর্শক। গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন দর্শকের হাতে দেখা যায় ফিলিস্তিনের পতাকা। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজনের হাতে ছিল আবার বাংলাদেশের পতাকাও।
দুই পতাকাই দীর্ঘক্ষণ ধরে তারা হাতে ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন।

এথেকে অনেককেই ধারণা করছেন যে, আটককৃত ব্যক্তিরা বাংলাদেশি নাগরিক হয়ে থাকতে পারন। তবে মাইদান থানা পুলিশ জানিয়েছে যে, আটককৃতরা সকলেই বাল্লে, ইকবালপুর ও কারায়া থানার বাসিন্দা।

কোলকাতা পুলিশ জানিয়েছে যে, আটককৃতরা গাজায় ইসরায়েলি হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ গ্যালারিতে ফিলিস্তিনের পতাকা উড়িয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

1. Kolkata: 4 Detained for Waving Palestinian Flag During Pak-Bangladesh Match, Let off Later
- https://tinyurl.com/mwc6zf2d
2. ইডেনে ফিলিস্তিনের পতাকা উড়ানোয় গ্রেপ্তার ৪
- https://tinyurl.com/362mm8fx

ফিলিস্তিনি মুজাহিদদের জবাবি আক্রমণ ও মানবতার প্রশান্তি

ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উপর টানা ৩ সপ্তাহ নির্বিচার বোমা বর্ষণ করে হাজার হাজার মুসলিমকে হতাহত করার পর গাজায় স্থল অভিযান শুরু করেছিল দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। তবে উম্মাহর হাজারো প্রাণ ঝরে যাওয়ার কষ্টের মাঝে কিছুটা প্রশান্তির পরশ হয়ে এসেছে এই খবর যে, স্থল অভিযানের প্রথম দিকে ইসরায়েলই বাহিনী প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়েছে। কাসসাম ব্রিগেড ও ইসলামি জিহাদের মুজাহিদরা আগ্রাসি বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন।

মুজাহিদদের প্রতিরোধমূলক আক্রমণে ইসরায়েলি বাহিনীর কমপক্ষে ১৩ জন সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরও অনেক।

এদিকে কাসসাম ব্রিগেডের মুজাহিদগণ তাদের অভিযানের একটি ভিডিওতে দেখিয়েছেন যে, ড্রোনের মাধ্যমে তারা ইসরায়েলি দখলদার বাহিনীর একটি ইনফ্যান্ট্রি ইউনিটের উপর বোমা বর্ষণ করেছেন। এরপর খালি চোখে অন্তত ৪-৫ জন দখলদার সৈনিককে মাটিতে লুটিয়ে পরতে দেখা যায়, বাকিরা আশেপাশে দৌড়ে পালাতে থাকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

https://twitter.com/ytirawi/status/1719782043939151986

আরেকটি ভিডিওতে দেখা যায় দুইটি পৃথক অভিযানে ইয়াসিন-১০৫ নামে পরিচিত আরপিজি দিয়ে যায়তউন এলাকার পূর্বদিকে ইসরায়েলি শত্রুদের দুইটি ট্যাংক ধ্বংস করে দিয়েছেন মুজাহিদগণ।

প্রথম অভিযানে এক বা একাধিক মুজাহিদ একটি টানেল দিয়ে এসে একটি ইসরায়েলি এপিসি লক্ষ্য করে আরপিজি দিয়ে রকেট নিক্ষেপ করেন, সেটি সফলভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে। এপিসিটির উপর বিস্ফোরণ হয়ে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। এই এপিসি তে থাকা ১০ জন সৈন্যে হতাহত হয়েছে বলে বিভিন্ন সুত্রে জানা যাচ্ছে।

আরো একটি অভিযানে একটি বাগানের মধ্যে ইসরায়েলি ট্যাংক লক্ষ্য করে ইয়াসিন-১০৫ লঞ্চার দিয়ে রকেট নিক্ষেপ করে ট্যাংককে ধ্বংস করে দেন মুজাহিদরা। এছাড়া টানেলের মুখে আরেকটি সামরিক যান যেটি একটি ট্যাংক হতে পারে, সেটিও ধ্বংস করেন মুজাহিদরা।

https://twitter.com/i/status/1719756956598980928

উত্তর ও মধ্য গাজার সীমান্তেও ইসরায়েলি বাহিনীর অগ্রযাত্রা রুখে দেওয়ার দাবি করেছে হামাসের সামরিক শাখা আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুজাহিদগণ।

দখলদার বাহিনী নির্বিচারে বোমা মারার পর স্থল অভিযানের মাধ্যমে দ্রুত গাজা দখলে নেওয়ার দুরভিসন্ধি নিয়েই হয়তো এগুচ্ছিল। তবে মুজাহিদদের তীব্র প্রতিরোধের মুখে ইসরায়েলি বাহিনীর স্থল অভিযান বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বলেই প্রতীয়মান হয়।

তথ্যসূত্র:

80

1. Al-Qassam Brigades Clash With IDF on Northern Border of Gaza Strip
- https://tinyurl.com/3z5rz45h
2. Gaza Conflict Intensifies with Al-Qassam Brigades Ambush
- https://tinyurl.com/yc3ajc6k
3. Hamas military wing publish scenes of it throwing a bomb using a UAV on an Israeli infantry unit near Beit Hanoun
- https://tinyurl.com/bdcssmpj

মাদরাসা খোলা রাখলেই জরিমানা প্রতিদিন ১০ হাজার!

ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের প্রশাসন রাজ্যের মাদরাসা শিক্ষার উপর কঠোরতা আরোপের অংশ হিসেবে বেশকিছু মাদরাসাকে হয় বন্ধ নাহয় দৈনিক ১০ হাজার রুপি জরিমানা প্রদানের আদেশ জারি করেছে। ইতিমধ্যে ‘রাজ্য সরকারের অনুমতি না নিয়ে স্থাপিত’ মাদরাসা বন্ধের অংশ হিসেবে মুজাফফরনগরে ১২ টি মাদ্রাসাকে এই নোটিশ প্রেরণ করেছে মুজাফফরনগর জেলা প্রশাসন।

যে মাদরাসাগুলোতে বেশিরভাগ ছাত্রকে বিনা খরচে পড়ানো হয়, সেই ধরনের ১২ টি মাদরাসাকে দেওয়া হয়েছে প্রতিদিন ১০ হাজার রুপি জরিমানা দেওয়ার নোটিশ! অযৌক্তিক এই নির্দেশনাটি রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে জারি করা হয়েছে বলে স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে। ভারতীয় একটি জাতীয় দৈনিক মুজফ্ফরনগর প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শুভম শুক্লাকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে যে, ব্লক শিক্ষা কর্মকর্তা এই নোটিশ ইস্যু করেছে।

ইসলামবিদ্বেষী ও কট্টর হিন্দুত্ববাদী হিসেবে পরিচিত যোগী আদিত্যনাথ বরাবরই ইসলামি শিক্ষার প্রতি বিরুপ মনোভাবাপন্ন, যেটি সে তার বক্তব্য-বিবৃতির মাঝে প্রায়ই প্রকাশ করে। রাজ্যের মাদ্রাসায় বিদেশি ফান্ড আসছে কি না সেটা খতিয়ে দেখার নাম করে একটি স্পেশাল ইনভেসটিগেশন টিম তৈরি করেছিল তার সরকার। সেই ধারাবাহিকতায় মুজাফফরনগর জেলা প্রশাসন তাদের ভাষায় ‘উপযুক্ত কাগজপত্রহীন’ ১০০ টি মাদরাসার সন্ধান পেয়েছে। তার মধ্যে থেকেই ১২ টি মাদরাসাকে নোটিশ পাঠিয়ে বলা হয়েছে যে, ৩ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ না করলে প্রতিদিন ১০,০০০ রুপি করে জরিমানা দিতে হবে।

অথচ মাদরাসাগুলোকে এরকম অযৌক্তিক নোটিশ পাঠানোর কোন আইনি এখতিয়ার জেলা প্রশাসনের আছে কি না, সেটা নিয়েই প্রশ্ন রয়েছে। ইউপি বোর্ড অফ মাদ্রাসা এডুকেশনের চেয়ারম্যান ইফতিকার আহমেদ জাভেদ জানিয়েছেন, “মাদ্রাসার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারোর নেই। শিক্ষা দফতরেরও নেই। কেবলমাত্র সংখ্যালঘু দফতরের এই অধিকার রয়েছে।”

এবিষয়ে জামিয়াতে উলামায়ে হিন্দের উত্তরপ্রদেশের সেক্রেটারি জাকির হোসেন সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, “এই ধরনের নোটিশ পাঠিয়ে আসলে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে টার্গেট করা হচ্ছে। একাধিক মাদ্রাসায় এই নোটিশ পাঠানো হয়েছে। সেখানে তাদেরকে তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে নথিপত্র দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর যারা দিতে পারবেন না তাদেরকে প্রতিদিন ১০,০০০ টাকা করে জরিমানার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এটা কি আদৌ সম্ভব?”

সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, উত্তর প্রদেশ রাজ্যে প্রায় ২৪ হাজার মাদরাসা রয়েছে। এর মধ্যে রেজিস্ট্রেশন বা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রয়েছে ১৬ হাজার মাদরাসা। বাকি ৮ হাজার মাদরাসাকেই ধীরে ধীরে এই ১২ টি মাদরাসার মতো পরিণতি ভোগ করতে হয় কি না, এটাই এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে।

তথ্যসূত্র:

1. Unregistered madrasas in Uttar Pradesh to be penalised Rs 10,000 per day
- https://tinyurl.com/cfas3cec
2. UP’s unregistered madrasas have to pay Rs 10,000 fine per day, says education dept
- https://tinyurl.com/29e7apaw
3. Madrassa: মাদ্রাসার অনুমোদন নেই? প্রতিদিন ১০,০০০ টাকা করে জরিমানা, যোগী রাজ্যে কড়া ফরমান
- https://tinyurl.com/bdd32wrx

‘নিরপরাধ সাধারণ ফিলিস্তিনি বলতে কিছু নেই’- মার্কিন কংগ্রেসম্যান

গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন শুরুর কয়েকদিন পর ইসরায়েলের রাষ্ট্রপতি বলেছিল যে, গাজায় নিরীহ কোন বাসিন্দা নেই, যারা আছে সবাই সন্ত্রাসী। এবার তার সুরে সুর মিলিয়ে একই ধরণের মন্তব্য করেছে ফ্লোরিডা থেকে নির্বাচিত এক মার্কিন কংগ্রেসম্যান।

রিপাবলিকান দলের সদস্য ব্রায়ান ম্যাস্ট নামের ঐ কংগ্রেসম্যান বলেছে যে, ‘আমি মনে করি নিরপরাধ সাধারণ ফিলিস্তিনি কথাটা আমাদের এতো হালকাভাবে বারবার ব্যবহার করা উচিৎ নয়।’ সে আরও বলেছে যে, নিরীহ সাধারণ ফিলিস্তিনি কথাটা নাকি ‘নিরীহ নাৎসি সদস্য’ কথার নামান্তর।

নিরপরাধ ফিলিস্তিনি নাগরিক বলতে কিছু নেই বলেও মন্তব্য করেছে সে। কেননা, তার মতে, নিরীহ সাধারণ ফিলিস্তিনিদের সংখ্যা খুবই কম। পার্লামেন্ট হাউসে দাঁড়িয়ে গতকাল ১ নভেম্বর নিজের বক্তব্যে এই কথা বলে মার্কিন কংগ্রেসের এই সদস্য।

গত অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে তাকে এমন মন্তব্য করতেও শোনা গিয়েছে যে, ফিলিস্তিনি শিশুদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষা প্রদান করা হয়। মার্কিন টিভি চ্যানেলগুলোতে ইসরায়েলের পক্ষে তার সরব উপস্থিতিও চোখে পরার মতো।

ব্রায়ান ম্যাস্ট ইসরায়েলের কট্টর সমর্থক হিসেবে পরিচিত। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবেও কাজ করেছে সে। গাজায় ইসরায়েলের আগ্রাসন শুরুর পর ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন প্রকাশে এমনকি

পার্লামেন্ট ভবন ক্যাপিটাল হিলে ইসরায়েলি আর্মির পোশাক পরে উপস্থিত হয়েছে এই ব্রায়ান ম্যাস্ট।

ইসরায়েল যখন গাজার জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে নির্বিচার বিমান হামলা চালিয়ে কয়েকশত সাধারণ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করলো, তার ঠিক এক দিন পরেই দখলদার ইসরায়েলের পক্ষে এমন মন্তব্য করলো মার্কিন এই আইনপ্রণেতা।

ইসরায়েল লাগাতার যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত করে যেতে থাকার পরেও ব্রায়ান ম্যাস্টের এধরণের মন্তব্য এবং ইসরায়েলের পক্ষে তার দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ আমেরিকার রাজনীতিতে জায়নবাদ তথা ইসরায়েলের প্রভাব কতোটা গভীরে তা স্পষ্ট করে।

তথ্যসূত্র:

1. GOP Rep. Brian Mast: There Are Very Few "Innocent Palestinian Civilians," You Wouldn't Say "Innocent Nazi Civilians"
- https://tinyurl.com/2tbft9p4
2. Rep. Mast: Palestinians are educated to be terrorists
- https://tinyurl.com/2satcdrt
3. Israeli President Says There Are No Innocent Civilians in Gaza, All Palestinians ‘Responsible’ For Hamas Attack
- https://tinyurl.com/yersb5ec
4. Main source, Aljazeera
- https://tinyurl.com/8aadx8s9

০১লা নভেম্বর, ২০২৩

কুশতেপা খাল নিয়ে অন্য দেশের উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়: জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের বৃহত্তম প্রকল্প কুশতেপা খাল খনন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ইউরেশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক। তবে ইমারতে ইসলামিয়া কর্তৃপক্ষ বলছে, কুশতেপা খাল খনন নিয়ে অন্য কোনো দেশের উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই।

কিছু কিরগিজ মিডিয়ার সূত্রে জানা যায়, ইউরেশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেছে যে কুশতেপা খাল খননের মাধ্যমে মধ্য এশিয়ার দেশগুলোতে পানির অভাব আরও বেশি তীব্রতা লাভ করবে। ইমারতে ইসলামিয়া এই ধরনের আশংকাকে নাকচ করে দিয়েছে। আমু দরিয়ার পানির উপর আফগানিস্তানের যে অধিকার, সেটি নেওয়ার দ্বারা অন্য দেশের পানির অধিকার খর্ব করা হবে না বলে জানান ইমারতে ইসলামিয়ার মুখপাত্র। মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ বলেন, “কুশতেপা খালের পানি নিয়ে অন্য কোনো দেশের উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়। এই খালে আফগানিস্তান যেটুকু পানির উপর অধিকার রাখে, সেটুকুই ব্যবহার করা হবে।”

এবিষয়ে সায়েদ মাসুদ নামে একজন অর্থনীতিবিদ বলেন, “আসলে কুশতেপা খাল এই অঞ্চলের পানির উপর রাজত্বে পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। কারণ, আমরা গত প্রায় একশত বছর যাবৎ আমু নদীর পানি ব্যবহার করিনি।”

কুশতেপা খাল খননের মাধ্যমে আফগানিস্তানের অর্থনীতিক উন্নয়ন ও কৃষির সমৃদ্ধি অর্জনে অভাবনীয় পরিবর্তন আসবে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদগণ।

মুহাম্মাদ নাবী নামে একজন অর্থনীতিবিদ বলেন, “এই অঞ্চলে বিশেষভাবে আফগানিস্তানে এই প্রকল্পটি সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক প্রকল্প। এটি মূলত শুরু হয়েছিল দাউদ খানের আমলে। এটি আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার পথে একটি বড় পদক্ষেপ।” ইমারতে ইসলামিয়ার কর্মকর্তারা কুশতেপা খাল প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপের কাজ উদ্বোধনের সময় বলেছেন, এই খাল খনন সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমে শস্য উৎপাদনে আফগানিস্তান স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবে ।

আমু নদী থেকে দীর্ঘদিন ধরে একচেটিয়া সুবিধা নিয়ে আসছিল পার্শ্ববর্তী দেশগুলো। এই নদীর অন্যতম অংশীদার হলেও আফগানিস্তানকে এর পানি থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল দীর্ঘদিন। তালিবান ক্ষমতা গ্রহণের পর পুনরায় ইমারতে ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠার পর এই নদীর পানিকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে আফগানিস্তানের কৃষিকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে কুশতেপা খাল প্রকল্পের কাজ শুরু করে। কিন্তু এরপর থেকে প্রতিবেশী দেশগুলো এটি নিয়ে নিজেদের উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছে। তাদের এমন উদ্বিগ্নতা আসলে পানির উপর আফগানিস্তানের অধিকার হরণের নামান্তর।

উল্লেখ্য, কুশতেপা খালের প্রকল্পিত মোট দৈর্ঘ্য ২৮০ কি.মি. এবং প্রস্থ ১০০ মিটার। এটি বলখ প্রদেশের কালদার জেলা থেকে শুরু হয়ে জাওযান প্রদেশের মধ্য দিয়ে গিয়ে শেষ হবে ফারইয়াব প্রদেশের আন্দখয় জেলায়।

তথ্যসূত্র:

1. Islamic Emirate: Qosh Tepa Canal Will Not Infringe on Neighbors' Water
- https://tinyurl.com/2vj9auuw

গাজার জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলের গণহত্যা

গাজায় আরও একটি নৃশংস গণহত্যা প্রত্যক্ষ করলো বিশ্ববাসী। গাজার আল-আহলি হাসপাতালে বিমান হামলা চালিয়ে ৫০০ ফিলিস্তিনিকে খুন করার পর এবার জনবহুল জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। গতকাল (৩১ অক্টোবর) ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বরোচিত এ হামলায় অন্তত ২০০ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন অন্তত ৩০০ ফিলিস্তিনি। হতাহতের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। হামলায় ধ্বংস্তুপে পরিণত হওয়া ভবনের নীচে চাপা পড়েছেন আরও অনেকে।

ঘটনাস্থলের ছবি এবং ভিডিওতে দেখা যায়, শরণার্থী শিবিরের বিল্ডিংগুলো ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উদ্ধারকারী স্বেচ্ছাসেবকরা ধ্বংসাবশেষের

মধ্যে বেঁচে থাকা শিশু ও নারীদের সন্ধান করছেন। কেউ কেউ স্বজনদের হারিয়ে চিৎকার কান্নাকাটি করছেন।

https://twitter.com/Timesofgaza/status/1719419984323944766

https://twitter.com/QudsNen/status/1719385898905706650

https://twitter.com/WAFANewsEnglish/status/1719367533248094530

https://twitter.com/WAFANewsEnglish/status/1719350284474859940

হামলার পর আহত ফিলিস্তিনিদের আহাজারিতে ভারি হয়ে উঠে হাসপাতাল।

https://twitter.com/WAFANewsEnglish/status/1719425697775538473

ফিলিস্তিনি সংবাদমাধ্যম ওয়াফা নিউজ জানিয়েছেন, মধ্য গাজার নুসিরাত শরণার্থী শিবিরেও হামলা চালিয়েছে ইহুদি বাহিনী। সেখানে কমপক্ষে ১৫ জন নিহত হয়েছেন। ধ্বংসস্তূপের নিচে কয়েক ডজন মানুষ এখনো আটকা পড়ে আছে।

এছাড়াও হামলা হয়েছে গাজা শহরের পশ্চিমে সৈকত শরণার্থী শিবিরেও। এতে অন্তত ১০ জন নিহত এবং অনেকে আহত হয়েছেন। অন্যদিকে পশ্চিম তীরেও বেশ কয়েকজন যুবককে খুন করেছে ইসরায়েলি বাহিনী।

উল্লেখ্য যে, গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে এখন পর্যন্ত (১ নভেম্বর সকাল পর্যন্ত) নিহত হয়েছেন ৮,৫২৫ জন। আহত হয়েছেন ২১,৫৪৩ জন। হতাহতের মধ্যে অধিকাংশই নারী ও শিশু। এছাড়াও পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন ১২৭ ফিলিস্তিনি। আহত হয়েছেন ১,৯৮০ জন।

তথ্যসূত্র:

1. Wafa News Agency - English
- https://tinyurl.com/etda87y

পশ্চিম তীরেও অবরোধের মুখোমুখি ফিলিস্তিনিরা

গাজায় ইসরায়েলের চলমান আগ্রাসনের মধ্যেই পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনি মুসলিমদেরকেও একরকম অবরুদ্ধ অবস্থায় রেখেছে ইসরায়েল। সেখানকার বাসিন্দারাও মুখোমুখী হচ্ছেন ইসরায়েলি আগ্রাসনের, এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় যাওয়া প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে ফিলিস্তিনিদের।

গত ৩০ অক্টোবর পশ্চিম তীরের জেনিন শরণার্থী ক্যাম্পে ও হেবরণে হামলা চালিয়ে ৫ ফিলিস্তিনি যুবককে খুন করে ইসরায়েলি বাহিনী। এর আগের দিন (২৯ অক্টোবর) পৃথক কয়েকটি ইসরায়েলি হামলায় ৩ ফিলিস্তিনি নিহত হয়। এ নিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিম তীরে ৮ ফিলিস্তিনিকে খুন করে ইসরায়েলি বাহিনী। হামলায় আহত হয়েছে আরও বেশ কয়েকজন ফিলিস্তিনি।

85

গতকাল জেনিনে হামলায় অন্তত ১০০ টি সাঁজোয়া যান ও শত শত ইসরায়েলি সেনা অংশ নেয়। এ সময় সামনে থাকা সবকিছুই বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দিয়েছে তারা। গ্রেফতার করা হয়েছে বেশ কয়েকজন মুসলিম যুবককে।

গত ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিন -ইসরায়েল যুদ্ধ শুরুর পর থেকে অধিকৃত পশ্চিম তীরে ব্যাপক আগ্রাসন বৃদ্ধি করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। এলাকাটিতে দিন - রাত টানা অভিযান চালাচ্ছে তারা। পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় বিমান হামলাও চালাচ্ছে ইসরায়েল। বিভিন্ন পয়েন্টে মোতায়েন রয়েছে ইসরায়েলি স্নাইপার সেনাও।
পাশাপাশি পশ্চিম তীরে বসতি স্থাপনকারী ইহুদি নাগরিকরাও পাল্লা দিয়ে হামলা চালাচ্ছে মুসলিমদের। ফিলিস্তিনিদের বাড়ি বাড়ি হামলা ও লুটপাট চালাচ্ছে তারা। একইসাথে ফিলিস্তিনিদের কৃষিজমি ও খামারে পৌঁছতেও বাধা দিচ্ছে তারা।

আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে জানা যায় , পশ্চিম তীরের প্রতিটি এলাকার রাস্তাঘাটে ব্যারিকেড বসিয়েছে ইসরায়েলি সেনারা। প্রতিটি রাস্তার চেকপয়েন্টে লোহার রড দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে তারা। ফিলিস্তিনিদের চলাচলে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে ইসরায়েল। বেশকিছু এলাকার স্কুল , মার্কেট সব কিছু এক রকম বন্ধ রয়েছে। যেসব মার্কেট খোলা রয়েছে সেগুলোতে কোন ক্রেতার দেখা মিলছে না। ইসরায়েল পশ্চিম তীরের প্রতিটি শহর , গ্রাম একদম অবরুদ্ধ করে রেখেছে।

উল্লেখ্য যে , ৭ অক্টোবরের পর থেকে এ পর্যন্ত ইসরায়েলি বাহিনী পশ্চিম তীরে গ্রেফতার করেছে ১৫৫০ জন ফিলিস্তিনিকে। খুন করেছে ১২১ জনকে। যার মধ্যে ৩৩ জনই শিশু। ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় আহত হয়েছেন আরও ১ ,৯০০ জন। পশ্চিম তীরে জোরপূর্বক উচ্ছেদের শিকার হয়েছেন অন্তত ১০০০ ফিলিস্তিনি। এর আগে চলতি বছর পশ্চিম তীরে আরও খুন হয় অন্তত ২৫০ ফিলিস্তিনি।

তথ্যসূত্র :

1. Palestinians in West Bank face closures, attacks amid Israeli offensive
- https://tinyurl.com/2cxccc5u
2. Israeli raids kill five in occupied West Bank
- https://tinyurl.com/vtk5p3hk
3. LIVE UPDATES
- https://tinyurl.com/68z8c28r
4. West Bank emergency update
- https://tinyurl.com/mwpjxbkm

ফটো-রিপোর্ট || হিরানে শাবাবের অভিযানে হতাহত ২৮ মিলিশিয়া

হারাকাতুশ শাবাব আল মুজাহিদিন মধ্য সোমালিয়ার হিরান রাজ্যের বুলুবার্দি (بولـــوبردي) শহরের উপকণ্ঠে সরকারী মিলিশিয়াদের একটি অবস্থানে অভিযান পরিচালনা করেছেন , যাতে কমপক্ষে ২৮ সরকারি মিলিশিয়া হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র || নভেম্বর, ২০২৩ঈসায়ী

স্থানীয় সূত্র জানায়, ১১ রবিউস সানি মোতাবেক ২৭ অক্টোবর শুক্রবার মধ্য সোমালিয়ার হিরান রাজ্যে অবস্থিত পশ্চিমা সমর্থিত সোমালি সরকারি মিলিশিয়াদের অবস্থান লক্ষ্য করে আক্রমণ চালান ভারি অস্ত্রে সজ্জিত আশ-শাবাবের প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে সোমালি সরকারি মিলিশিয়াদের ১১ সদস্য নিহত হয়, আহত হয় ১৬ জন।

অভিযানের সময় দুইজন মিলিশিয়া সদস্যকে বন্দীও করেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। পাশাপাশি গোলাবারুদ, সামরিক সরঞ্জাম এবং বিভিন্ন ক্যালিবারের মেশিনগান বোঝাই একটি সামরিক গাড়ি জব্দ করেন তাঁরা।

আল কাতাইব ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত উক্ত অভিযানের বাছাইকৃত কিছু ছবি আমরা এখানে আল-ফিরদাউসের পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করছি –

সকল ছবি একসাথে - https://files.fm/u/pq3njhet8c

https://alfirdaws.org/2023/11/01/65012/

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || অক্টোবর ৪র্থ সপ্তাহ, ২০২৩ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2023/11/01/65013/

আবারো হামলা জাবালিয়া শরণার্থী ক্যাম্পে

গাজার অন্যতম বড় শরণার্থী ক্যাম্প জাবালিয়ায় ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে আবারো হামলা চালিয়েছে ইহুদিবাদী ইসরায়েল। গতকাল (৩১ অক্টোবর) বিমান হামলা চালিয়ে কমপক্ষে ২০০ ফিলিস্তিনি মুসলিমকে গণহত্যা করার পর, আজ (১ নভেম্বর) আবারো ইসরায়েলি যুদ্ধবিমানগুলো বোমাবর্ষণ করেছে সেখানে।

মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ‘মিডল ইস্ট আই’ আল-জাজিরার বরাত দিয়ে জানায়, আজ (১ অক্টোবর) জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ আবাসিক এলাকা ফালুজায় আজ দ্বিতীয় দিনের মতো বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল।

দ্বিতীয় দফার বিমান হামলায় হতাহতের সঠিক পরিসংখ্যান জানা যায় নি। তবে বিমান হামলায় হতাহতের শিকার অসংখ্য ব্যক্তিকে গাজার ইন্দোনেশিয়ান হাসপাতালে নিয়ে আসতে দেখা গেছে।

https://twitter.com/ShehabAgency/status/1719670534361711096

উল্লেখ্য, গাজায় জাতিসংঘ পরিচালিত সবচেয়ে বড় ও পুরাতন শরণার্থী ক্যাম্প হলো এই জাবালিয়া ক্যাম্প। ১৯৪৮ সালের যুদ্ধে ইহুদিদের দ্বারা জোরপূর্বক উচ্ছেদের শিকার ফিলিস্তিনিদের জন্য এই তখন এই ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

তথ্যসূত্র:

1. Jabalia refugee camp in northern Gaza hit again a day after a deadly Israeli air attack.

- https://tinyurl.com/3sxrr397

2. Israeli strike on refugee camp for the second time in 24 hours

- https://tinyurl.com/4295d8tr